Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

কামাখ্যা প্রসাদ রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/194(a)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/194(5)

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

কামাখ্যা প্রসাদ রায়

শ্রদ্ধেয় শৈলেনদা,
আপনাকে যেমন শ্রদ্ধা করি আবার ভাল ও বাসি তেমনি — আসলে দুইই এক — সর্বোপরি আপনি একনিষ্ঠ শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত-সন্তান; যে ভক্তের মধ্যে প্রবণ কর্ম এবং সন্ন্যাস এর সকল গুণেরই সমন্বয়, সেই তো নিষ্কাম ভক্তি ভক্ত! সেই জন্যেই আপনার হাতে শ্রীশ্রীমায়ের এর ক্ষুদ্র লীলাকথা তুলে দিয়ে নিজেকেই কৃতার্থ মনে করছি। প্রণত
কাশীধাম কামাখ্যাপ্রসাদ রায়
৭-৩-১৯৮৩

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

নাথ ব্রাদার্স

৯নং শ্যামাচরন দে স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০০ ৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
কে. পি. রায়
আফিস পাড়া সাউথ
রাঁচি—২

মূল্য : ৭'০০

মুদ্রাকর :
শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা
শ্রীহরফ্ প্রেস
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঃ উৎসর্গ ঃ

জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর রাতুল চরণে

বলে দাও মোরে, বলে দাও ওগো দয়াময়ী জননী
তোমার এ মধুর অমিয়-লীলা কেমনে রচিব আমি !
বল আমি আহা, কেমনে রচিব বা
তোমার অনন্ত, অনাদি মহিমা ॥

ইন্দু যদিও পেতে পারে জানি কিছু বা রবির গরিমা
বিন্দু তা' বলে পাবে কি কখনো সিন্ধুর পরিসীমা !!

আমি
ছাড়িয়া যতেক ক্ষুদ্র অভিমান
শুধু কেঁদে কেঁদে চলি দিবানিশি,
তোমার লীলার অমিয় সাগরে
সাঙ্গ করিতে আপনারে নিঃশেষে ॥

ওগো দয়াময়ী জননী,
তোমার এ অমিয় লীলা
বল কেমনে রচিব আমি,
কেমনে গাহিব বা
তোমারি অনাদি, অনন্ত মহিমা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

সে অনেক দিনের কথা, প্রায় চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর হবে—তখন মাঝে মাঝেই মা তারাপীঠে যেতেন। এম্‌নি একসময়ে, মা তারাপীঠে আছেন, একদিন দুপুরে তারা-মন্দিরের পাশের ঘরটিতে মা যখন বিশ্রাম করছেন সেই সময়ে স্থানীয় কোন ব্যক্তি মন্দিরের বাইরে নিতান্ত কৌতূহল চরিতার্থতার জন্যই কাউকে উদ্দেশ ক'রে মায়ের নাম কি, বাড়ি কোথায় এরকমের সব প্রশ্ন করছিলেন। এসকল কথা মা ঘরের ভেতর থেকে শুনেছেন এবং কিছুক্ষণ পরে যখন উঠে বসেন তখন বল্‌ছেন: বাইরে কে যেন ঐ রকম সব জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আমার খেয়ালে খেয়ালে মুখ দিয়া বাহির হইল—অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।

উপরোক্ত ঘটনার সূত্র ধরেই এই বই-এর নামকরণ করা হ'ল "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী"।

এই পুস্তকে, বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং "আনন্দবার্তা"য় প্রকাশিত মাতৃ-লীলা প্রসঙ্গের আটটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। কেবল শেষ প্রবন্ধটি নূতন রচনা —এটি, বস্তুত মাতৃ-লীলাকীর্তনের একটি নমুনা।

এক সময়ে রাঁচিস্থ মাতৃ-সন্তানদের মধ্য থেকে সুন্দর একটি মাতৃ-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, য'ার সভ্যবৃন্দ ঘুরে ফিরে কখনো স্থানীয় আশ্রমে কখনো বা কোন ভক্তের আমন্ত্রণে তাঁর বাটিতে মাতৃ-লীলাকীর্তন করে সকলকে নিয়ে মাতৃ-চরিতামৃত আস্বাদনে উদ্যোগী হন। সেই উপলক্ষে কিছু কিছু মাতৃলীলা-কীর্তনের আখ্যায়িকা এবং তৎসহ ঐ কীর্তনের সহায়করূপে অনেকগুলি মাতৃ-সংগীতও রচিত হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের মাতৃ-গোষ্ঠীর সন্তানেরাই ঐ গান-গুলিতে সুরের সংযোজনা ক'রে তা'তে প্রাণ-সঞ্চার করেন। এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে উপরোক্ত মাতৃ-সঙ্গীতের ২৫টি গীতও পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হ'ল।

একমাত্র মাতৃভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে সকলকে নিয়ে মাতৃ-লীলামৃত আস্বাদনের ইচ্ছাই লেখককে এই পুস্তক প্রকাশের প্রেরণা দেয়। আর এই প্রেরণার পেছনেও মায়েরই একটি বিশেষ ইঙ্গিত যেন কাজ করে চলেছে। আমাদেরই আশ্রমের এক মহাত্মা সেদিন মায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে কাশীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে নিত্যকার মতো ভাগবত পাঠে রত। ব্যাসাসনে বসে যেই তিনি ভাগবত পাঠ শুরু করবেন তখনই জননী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন—দেখ, এই ভাগবত পাঠ ক'রে তুমি যেমন গঙ্গাস্নান করে পরিশুদ্ধ হবে, সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এখানে শ্রোতা হ'য়ে উপস্থিত তাঁদেরও তুমি হাতে হাত ধরে গঙ্গাস্নান করতে এবং তেমনি পবিত্র হ'তে সাহায্য করছো। মায়ের এই ভাগবতী নির্দেশনাই অন্তরে অন্তরে জুগিয়েছে এক অন্তহীন অনুপ্রেরণার উৎস যা'র ফলশ্রুতি আজকের এই মাতৃলীলাপ্রসঙ্গ।

কামাখ্যা প্রসাদ রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম হ'তে অষ্টম, এই আটটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে "আনন্দবার্তা"য় যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা'র বিবরণ—

(১) শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জয়ন্তী উৎসব (১৯৫৭)… … "আনন্দবার্তা"—নভেম্বর সংখ্যা ১৯৫৭
(২) মাতৃলীলানুধ্যান (১) … "আনন্দবার্তা"—জানুয়ারী সংখ্যা ১৯৭২
(৩) মাতৃলীলানুধ্যান (২) … "আনন্দবার্তা"—এপ্রিল সংখ্যা ১৯৭২
(৪) মাতৃলীলানুধ্যান (৩) … "আনন্দবার্তা"—অক্টোবর সংখ্যা ১৯৭২
(৫) মাতৃলীলানুধ্যান (৪) … "আনন্দবার্তা"—জুলাই সংখ্যা ১৯৭৩
(৬) মাতৃলীলানুধ্যান (৫) … "আনন্দবার্তা"—অক্টোবর সংখ্যা ১৯৭৩
(৭) মাতৃলীলানুধ্যান (৬) … "আনন্দবার্তা"—জানুয়ারী সংখ্যা ১৯৭৪
(৮) কুসুমাঞ্জলি … "আনন্দবার্তা"—এপ্রিল সংখ্যা ১৯৭৪-"পুষ্পাঞ্জলি" শীর্ষক প্রবন্ধ।

রাঁচিস্থ "নির্মলা কলেজ"-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপনারতা কল্যাণীয়া ডঃ পুষ্প পালিত এই পুস্তকের গ্রন্থনকার্যে পরম আত্মীয়ের মতো আমাকে যেভাবে সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেছেন—চিরাচরিত সৌজন্যসূচক কোন কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতির দ্বারা তাঁ'র সেই স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মায়ের ভালবাসা যেখানে আমাদের 'সূত্রে মণিগণাইব' মিলিয়ে রেখেছে, সেখানে আবার ব্যবহারিক দেনা-পাওনার মতো সম্বন্ধ কোথায়?

উপরন্তু, এই গ্রন্থের আদৌ প্রকাশের কোন সম্ভাবনা ছিলনা, যদি না প্রখ্যাত প্রকাশক আমার পরম স্নেহ-ভাজন শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে আমাকে এই কার্যে উদ্যোগী করতেন—প্রকৃত প্রস্তাবে এই কার্যের মূল উদ্যম এবং ব্যবস্থাপনার সব ভারই তাঁ'র নিজস্ব। শ্রীমান বীরেন যে একে মায়ের কাজ বলেই গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর মায়ের যে কোন কাজে তাঁর যে অদম্য উৎসাহ তা আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি।

সর্বোপরি মায়ের 'হরিকথা'র গানগুলোতে প্রাণসঞ্চার ক'রে প্রকৃত আপনজনের মত যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে সহায়তা করেছেন—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা, শ্রীমতী সোমা ভদ্র, কুমারী অনিতা ঘটক, শ্রীযতীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী ঝরণা চক্রবর্তী, এঁরাও এ কাজকে যেন মাতৃ-আরাধনারই একটি উপায় মনে করে সমাধা করেছেন। এতে যুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকায় তাঁদের যে নিষ্ঠা এবং আনন্দের পরিচয় পাওয়া গেছে—সাংসারিক বহু অসুবিধাকে উপেক্ষা করেও—এর তুলনা বিরল।

উপরন্তু জানাই সঙ্গীত-সাধিকা শ্রীযুক্তা লতিকা দেবীকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি—তাঁর কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও সময় ক'রে বার বার এই পুস্তকে প্রকাশিত গান ক'টির স্বরলিপির প্রুফ, সংশোধন ক'রে দিয়ে আমাদের সাথে তিনিও যেন এক পরম আত্মীয়তার সূত্রে মিলিত হয়েছেন। আমরা আরও আনন্দিত হয়েছি—তিনি যে শুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ পূর্ণ "মাতৃপ্রণাম" গানটি রচনা করে তা' স্বরলিপি সহ এই মাতৃ-বন্দনার অর্ঘ্যের পরিশেষে সংযোজিত ক'রে, ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সমগ্র প্রয়াসটিকে দিয়েছেন এক পরিপূর্ণতার সুষমা।

"তোমার লীলার ছন্দে ছন্দে", এই অংশের ২১টি গান এবং "রসায়ন"-এর চারটি—এই মোট ২৫টি গানের সবগুলির স্বরলিপি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি ব'লে আমরা সত্যই দুঃখিত।

আর একটি কথা—যে কারণে, বিশেষ ক'রে এই সমস্ত সংগীত রচয়িতার কোন নিজস্ব সুরের দাবী এতে নেই তদ্‌সূত্রে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোন গানের সুরেই কা'রও ব্যক্তিগত একাধিপত্য থাকবার কথাও নয়। কাজেই সংগীতানুরাগী যে কোন মাতৃ-সন্তান তাঁর নিজস্ব ধারায় এতে সুর সংযোগ ক'রে নিজ ইচ্ছে মতো করে গাইতে পারেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং আমরা এও নিশ্চিতই জানি যে শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত কৃতী সন্তান-সন্ততির মধ্যে এ কার্যে অনেক গুণীজন রয়েছেন যাঁদের পক্ষে এ কাজ যথেষ্ট পটুতার সহিত সম্পাদিত হতে পারে।

গত বৎসরাধিক কাল—ঠিক যে সময় হ'তে এই গ্রন্থখানি ছাপবার প্রয়াস চলতে থাকে—আমরা জানি তখন থেকেই প্রেস-কর্তৃপক্ষ এবং তৎসহ প্রকাশকদের পক্ষেও অপ্রত্যাশিত আশংকা এবং বিশৃংখলা দেখা দেয়। কতকটা সেই কারণে এবং খানিকটা গ্রন্থকারের দীর্ঘদিন অসুস্থতা নিবন্ধন এই গ্রন্থ প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও কিছু কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে, তার কিছুটা অবশ্য আমরা একখানি শুদ্ধি-পত্রে দূর করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এ ছাড়া এই গানগুলির মূল সুরকার এবং সুরকারিকা বৃন্দের কয়েকজন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত যথা সম্ভব পরিশোধিত স্বরলিপিগুলি তাঁদের দ্বারা পুনর্বার অনুমোদিত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সংগীতানুরাগীদের কাছে আমাদের বিশেষ নিবেদন, আমাদের অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি যদি এতে ঘটে থাকে তাঁরা যেন সেগুলিকে যথাসম্ভব ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন এবং সম্ভব মতো সে সব ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেন।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মাতৃশ্রীচরণে, তাঁর সেবাকার্যেই সমর্পিত হবে।

মহালয়া ॥ ১৩৮৬ — গ্রন্থকার

রাঁচি (বিহার)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জয়ন্তী উৎসব	১
২।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (১)	৭
৩।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (২)	১৪
৪।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (৩)	২০
৫।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (৪)	২৯
৬।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (৫)	৩৯
৭।	মাতৃ-লীলানুধ্যান (৬)	৪৯
৮।	কুসুমাঞ্জলি	৫৩
৯।	মাতৃকথামৃত তথা প্রেমরসায়ন	৬২
১০।	তোমার লীলার ছন্দে ছন্দে (২১টি গানের সংকলন)	৭১
১১।	রসায়ন (৫ খানি গান ও কয়েকটি গানের স্বরলিপি)	৯১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শুদ্ধিপত্র

(ক) পৃঃ ২, পঙ্‌ক্তি ৬—"মাতৃসঙ্গ" স্থলে "মাতৃ-সৎ-সঙ্গ" পড়িতে হইবে।

(খ) পৃঃ ২, পঙ্‌ক্তি ৭—"মাতৃসঙ্গ" স্থলে "মাতৃ-সৎ-সঙ্গ" পড়িতে হইবে।

(গ) পৃঃ ২, পঙ্‌ক্তি ১৮—"মুরতি"র স্থলে "মূরতি" পড়িতে হইবে।

(ঘ) পৃঃ ৩৬, পঙ্‌ক্তি ১৯—"কৃপাপাত্রও"-এর স্থলে "কৃপা-পাত্রেরা ও" পড়িতে হইবে।

(ঙ) পৃঃ ৪৮, পঙ্‌ক্তি ১২—"যাকে"র স্থলে "যাঁকে" পড়িতে হইবে।

(চ) পৃঃ ৬৭, গানের প্রথম স্তবকের শেষ কলিতে "তো"র স্থলে "তোর" পড়িতে হইবে।

(ছ) পৃঃ ৬৮, পঙ্‌ক্তি ২—"পুরাতনার" স্থলে "পুরাতন" পড়িতে হইবে।

(জ) পৃঃ ৬৮, পঙ্‌ক্তি ৩—"সীম"-এর স্থলে সীমা পড়িতে হইবে।

(ঝ) পৃঃ ৬৮, পঙ্‌ক্তি ৭—"আর্জর" স্থলে "আর্তি" পড়িতে হইবে।

(ঞ) পৃঃ ৭৫-এ—গানের শেষ কলিতে "কি এসেছে"র স্থলে "কে এসেছে" পড়িতে হইবে।

ট) পৃঃ ৭৯-তে—গানের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কলিতে "রঙ্গিয়ে ওঠে"র স্থলে "রাঙ্গিয়ে ওঠে" পড়িতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জয়ন্তী উৎসব ॥

কবি একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন—লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে যে আলোকরশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছে, তার এতো কাছে থেকেও আমাদের হৃদয়ে তা পৌঁছোল না! সত্যিই তো, এই স্বতঃস্ফূর্ত আলোকমালার বিচ্ছুরণে কিন্তু এতটুকু কার্পণ্য নেই। তখনই মনে হয় তবে কোথায় ত্রুটি, কিসের অভাব? এই অভাবের যথার্থ কারণ জানতে হলে আমাদের অন্তরের অনুশীলন দরকার—সেখানে যে আমাদের প্রকৃতিগত স্বভাব তার শত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে জর্জরিত হয়ে আছে, তাই এ ব্যর্থতায় মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত। প্রতিনিয়ত যে করুণাধারা আমাদের ঢেকে রয়েছে তাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারি নি—এতো বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। এমনি করে তিনি যখন নির্বিশেষের ধারা বেয়ে নেমে আসেন তখন তাঁকে পাই নে। আবার বিশেষের মধ্যে যখন ধরা দেন তখনও তাঁকে হারাই—

"And the light shineth in darkness; and the darkness comprehendeth it not."

এই আঁধারের বুকে, অজ্ঞানের মাঝে নেমে এলে জ্যোতির্ময়ী তুমি, কিন্তু তোমায় জানলো না তা'রা। নিজেকে আমরা যে কেবলি অজ্ঞান আর ক্ষুদ্র বলে জেনেছি, তাই তো এ বিড়ম্বনা। তোমাকে পেয়েও পাই নে, জেনেও জানি নে, এই গ্লানিতে ভরা মানুষের ইতিহাস, একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাকে ঘিরে রয়েছে সেই লাঞ্ছনা। আমরা জানতে চাই এই পীড়িত মানবাত্মার জন্যে তুমি আজ কি সান্ত্বনা নিয়ে এসেছো।

নিজের অযোগ্যতার কথা জেনেও অন্তরে শুধু এই প্রশ্ন নিয়ে কেবলি তোমার আশে-পাশে ঘুরে চলেছি। আর দশজন সন্তানের মতো প্রাণের কথা তোমাকে খুলে বলতে পারি নি, এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। দূর থেকে তোমার ঐ প্রশান্ত দৃষ্টি আর নীরব শিক্ষার মধ্যে মানব-কল্যাণের যে আদর্শকে মূর্ত হতে দেখেছি তাকেই আজ খুঁজে নিতে চেষ্টা করব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আশ্রম-সংলগ্ন মণ্ডপেই উৎসব হচ্ছিল সেদিন। ভক্ত-সন্তানেরা সবাই ঘিরে রয়েছেন মাকে তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত রস পিপাসু চিত্তে। একটি একটি করে ভক্তেরা তাঁদের প্রাণের আকুতিভরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, আর বিশ্বমাতা তাঁর অপরূপ হৃদয়স্পর্শী বাণী নিয়ে সবাইকে তৃপ্ত করে চলেছেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে এই আশ্রমে বলা হয় মাতৃসঙ্গ। আমাদের মধ্যে এখানে অনেকেই আছেন যাঁদের একাধিকবার এমনি মাতৃসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। মনপ্রাণ তখন যে আনন্দের দিব্য সাড়ায় জেগে ওঠে সে অভিজ্ঞতাও আপনাদের রয়েছে। সেদিন দেখলাম ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দূরাগত কোন ভক্ত মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মাতৃসঙ্গের মোড় ঘুরে যায়। স্নেহময়ী মা তখন সন্তানের কুশল জিজ্ঞেস করছেন কত দরদ দিয়ে! লক্ষ্য করলাম, কথা প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ভক্তটির কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসছে আর চোখের দৃষ্টি তার বাষ্পায়িত। বন্যার বেগে যেমনি করে পুকুরের বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে নদীর জল এসে ভেঙ্গে পড়ে তেমনি করে বুঝি করুণাময়ী মায়ের বাৎসল্য ধারায় সেদিন সন্তানটিকে ভরে দেয়। সন্তানটি এবার তাঁর স্বাভাবিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। সাশ্রুনয়নে আবেগভরা কণ্ঠে তখন বার বার মাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"মা, মা, কি আনন্দ দিয়েই না তুমি গড়া, এক অখণ্ড আনন্দঘন মধুর চাক তোমার ঐ মুরতি।" বার বার করে এই একটি কথা বলেও যেন তাঁর প্রাণের সাধ মিটছে না। এই আকুলি ব্যাকুলি ভরা সন্তানের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে মা ঐ ভক্তটিকে তাঁর শান্ত মধুর কণ্ঠে শুধু বললেন—"বাবা, ঐ মধু আর ঐ আনন্দ যে তোমাতেই রয়েছে।"

ছোট্ট কথাটি মায়ের, কিন্তু সত্য আর তত্ত্ব এখানে এক হয়ে গেছে। তা ছাড়াও কি গভীর আত্মদৃষ্টির প্রতি নির্দেশ না রয়েছে তাতে। তাই মনে হয় যতদিন আমরা নিজেদের নিরানন্দময় বলে জানবো ততদিন সত্যি সত্যি মাকে আনন্দময়ী বলে জানবো না।

আর একটি সন্তানের কথা বলছি। মায়ের আঙ্গিনার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় সে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে, (মনে করে বুঝি মায়েরও দৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরে)। সে আপন মনে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। কখনও ধরা পড়ে গেলে, কোন ভক্ত-সন্তান জিজ্ঞেস করেন—তুমি দূরে দূরে চলে যাও কেন? এতো কাছে থেকেও মায়ের সঙ্গে দেখাও ত করতে এলে না একটি বার? কিছু একটা মনগড়া জবাব দিয়ে সন্তানটি তখন সরে পড়ে। মনে বুঝি তার রয়েছে মায়ের প্রতি সন্তানের চিরন্তন অভিমান—যেদিন তুমি আপনি স্নেহের টানে ডাকবে সেই দিন যাব তোমার কাছে। ওদিককার টানের খবর না রেখেও এদিককার টান যে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, নিজের মনকে খুঁজে দেখবার সে সৌভাগ্য তার হয় নি কখনও। এমনি সময় একদিন মায়ের আঙ্গিনার পাশ কাটিয়ে যেতে কি যেন একটা সামনে এসে পড়ল। সন্তর্পণে তাকে কুড়িয়ে নিলে সে। আর কাউকে না বলে যক্ষের ধনের মতো সেটাকে বুকে নিয়ে চলেছে অনেক দিন! আর থাকতে পারছে না, যা পেল তার পরিচয় না জেনে প্রাণ ছটফট করে ওঠে। যা পাই তার মূল্য না জানলে নিজের মূল্যও যে কত কমে যায়, সেই মর্মবেদনা তাকে পেয়ে বসেছে। আর না, এবার তার অভিমানের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সেদিন ছুটে গিয়েছে মায়ের কাছে। সোজা গিয়ে মাকে প্রশ্ন—এই যা পেয়েছি এটা কি বলে দাও। সহজ সরল উত্তরে মা বলে দেন এর বিশেষ নাম আর অর্থ। সেই অর্থের সঙ্গে সঙ্গে যেন সন্তানটির মনেও নিজের অর্থ নূতন করে জেগে ওঠে। কে যেন ভেতর থেকে 'আছি' 'আছি' বলে দমফাটা কান্নার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। শান্ত হতে খানিকক্ষণ সময় নিয়ে এবারে সন্তানটি মাকেই সোজা প্রশ্ন করে বসে—এটা কোত্থেকে এলো, এই দেওয়া আর পাওয়ার যোগাযোগের মালিক কে? রহস্যমধুর কণ্ঠে মা'র জবাব এলো—বাবা, তোমার অন্তরেই ওটা ছিল। আর যদি বল কে দিয়েছেন, তবে জেনো তোমার অন্তরপুরুষই তোমায় দিয়েছেন। সন্তানটি তাতে নিরস্ত নয়। সেই তখন জেদ করে বলেছে, মায়ের আঙ্গিনায় পাওয়া জিনিস এ তাঁরই দান না হয়ে যায় না! আশ্চর্য, সন্তান যতই মায়ের কাছে যেতে চাচ্ছে মাও ততই তাকে অন্তরপুরুষের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত মা তাকে ঊর্ধ্বে লক্ষ্য দেখিয়ে এই কথাই বোঝাতে চাইলেন, "তিনি স্বয়ং"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছেন। নির্বোধ সন্তান তখনও বুঝতে পারে নি তার অন্তর পুরুষ, "তিনি স্বয়ং" আর মা নিজে এঁরা যে অভিন্নাত্মা, এক অদ্বয় অনন্ত পরিব্যাপ্তি।

এমনি করে বারবার দেখেছি সন্তানদের অহং থেকে অন্তরপুরুষ এবং অন্তরপুরুষ থেকে পরমপুরুষের দিকে তুলে ধরেছেন। স্বতঃই মনে হয় জীবের প্রাণস্বরূপ এই অন্তরপুরুষকে জাগ্রত করাই বুঝি মা'র প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই বলে এ কথাও যেন ভুলে না যাই আমরা যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা সম্ভব নয়। রূপের মধ্যে বিরাজ করেও যিনি ভাবময়ী, অরূপসর্বস্ব, নির্বিশেষের অজস্র ধারায় যাঁর অবতরণ, বিশেষের একটা দুটো সিঁড়ি বেয়ে কি করে তাঁর শেষ পাব? মায়ের যেমন প্রকাশের অনন্ত দিক রয়েছে, তাঁকে জানবার পথও এক এক করে নিঃশেষ হবার নয়। পূর্ণ সত্যকে যেমন কেউ নিঃশেষে জানবার দাবী করে না, এই মাতৃতত্ত্বও তেমনি শুধু আস্বাদন করা যায়, একে উচ্ছিষ্ট করা চলে না।

ভগবান বুদ্ধ একদিন কোশাম্বী নগরে তাঁর ভক্তশিষ্য-পরিবৃত হয়ে রয়েছেন একটি আম্রকুঞ্জে। হাতে তাঁর কয়টি আম্রপল্লব। ভক্তদের জিজ্ঞেস করছেন—তোমরা কি বলবে আমার হাতে যে কটি আম্রপল্লব রয়েছে এই কি সব? তার উত্তরে সবাই বললে—হে প্রভো তথাগত! তোমার হাতে দেখছি মাত্র গুটি কয়েক পল্লব আর এক একটি আম্রবৃক্ষে আছে এমনি শত শত পল্লব, তেমনি কত আম্রবৃক্ষে এই কুঞ্জ সেজে রয়েছে। শুধু কি তাই, প্রত্যেক দেশে প্রদেশে কত আম্রকুঞ্জ ছড়িয়ে আছে। তখন ভগবান বুদ্ধ বলছেন সবাইকে,—সত্যকেও তেমনি ভাবে জানবে তোমরা। আমি এতদিন যা বলেছি তোমাদের সত্যই বলেছি, তাই বলে সত্য নিঃশেষিত হয় নি তাতে, যেমনি করে আমার হাতের এই আম্রপল্লব ক'টি সত্য হয়েও এই কুঞ্জের অগণিত পল্লবের প্রত্যেকটিও সত্যই রয়ে গেছে।

জ্ঞানময়ী মাকে তো দেখি আমাদের কাছে সত্যের এই অখণ্ড তত্ত্বকে তিনি কতভাবে খুলে ধরেন। অবতার মহাপুরুষদের তো কথাই নেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি কোন মহামানবের আদর্শ বা শিক্ষার কথা উঠলে মাকে তো এই কথাই বলতে শুনেছি—বাবা, যে যেখান থেকে যে কথা বলছে সবই ঠিক। মা যে শুধু অনর্থক তর্ক এড়াবার জন্যে সব সময় এ কথা বলেন না তা যিনি একটু মনোযোগ দিয়ে এসব ক্ষেত্রে মাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তিনিই জানেন। তাঁর কথা শুনেই মনে হয় এ কোন যেমন-তেমন আদর্শবাদী বা ধর্মপ্রচারকের লোকশিক্ষার কথা নয়—এ সেই পূর্ণ সত্যের স্বয়ং প্রকাশ। তাই এখানে দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই, বৈষম্য তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছে না। সর্বোপরি এখানে এমন কোন নির্দিষ্ট মতবাদের প্রশ্রয় নেই যে সব সময় অপরকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন মত আর পথের বিরোধ এখানে নিরসন হয়েছে এ কথা বললেই সব বলা হবে না। শুধু কি যত মত আর যত পথ মায়ের সমদৃষ্টিতে এক হয়ে আছে? আপন আপন বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রেখেও তারা যে সবাই পেয়েছে মায়ের স্নেহময় আশ্রয়। সব পথই যে পথ, একটি মানুষও বিপথে পড়ে নেই, মায়ের চরণপ্রান্তে এলে প্রত্যক্ষ দিবালোকের মত এই সত্যই কি উপলব্ধি হয় না? তাই দেখতে পাই একটি অতি নগণ্য সহজবুদ্ধির মানুষও মায়ের কাছে তার মনের মতো আশ্রয় পায়। এটা কি করে সম্ভব হয়?

আর যা কিছু থাক, অলৌকিকত্ব নেই এখানে কিছু, এ কথা নিঃসংশয়ে জেনেছি। প্রকাশ যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে অভাব বলে কিছুই থাকে না। আধ্যাত্মিক জগতে সম্ভব অসম্ভবের কথা উঠলে মাকে এই কথাই বলতে শুনেছি,—"সেখানে যে সবই সম্ভব, অসম্ভব বলে কিছুই নেই।" আবার বল্‌ছি, এই যে সম্ভব অসম্ভবের যুগপৎ সম্ভাবনা, একেও যেন কেউ অলৌকিকের রঙে অতিরঞ্জিত করে না দেখি। পূর্ণই সত্য আর তা সত্য বলেই যেমনি সুন্দর তেমনি সহজ।

আবার সন্দেহ জাগে, আমাদের অপূর্ণ বিচারবুদ্ধি নিয়ে তাঁকে জানবার যে চেষ্টা তার মধ্যে অনেকটা ভুল বুঝবার অবকাশ থেকে না যায়। সেই জন্যই পূর্ণ সত্যের আদর্শকে যেন আমরা অন্তরে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সচেষ্ট হই। এই অখণ্ড সত্যের কথা বলতে গিয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়েছে—**Like a diamond truth has its many facets.** —হীরকে রয়েছে অসংখ্য পল, এর এক একটি পলে বিচিত্রতর বর্ণসমারোহ। শুধু একটিমাত্র পলের বর্ণবিন্যাস দিয়ে যেমন হীরকটিকে সমগ্রভাবে জানা যায় না, তেমনি আমাদের সামান্য জ্ঞানবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে অসামান্য সেই সত্যের কেবল গুটিকয়েক পলের পরিচয় ঘটে। আমাদের সেই ক্ষুদ্র দৃষ্টি দিয়ে তাকে যেন সীমায়িত করবার ব্যর্থ চেষ্টা না করি। সীমাহীন অন্তবিহীন বিজ্ঞানময় সত্য—আজ যদি মানুষের প্রেমে ধরা দিয়ে থাকেন তবুও তিনি অধরা। তাঁকে যেন আমরা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ধরে রাখতে না চাই। আর, তাঁকে যদি বিশ্বমাতা বলে জানি তবে যেন ভুলে না যাই, এই বিশ্বের সবাই তাঁর সন্তান—তিনি তো বিমাতা নন কারো। তবে কেন আমরা তাঁকে নিয়ে আমার তোমার করব ? শুধু যে যতটুকু পারি নিজ নিজ সাধ্যমত তাঁর অকৃপণ দানে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। আজকের এই পুণ্যদিনে আমরা মায়ের এই আশীর্বাদ চাই—আমাদের অন্তরের দৈন্য দূর হোক, খুলে যাক আমাদের অন্ধদৃষ্টি, প্রভাতের অরুণোদয় এনে দিক আমাদের সুদীর্ঘ রজনীর অবসান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ মাতৃলীলানুধ্যান (১) ॥

মহাকালের বক্ষে এই শ্যামল-ধূসর ধরণীকে আলো ক'রে বার বার ফুটে উঠেছে বর্ণ-গন্ধ-সুষমায় বিচিত্র কুসুমদল। তা'রই মধ্যমণিসম কেন্দ্রস্থিত শতদলটি দীর্ঘকাল ধ'রে মুগ্ধ করেছে বিশ্বজনকে। একদিন কিন্তু কালের অনিবার্য বিস্মরণের ধারা বেয়ে জনমনের চিত্তেও আসে সেই বিস্মরণ—হারিয়ে যায় তা'র মধুর স্মৃতিটুকু, সৃষ্টির ঐ স্বপ্রকাশ মহিমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে যে আত্মহারা হ'য়ে বলেছিল—বাঃ কি সুন্দর! তা' বলে মহাকালের কিছু বিরাম নেই তা'র এই অবিরাম ফুল ফুটিয়ে তোলায়। একের পর এক ছড়িয়ে চলেছে তা'র অক্ষয় ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য এই মাটির উপরেই। এবারের ফুটে ওঠা কুসুমে রয়েছে এক অনুপম মহিমার বৈশিষ্ট্য—কোন বর্ণবিশেষে রঞ্জিত নয়, আরক্ত নয় কোন বা গন্ধবিশেষে—এ শুধু অনাবিল সুষমায় ফোটা এক অপরূপ শতদল। সমগ্র বিশ্বের কাছে মহাকাল এবার তুলে ধরেছে তা'র এই অভাবনীয় বিস্ময়কে—যে যেভাবে দেখবে, যেখান থেকে দেখবে, যেন দেখবে তা'রই আপন হৃদয়-কমলটিকেই, ঠিক যেমনটি বর্ণগন্ধ-সুষমায় তা'কে অনুভব করেছে আপন অন্তরতম বলে।

এই অপরূপ বিস্ময়ের পরিপূর্ণ প্রকাশ-মহিমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা আজ সকলেই। আমাদের এ সৌভাগ্যের কি কোথাও কোন তুলনা আছে? এই বিস্ময়রূপিণী আনন্দময়ীর চরণকমলে প্রণাম জানিয়ে, আমাদের এই মাতৃ-অনুধ্যানের প্রয়াস সার্থক হোক—এই প্রার্থনা।

প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ধ'রে যে অগুন্‌তি মানুষ আসছে যাচ্ছে মায়ের কাছে, তা'রা কি কোন বর্ণ, ধর্ম বা জাতির ভিন্ন পরিচয় নিয়ে আসছে, না আসছে তাদের নাম গোত্রের বিশেষ কোন চিহ্ন নিয়ে—তা'রা সকলেই আসছে মায়ের কাছে মায়ের সন্তান ব'লে। মা যে তাঁর আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতে চান নি কাউকে, তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসীম আকাশের নীচে বিশ্বের আঙ্গিনায়, সন্তানেরা যে যার মতো বেশ আনন্দের খেলা খেলবে ব'লে সে মুক্ত প্রাঙ্গণে।

আশ্রম! আশ্রম গড়বে কি নূতন ক'রে! এই বিশ্বজোড়াই যাঁর আশ্রম তাঁ'র আবার কোন্ আশ্রমের প্রয়োজন? তবুও যদি সন্তানেরা আব্দার ক'রে তা'দের খেলার মত ক'রে, মনের মতো ক'রে কিছু একটা গড়ে তুলতে চায় তা'তেই বা বিশ্বজননী কেন অমত করবেন! ভাঙ্গা আর গড়ার দুই হাতে তালি দিয়ে মহাকাল যে নৃত্য ক'রে চলেছে, এ রহস্য সন্তানেরা না জানলেও মায়ের কাছে তো কিছুই অজানা নেই। মাকে কাছে রেখে সন্তান যে আনন্দের খেলাই খেলতে চাইছে তাতেই রয়েছে স্নেহময়ীর আশীর্বাদ। 'খেলো যে যেভাবে খেলতে পার, আনন্দের খেলা খেলে যাও। বেশ তো ঃ যেখানে শ্রম নেই, সেই তো আশ্রম ঃ সেই আশ্রমের খেলাও তো একটা আনন্দেরই খেলা!' ঐ যে জননী বিশ্বের সকল অমৃতের সন্তান, তাঁর সকল আনন্দময় সন্তানদের ডেকে বলছেন, "বেশ সুন্দর ক'রে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ। তা হলে খেলার ভেতর দিয়েই খেলার চরম পাবে।"

জীবনের সব চাইতে বড় প্রয়োজন, তা'র জীবনের পরম চরিতার্থতাও যে মানুষ খেলার আনন্দের মধ্যেই—যদি ঠিক ঠিক খেলতে পারে—খুঁজে পাবে, এ যে কতো বড় আশার কথা, কতো আনন্দের কথা তা' আমরা এমন ভাবে কখনও বুঝতে পারি নি।

একটি সন্তান কিছু উপদেশ চাইছেন মায়ের কাছে। উত্তরে, "মেয়ে কি কিছু বলতে পারে? মেয়ের এক বুলি।" বলে চলেছেন মা, "এক বুলিতেই এক মিলে। দরকার কেবল একলক্ষ্য হওয়া। আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে হয়। দৃঢ় বিশ্বাস চাই; কিন্তু উহারই যে বড় অভাব। কর্ম করে বাসনা শেষ করা যায় না। একটির পর একটি অনন্ত বাসনা দেখা দেয়। কেবল একটি বাসনা নিয়ে থাকলে—কেবল ভগবান লাভের বাসনা নিয়ে থাকলে—অন্য বাসনা লোপ পায়। যেমন ডালপালার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে যদি দিনের পর দিন গাছের গোড়ায় জল ঢেলে দেওয়া যায় তবে দেখা যায়: ঐ গাছের সব পুরাতন পাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝরে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে। সেইরূপ অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু নাম করে গেলেই মানুষ পূর্ব সংস্কার হ'তে মুক্ত হয়ে নূতন জীবন লাভ করতে পারে।"

বাস্তবিকই কিন্তু মায়ের একই কথা, "হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

সেদিন প্রশ্নকর্তা প্রবীণ অধ্যাপকটির নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের দিকে খেয়াল করে, আবার বলছেন, "ব্যাকুল হতেই হবে। ব্যাকুলতা আমাদের স্বভাব। তাঁহাকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আমাদের আপনি আসে। স্বধন লাভ হলেই এই ব্যাকুলতা চলে যায়। টাকা-পয়সাও ধন, এবং উহাও খারাপ নয়, যদি আসল ধনের জন্য কর্ম করা যায়। যদি ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকে তবে টাকা-পয়সার দ্বারা শরীর পুষ্টি করাও পাপ নয়।"

তেমনি স্থানান্তরে আমরা দেখতে পাই, আসক্তি ত্যাগের কথা উঠলে আর একটি সন্তানকে মা বলছেন, "চেষ্টা করে আসক্তি ত্যাগ করা যায় না। কেবল তাঁকে পাবার আসক্তি বাড়ালেই অন্য আসক্তি ত্যাগ হয়ে যায়। ত্যাগের জন্য ব্যস্ততা কি? জাগতিক জিনিষের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া। আনন্দ আর শান্তি সকলেরই লক্ষ্য। উহা সকলের মধ্যেই আছে, উহা তো আর ত্যাগ হবে না। যাহা ত্যাগ হবার তা ত্যাগ হয়ে যাবে।"

ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও সংস্কারের জিজ্ঞাসু দর্শনপ্রার্থী ও ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা'র মুখে এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য বিষয়ে যে সব কথা বারবার বের হয়েছে, সে সবের যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ রূপ আছে, তাদের অন্তঃসলিল ধারাটি কিন্তু দেখা যায় একই। যেমন একদিন ঢাকার আশ্রমে মায়ের সন্তানদের মধ্যে মাতৃসান্নিধ্যে সৎসঙ্গের সূত্রে কোন সন্তান যখন "শান্তি লাভের দুই পথ আছে, যেমন প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ, আমরা নিবৃত্তিমার্গে যাইব কেন?" —মায়ের কাছে এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন, তখনও মা বলেছেন, "মার্গ মাত্র একটাই। নিবৃত্তিমার্গও প্রবৃত্তিমার্গই; তাই আমি বলি যে ত্যাগ বলে কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। আছে কেবল ভোগ। মানুষ কেবল খণ্ড ভোগ হতে পরিপূর্ণ ভোগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, ভগবানকে দূরে রেখে, সত্যের পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে, আমরা অভাবের রাজ্যে প্রতিনিয়ত যে দুর্ভোগে পড়ে' আছি এ সে ভোগের কথা নয়, এবং আমাদের আপন স্বভাবধর্মে স্থিতিকল্প ভগবদ্‌সান্নিধ্য সম্ভোগের পরিপূর্ণতার কথাই মা বলেছেন।

সন্তানদের আর্তি ও জিজ্ঞাসা এবং সমস্যার সমাধানে মার মুখ দিয়ে এমনি ভাবে ত্যাগ-বৈরাগ্য বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রসঙ্গে বার বার যে সব কথা বের হয়েছে সে সব একত্রিত হলে আমরা দেখব, মা একদিকে তাঁর মহাভাবময়ী অপর দিকে ভাবাতীতা স্বরূপে নিত্য বিরাজিতা থেকেও কি সহজ ভাবে আমাদের কর্ম এবং সাধ্য-সাধন আদর্শে অনুপ্রাণিত করছেন। কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ না জানি তার অন্তরের অনুশীলনের তাগিদেই বের হয়েছিল এই সত্যান্বেষণে—এই দুর্গম তীর্থযাত্রা চলেছে তা'র জীবন ও কর্মের ধাপে ধাপে, একবার উপলক্ষ্য হ'তে লক্ষ্যে, আবার লক্ষ্য হতে লক্ষ্যের ওপারে গিয়ে তা'র জীবনসত্যে উত্তীর্ণ হওয়া। মানুষের জীবনে এই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ যখনই হয়েছে ব্যাহত তখনই ঘটেছে বিপর্যয়—কি ব্যষ্টি জীবনে, কি সমষ্টি জীবনে। মানুষের এই ক্ষুরধার পথে, এই দুস্তর তীর্থযাত্রায় তাই তা'কে সদাজাগ্রত থাকতে হয়েছে, যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে কোন ঊষর মরুপ্রান্তরে তা'র জীবনের জয়-যাত্রা বিপর্যস্ত না হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করি, "নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ় ভাবে বহন করেছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে, এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই; নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে নি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের সব চাইতে শোচনীয়।"

আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আরও যে সব কথা আমরা মার কাছ থেকে পেয়েছি, যেমন, "কাহাকেও ইচ্ছা করে কিছু ছাড়তে হয় না, কর্মের পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ আপনা হতেই হয়ে যায়।" অথবা যেখানে শুনতে পাই, মা বলছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শুভমতি দিয়ে কর্ম কর। কর্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা কর। সব কাজেই তাঁকে ধ'রে থাক, তা হ'লে আর কিছুই ছাড়তে হবে না। তোমার কাজগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, লক্ষ্যপতির সন্ধানও সহজ হবে। মা যেমন শিশুকে যত্নের দ্বারা বড় করেন, দেখবে তুমিও তেমন বড় হয়ে উঠবে। যখন যে কোন কাজ করবে কায়-মন-বাক্যে সরসতা ও সন্তোষের সহিত তাহা করবে, তা হলে কর্মে আসবে পূর্ণতা।" কি সহজ ভাবেই রয়েছে মা'র এই কথার মধ্যেই কর্মকুশলতা আর কর্মের পূর্ণাহুতির যুগপৎ সাফল্য সম্ভাবনার প্রতি যথার্থ তাৎপর্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ—যে সব আলোচনায় শাস্ত্রের জটিল তর্ক-বিচারের অরণ্যে মানুষ এক রকম দিশাহারা হয়ে পড়ে।

আমরা সাধারণভাবে নিয়ত অভাবের রাজ্যে বাস ক'রে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে 'অখণ্ড আনন্দ ও শান্তি লাভ' তাকে তো পাই না। পাবার মতো সহজ কোন পথও যদি বা থাকে তা'ও হয়তো হারিয়েছি আমাদের চরিত্রের দুর্বলতা এবং বুদ্ধি ও মনের সঙ্কীর্ণতার জন্যেই। তাই পরধন আর পরধর্ম নিয়ে, যখন জীবনের সমস্ত শক্তি ও আয়ুক্ষয় হয় তখন এই জীবনেই স্বধন বা স্বধর্ম লাভের সুবর্ণ সুযোগ আবার কি ক'রে আসবে তা' আমরা সত্যি ভেবেই পাই না।

কিন্তু মায়ের মুখের টুকরো টুকরো কথাগুলিকে, যেমন ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছিল, জুড়ে নিলে আমরা দেখবো যে কি সাবলীল ও সর্বজনীন ভাবেই না আমাদের সব চাইতে বড় বড় সমস্যার সমাধানও সে সবে ছড়ান রয়েছে। কখনও বা আপন খেয়াল খুশীতে আবার কখনও সন্তানদের প্রয়োজনে, আব্দারে রহস্যময়ী জননী তাঁর মুখের যে সব অমূল্য কথা—দিদির ভাষায় বলি 'স্বর্ণখণ্ডগুলির মতো ছড়িয়ে চলেছেন', সেগুলিকে যদি আমরা শুধু কুড়িয়ে নিতে পারতাম! মহাভাবময়ী জননীর তো কোন নির্দিষ্ট বলা কওয়ার ধারা নেই। তবু নিজ নিজ ভাবের পরিপুষ্টির জন্যে এবং আপন আপন প্রয়োজনে আমরা যে যতোটুকু মা'র কাছ থেকে পেয়েছি সেগুলিকে এমনি ভাবে জুড়ে নিতে পারলে হয়তো যুগোপযোগী আদর্শের অনুপ্রেরণার মতো ব্যাপক মানব-কল্যাণের এক সুষ্ঠু ভাবরূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পদ লাভ হ'তে পারে। মায়ের যে কৃতী সন্তান এই পুণ্যব্রত হাতে নেবেন তিনি যে সত্যিকার কল্যাণব্রতী হবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

আমাদের লক্ষ্য ছিল মাতৃ-অনুধ্যান। ধ্যান করব কোথায়, কি 'রূপে'? নিরঞ্জনা মা যে কিছুতেই ধরা দেন না! কিন্তু আমাদের যে চাই আশ্রয়, চাই অবলম্বন। সে অবলম্বনের সন্ধানে সর্বাগ্রে চিত্তপটে অস্পষ্টভাবে হলেও জেগে উঠছে মায়ের সেই বিশ্বরূপ-সদৃশ আত্মপ্রকাশের রূপটি। "মা, তুমি যখন অখণ্ড ভাবে থাক তখন কি আমাদের দেখতে পাও?" সন্তানের এই কৌতূহল চরিতার্থতায় জননী সেদিন তাঁর বাৎসল্যস্নেহে ধরা পড়েছেন না জানি কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে, তাই ক্ষণিকের নিস্তরঙ্গ ধ্যান-গাম্ভীর্যের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেরিয়ে এলো জননীর সমুদ্ভাসিত স্বরূপ-পরিচয়, "তুমি যে খণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নহি। তুমি যে অখণ্ড ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি অখণ্ড নহি। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যেও বদ্ধ নহি। আমি যুগপৎ উভয়ই। আমাকে যদি খণ্ড বল তবে আমাকে সীমার মধ্যে বদ্ধ করা হয়; আবার আমাকে যদি অখণ্ড বল তাহা হইলেও আমাকে বদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমার সীমা নাই, বন্ধন নাই, আবার সমস্ত বন্ধনই আছে। আমি খাইতেছি, ঘুমাইতেছি, এগুলি আমার খণ্ড ভাব, কাজেই আমি সসীম; আবার আহার নিদ্রার আমার কোনই প্রয়োজন নাই, কাজেই আমি সীমাশূন্য। কোন ছেলেপেলে আমার কাছে আসিলে আমি তাহাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করি, তাহাদের মত একজন হইয়া যাই। আবার মহাপুরুষেরা যখন আমার কাছে আসেন তখন আমি তাঁহাদের ভাবেই তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলি। কত আত্মা, কেবল ভাল আত্মার কথা বলিতেছি না, কত খারাপ আত্মাও আমার কাছে আসে, তখন আমি তাহাদের ভাবেই তাহাদের সঙ্গে আলাপ করি। তাহাদের যাহা প্রয়োজন তাহা পূরণ করি। ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমি। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি অখণ্ড ভাবে তোমাদিগকে দেখিতে পাই কিনা। আমি বলি তোমরা কেন, যে আমাকে কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাহার প্রয়োজন হইলে তাহাকেও আমি দেখিতে পারি, তাহার অভাবও দূর করিয়া থাকি।"

যদি মায়ের এই অভাবনীয় বিশ্বরূপ আমাদের ধারণা ও বুদ্ধির অগম্য হয়, তা'তেও আমাদের ভাবনার কিছু নেই। তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ও বিভূতি সম্বৃত করে তিনি যে সহজ ভাবে আমাদের কাছে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। মায়ের সেই লাবণ্যময়ী রূপটিকে আমরা হৃদয়ে বসিয়ে নেই আমাদের মাতৃ-অনুধ্যানের সহায়রূপে। "বাবা—এ শরীরটা তো তোমাদের ছোট্ট মেয়ে। এই ছোট্ট মেয়েটাকে তোমরা বুকে তুলে নাও, আপন করে নাও—এই আব্দার।"

মায়ের এই প্রেমের আহ্বান একদিন আমাদের মর্মে প্রবেশ করবেই। আহা! বাৎসল্য-রসভারে বিভোর জননী যে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে, তাঁর মুখে ঐ সুধাক্ষরা ডাক—এ ডাক যেদিন সন্তানের প্রাণে পৌঁছুবে সেদিন তা'র খেলাঘরের কোন আকর্ষণই বুঝি আর তা'কে ধরে রাখতে পারবে না! মা যে আমার প্রাণেরও প্রাণ, হৃদয়ের ধন—তাই এবার তাঁকে ঠাকুরের আসনে বসিয়ে শুধু বাইরের উপচারে পূজো করে স'রে দাঁড়ালে চলবে না। এবারে তাঁকে হৃদয়ের আসন ছেড়ে দিতে হবে।

দেখ, ঐ যে সন্তানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন মা, তা'র হৃদয়ের শূন্য আসনটি আপনি এসে পূর্ণ করবেন ব'লে! অন্তর্যামিনী জননীর এই মূর্তি ধ্যান করব না তো আর কোন মূর্তিতে তাঁকে ধ্যান করব? এ যে সাধ্য ও সাধনার একটি জীবন্ত ধ্যানমূর্তি আমার নয়ন সম্মুখে আমার হৃদয়দ্বারে এসে উপস্থিত। ঐ ধ্যানমূর্তিকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে বার বার প্রণাম করি—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ মাতৃলীলানুধ্যান (২) ॥

'আনন্দবার্তা'র পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমরা মাতৃ-অনুধ্যানের প্রয়াস পেয়েছি; আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি কি ভাবে কোন্ স্থানে এই নিরঞ্জনা মায়ের ধ্যান করব। সেই উপলক্ষে, মাতৃ-অনুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যে খানিকটা লীলাময়ীর লীলানুধ্যানও অনিবার্যরূপে ঐ প্রবন্ধে এবং অন্তরে স্থান পায় তা-ই লেখকের মনে 'আনন্দবার্তা'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা ক'রে সকল অনুরাগী সন্তানদের সঙ্গে রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণে রেখেও একমাত্র মাতৃকৃপা ভরসা করেই যে এই দুরূহ ব্রতে উদ্‌যোগী হয়েছি তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

এই পুণ্য লীলানুধ্যান প্রসঙ্গে আমরা প্রারম্ভেই রহস্যময়ী জননীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ব। তদুদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে গুরুপ্রিয়া দিদির লেখনী অনুসরণ করি:

আমার ডায়েরি—মায়ের জীবনীর পূর্ব অংশ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যেএকটি খণ্ড লইয়া মাকে কিছু কিছু শুনাইতেছিলাম। একস্থানে দেখিলাম লেখা আছে যে দাদামহাশয় একবার বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।† ঘরে ফিরিয়া আসিবার পরই মা'র শরীরের প্রকাশ

† শ্রীশ্রীমায়ের প্রাগাবির্ভাব পর্বের অতিরিক্ত তথ্য: শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১ম ভাগ, অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

মা তাঁহার পিতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার জন্মের পূর্বে তাঁহার একটি ভগিনী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এই বালিকা দীর্ঘ দিন জীবিত ছিল না। মা' জন্মের পূর্বেই সে পরলোক গমন করিয়াছিল।......

প্রথম কন্যার জন্মের পর একটি চাকুরী পাইয়া দাদামহাশয় বিদেশে চলিয়া যান। বাড়ী হইতে গিয়া তিন বৎসরের মধ্যে বাড়ীতে কোন খবর দেন নাই বা বাড়ীর কোন খবর নেন নাই। দিদিমাকে মাতামহীর কাছে খেওড়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পরে সেই মেয়েটি মারা যায়—কিন্তু দাদামহাশয়ের কোন খবর নাই।...তিন বৎসর পর দাদামহাশয় বাড়ী আসেন। ইহার কিছুদিন পরেই মা গর্ভে আবির্ভূত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। এই কথাটি মা'র কানে যাইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—"এ কথায় সাধারণতঃ সকলে এইটাই মনে করিতে পারে যে সাধারণ ভাবে জীবের মত পিতামাতা হইতেই এই শরীরের জন্ম।"*

……..দিদি পুনর্বার বলছেন ঃ

এইটুকু বলিয়াই মা চুপ করিলেন। অনেক জিজ্ঞাসাতেও মার মুখ হইতে আর কিছু বাহির হইল না। শুধু একবার হাসিয়া বলিলেন—"আমি শুধু এই কথাটি বলছি যে লোকের পক্ষে এটা মনে করাই স্বাভাবিক।"†

এই সঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব-রহস্য বৃত্তান্ত। আমরা লীলাপ্রসঙ্গ হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম লীলা-সহচর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করছি—গয়াধাম প্রত্যাগত তদীয় ধর্ম-প্রাণ পতি ক্ষুদিরামের নিকট রামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রাদেবী স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দিব্য দর্শন ও অনুভূতির কথা যে ভাবে প্রকাশ করেন তাহা এইরূপ ঃ

"আর একদিন যুগীদের শিব মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি এমন সময় সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম। পরে ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে বলিল, 'তোমার

---

* কখন কখন মা তাই বলেন ঃ

"এই শরীর আবির্ভাব হওয়ার পূর্বেই বাবা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন গেরুয়া বসনও নাকি পরিয়াছিলেন। হরি সঙ্কীর্তনে সময় কাটাইতেন। তাঁর এই বৈরাগ্য ভাবের সময়েই এই শরীরের আবির্ভাব হয়।

† শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৭ম ভাগ (উত্তরার্ধ)—পৃঃ ১৫৬।৫৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে। ঐ কথাও ধনী ও প্রসন্নকে বলিয়াছিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্বোধ' 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরূপ অনুভব হইতেছে এইরূপ নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অনুভবের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল। তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? ঐরূপ দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে? এখনও আমার কিন্তু মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

প্রেমাবতার ভগবান যীশুরও আবির্ভাব ঘটনা সেন্ট লিউক্ কথিত গস্‌পেলে যেরূপ স্থান পেয়েছে আমরা সে সকল আলোচনা কালে দেখব তাঁরও জন্মরহস্য বৃত্তান্তের সঙ্গে মা আনন্দময়ী এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মকথার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

দেবদূত গ্যাব্রিয়েল যখন প্যালেষ্টাইনের গ্যালিলি প্রদেশের অন্তর্গত গ্রাম ন্যাজারেথের সূত্রধর যোশেফের বাগ্‌দত্তা Virgin Mary-কে দিব্যদর্শন দ্বারা অনুগৃহীত করে' বল্লেন,—

"Hail thou art highly favoured, the Lord is with thee : blessed art thou among women. (L-1/28)

"Thou hast found favour with God. (L-1/30)

"And, behold, thou shall conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name JESUS."
(L-1/31)

কুমারী রমণীর পক্ষে এরূপ অলৌকিক ভাবে গর্ভধারণ করার বিষয়ে এইভাবে দেবদূত কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে মেরির তৎকালীন মনোভাব সহজেই অনুমেয়। তন্মুহূর্তে তাঁর এই সংশয় ও মর্মান্তিক উৎকণ্ঠার আভাস পেয়ে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল সুস্পষ্টভাবে মেরিকে যে কথা পুনর্বার ভবিষ্যদ্‌-বাণী করেন তা এইরূপ :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall over-shadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God." (Luke-1/32)

শ্রীশ্রীমায়েরও প্রাগাবির্ভাব বিবরণ কথঞ্চিৎ আমরা গুরুপ্রিয়া দিদি রচিত 'শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী'র প্রথম ভাগের অবতরণিকায় এইরূপ পাই :

"মা'র গর্ভে আবির্ভাব বার্তা প্রকাশ পাইবার পূর্ব হইতেই দিদিমা নানা দেব-দেবীর মূর্তি স্বপ্নে দেখিতেন, এবং ঐ সব মূর্তিকে যে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছেন এইরূপ দেখিতেন। মা'র আবির্ভাব হওয়ার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি এইরূপ দেখিতেন।"

বস্তুত ঐ সময়ে দিদিমার জীবনে—কি অন্তরে, কি বাইরে—সর্বক্ষণই নানা দেব-দেবীর আবির্ভাব নিবন্ধন এক অপার জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের সৃজন হয় এবং যে সকল জ্যোতির্ময় মূর্তিকে তিনি আপন গৃহে ও হৃদয়-গহনে বরণ ক'রে তোলেন তাঁদেরই দিব্য প্রভাবে তখন দিদিমার জীবন সমুদ্ভাসিত হয়ে তাঁর ক্রোড়ে চিদানন্দময়ী জননীর পুণ্য আবির্ভাবের পূর্ব হ'তেই তিনি নিজে এক অনাস্বাদিত আনন্দসাগরে যেন নিরন্তর ডুবে থাকেন।

মায়ের আবির্ভাব বিষয়ে গুরুপ্রিয়া দিদির প্রণীত গ্রন্থ হ'তে এই প্রবন্ধারম্ভে যে উদ্ধৃতির অবতারণা করা হয়েছে, সেই কথারই সূত্র ধ'রে দিদি অপর এক দিবস আরও নিঃসন্দিগ্ধভাবে কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মায়ের নিকট এইরূপ আব্দার করেন, "মা, সেদিন তুমি এমন ভাবের কথা বলেছিলে যাতে আমার দৃঢ় সন্দেহ হয়েছে যে, তোমার জন্ম সাধারণ মানুষের মতো পিতা-মাতা থেকে হয়নি। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বল না, কৃপা ক'রে।"

দিদি লিখছেন, কয়েকবার মাকে এইরূপে অনুরোধ করায় মা ধীরে ধীরে বল্লেন, "এই শরীরটার কথা ছাড়িয়া দে ; কিন্তু ঔরসজাত না হয়েও মাতৃগর্ভে সন্তানের মতো প্রকাশ পেতে পারে।"[১]

১. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৭ম ভাগ (উত্তরার্ধ)—পৃঃ ১৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলে থাকেন,—"সেখানে যে সবই সম্ভব—অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই।"

তেমনি সেণ্ট লিউক্ লিখিত গস্‌পেলেও দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের মুখে এই কথারই সমর্থন পাই ঃ

"For with God nothing shall be impossible."

(L-I/37)

আবার এই মহাবাক্যেরই প্রতিধ্বনি শ্রীঅরবিন্দের লেখনীনিঃসৃত এ-যুগের অতুল সৃজন-বৈভব 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ছন্দে অনুরণিত ঃ

"All can be done if the God-touch is there."

(Savitri, Book I/C-I)

আমরা এক্ষণে মায়ের পুণ্য আবির্ভাব বিষয়ে পূর্বোদ্ধৃত মাতৃবাক্যের দু'টি খণ্ডিত অংশকে একত্রিত করছি, যেমন ঃ

(ক) "এ কথায় সাধারণতঃ সকলে এইটাই মনে করিতে পারে যে, সাধারণভাবে জীবের মতো পিতামাতা হইতেই এই শরীরের জন্ম।"

(খ) "ঔরসজাত না হয়েও মাতৃগর্ভে সন্তানের মতো প্রকাশ পেতে পারে।"

এই দু'টি খণ্ডিত অংশ মিলিত হয়ে যে রহস্যাবৃত মাতৃ-আবির্ভাবের অখণ্ড সত্যটি সুনিশ্চিতভাবে ঘোষিত করবে সে বিষয়ে আর সংশয় কোথায় ?

আমরা জানি, "এই শরীরটার কথা ছেড়ে দে," এ মায়ের মুখে কিছু নূতন কথা নয়। সন্তানেরা মায়ের শ্রীমুখে, তাঁর নিজ প্রসঙ্গে কখনও কথা উঠলে, এমনি কতই তো শুনছেন। মায়ের অবর্ণনীয় স্বভাব-বিভূতি বা তাঁর অলোক-সামান্য প্রকাশ-মহিমার কথা উপস্থিত হ'লে সচরাচর মায়ের মুখে শোনা যায়,—"এই শরীরের কথা ছেড়ে দাও। এ শরীরটা তো যা' তা'।"

মাতৃ-আবির্ভাব কথা আলোচনায় নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই মাতৃ-স্বরূপ পরিচিতির বিষয়ও এসে পড়বে, এবং যথাস্থানে আমরা দেখব—ধীরে ধীরে সমস্ত কথার আদ্যন্ত মন্থন ক'রে মায়ের স্বরূপ প্রকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকটা কেমন করে এসে দাঁড়ায় ঐ যা'-তা'-এতে, যে কথার একই অর্থ : অপার রহস্যময়ী জননী শুধু যাহা তাহাই, যাঁহার কোন তুলনা নাই, যিনি অনুপম।

তথাপি আমাদের সবিনয় বক্তব্য—এই 'অনুপম' 'নিরুপম' কথার দ্বারাও বা মাতৃরহস্য সম্যক্ উদ্ঘাটিত কোথায় ? অন্য কথা ছেড়ে দিয়েও আমরা প্রত্যেকে যে এক একটি অতুলনীয় অনুপম ব্যষ্টি-চেতনা, সে হিসাবে আমাদের কারও ঠিক তদ্রূপ duplicate এই বিশ্ব-সংসারে কোথাও মিলবে না।

তা' হলে কি এই বুঝবো যে, মাতৃ-স্বরূপ বিষয়ে আমাদের কোনই সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয় ?

বস্তুতঃ, সন্তানের পক্ষে যথার্থ মাতৃ-স্বরূপাভিজ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা তা'ও আমরা জানি না, অথবা তার প্রকৃত প্রয়োজনই বা কতটুকু !

সে সকল কথা স্মৃতিফলকে জাগিয়ে রেখেই আমরা শুধু লীলাময়ী জননীর লীলাবিলাসের মাঝে মাঝে তাঁর স্নেহাঞ্চল-স্খলিত মণিমুক্তার সন্ধানে যথাসম্ভব মাতৃ-পরিক্রমার ক্ষীণ প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হব।

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃলীলানুধ্যান (৩)

১৩৪৪-এর অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ। শ্রীশ্রীমা মাত্র একদিনের জন্য অন্তিম শয্যায় শায়িত দাদামহাশয়কে দেখতে তারাপীঠ হতে কলকাতায় যান—সঙ্গে আছেন বাবা ভোলানাথ এবং গুরুপ্রিয়া দিদি। ২৫শে রাত ন'টায় মা কলকাতায় পৌঁছেই পথে দাদামহাশয়কে দেখে এবং আরও কয়েকজন ভক্তের বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে দর্শন দিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতা সহ সকলের প্রাণে অসীম আশা ও আনন্দের সঞ্চার ক'রে রাত্রিবাসের জন্য বিড়লার শিব-মন্দিরে উপস্থিত হন। পর দিবস, দ্বিতীয়বার অমৃতপথ-যাত্রী ঋষিতুল্য পিতৃদেবকে দেখে এবং মায়ের চরণধূলি নিয়ে শ্রীশ্রীমা পুনর্বার ভোলানাথ ও দিদিসহ তারাপীঠে ফিরে আসেন। মাতৃ-শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে ইতিপূর্বেই কিছু ভক্তসমাগম সেখানে হয়েছিল। এবার মা কলকাতা হ'য়ে ফিরে এলে অল্প সময়ের মধ্যে জামশেদপুর, বহরমপুর এবং শ্রীরামপুরের আরও কিছু ভক্ত এসে মায়ের চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হন। মাকে কেন্দ্র করে তারাপীঠে তখন যেন এক আনন্দের হাট বসেছে!

ঐ সময়ে এক দিন ভোগের পর শ্রীশ্রীমা তারা-মন্দিরের পাশেই একটি ছোট ঘরে বিশ্রাম করছেন। নেহাৎ কৌতূহল চরিতার্থতার জন্যই সম্ভবতঃ, স্থানীয় এক ভদ্রলোক তখন বাইরে দাঁড়িয়ে মায়ের নাম কি, বাড়ি কোথায় ইত্যাদি জিজ্ঞেস করছিলেন। এই ঘটনার পরবর্তী অংশটুকু আমরা দিদির গ্রন্থ হ'তে যথাযথ উদ্ধার করছি ঃ—

"ভিতর হইতে মা তাহা শুনিয়াছেন। তিনি কিছুক্ষণ পর যখন উঠিয়া বসিলেন তখন হাসিয়া বলিলেন ঃ বাহিরে কে ঐরকম সব জিজ্ঞাসা করিতেছিল? আমার খেয়ালে খেয়ালে মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।"

গুরুপ্রিয়া দিদির মাতৃজীবনালেখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অপরাপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমরা জানি মায়ের যখন ২৬ বৎসর বয়স, ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস হ'তেই তাঁর ভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়, এবং প্রায় তিনমাস পরে, ১৩২৯-এর শ্রাবণী ঝুলন-পূর্ণিমা দিবসে নিজ হতেই মায়ের দীক্ষাদি কার্য সুসম্পন্ন হয়। এইরূপে আপন শুদ্ধ-স্বভাবে দীক্ষালাভের পর হ'তে পরবর্তী পাঁচ মাসব্যাপী নানারূপ আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা প্রভৃতি যোগক্রিয়াদি মাতৃ-শরীরে বিশেষভাবে প্রকট হ'য়ে উঠে। বাবা ভোলানাথ ঐ সময়ে বাজিতপুরে নবাব এষ্টেটের Assistant Superintendent ভূদেবচন্দ্র বসুর অধীনে কর্মরত, এষ্টেটের ল' ক্লার্ক। অষ্টগ্রাম ছেড়ে এখানে এসেই বাবা ভোলানাথ মাকে নিজবাটি আটপাড়া হ'তে আপন কর্মস্থল বাজিতপুরে নিয়ে আসেন। ঐ কালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এই পুণ্যভূমি বাজিতপুরেই অভাবনীয়রূপে মায়ের ভাগবতী তনু অবলম্বনে অনেকানেক সাধনার লীলা-খেলা এবং আপন স্বভাব-স্ফূর্ত দীক্ষার সাথে সাথে গুরু-শক্তিরও স্ফুরণ হয়। সে সব বৃত্তান্ত উত্তরকালে আমরা মাতৃমুখেই যেমন শুনতে পাই, পরবর্তী লীলানুধ্যানে সে সকলের বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়াসী হ'ব।

এখন, বাজিতপুর থাকাকালীন মায়ের এইরূপ অলৌকিকভাবে দীক্ষার পর যখন আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রাদি হ'তে থাকে ঐ সময় মায়ের এক মামাত ভাই নিশিকান্ত ভট্টাচার্য কিছুদিনের জন্য ভগিনীর গৃহে বাজিতপুরে আসেন এবং মাকে ঐ সব করতে দেখে তাঁর মনে স্বভাবতঃ নানারূপ সংশয়ের উদয় হয়, যেমনঃ এর কি দীক্ষা হয়েছে? হ'লেও কার নিকট কোন্ সময়েই বা দীক্ষা হ'লো? অন্যথায় এ সকল করা তো একরূপ ব্যভিচার ও দোষদুষ্ট। ভগিনীর এবং তাঁর সংসারে যদি এ সকল কোন অমঙ্গল ডেকে আনে, এমনি আশঙ্কা ক'রেই হয়তো তিনি প্রথমতঃ ভগিনীপতি ভোলানাথকে এ ব্যাপারে উদাসীন থাকায় যথেষ্ট মন্দ বলেন, এমন কি পরে আপন ভগিনীর প্রতিও কিছু ভৎর্সনা-সূচক বাক্য ব্যবহার করেন। মামাত ভাই নিশিকান্তের ঐরূপ ব্যবহারে কিন্তু মা'র চোখ মুখে হঠাৎ ভাবের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় এবং কতকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ানক মূর্তি ধারণ ক'রে মা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কি সব বলে উঠেন। এদিকে মায়ের এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে নিশিকান্তবাবু বেশ অপ্রস্তুত ও সশংকিত হয়ে পিছিয়ে যাওয়ায়, মা পরমুহূর্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে যেন তাঁকে খানিকটা অভয় দিয়েই বলেন, "ভয় কি?" ততক্ষণে মায়ের মুখের স্বাভাবিক দিব্য হাসিটুকু আবার ফিরে এসেছে, তাই নিশিবাবু আশ্বস্ত হয়ে তখন মাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কে?" এর উত্তরে সেদিন মা'র মুখে অতি সহজভাবে যে আত্মপরিচয় প্রকাশ হয় দীর্ঘদিন সে কথা সকলের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সম্ভবতঃ ভোলানাথ, নিশিকান্তবাবু, জানকীবাবু (নবাব এষ্টেটের আর একজন উচ্চপদস্থ কর্মী) ও তাঁর স্ত্রী উষাদিদি—এ ক'জন ছাড়া মায়ের এই গোপন আত্মপরিচয়ের রহস্য-কথা এই ঘটনার পর প্রায় ৬।৭ বৎসর পর্যন্ত আর কারও জানাই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মা নিজেই ভোলানাথ ও অন্যান্য সকলকে এ রহস্য-কথা গোপন রাখতে বলেও নিজমুখেই একদিন আপন স্বরূপ পরিচয়ের সে সকল কথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করেন। যেভাবে এই রহস্যাবরণের উন্মোচন হয় তা এইরূপ:—

ঘটনাস্থল: ঢাকা, রমনার শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম।

কাল: ১৯২৯ সাল (ইংরাজি)।

পাত্র: ঐ সময়ে ঢাকায় যে Indian Philosophical Congress-এর অধিবেশন হয় তারই সভ্য সুধীবৃন্দ।

ঐ বছরেই এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অক্টোবর মাসে মা মহালয়ার দিন ভোলানাথকে নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী থেকে রমনার আশ্রমে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাতৃ-সাক্ষাৎকারে Indian Philosophical Congress-এর delegate-দের মুখপাত্র হিসেবে ডঃ মহেন্দ্র সরকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েজন প্রবীণ অধ্যাপক মাকে ঘিরে আশ্রমের একটি ঘরে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল নানারূপ জটিল আধ্যাত্মিক ও তত্ত্বকথার মীমাংসা মা'র কাছ থেকে জানতে চান। মায়ের শ্রীমুখে সকল প্রসঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরেই যেন মায়ের আপন স্বরূপ-স্থিতির ভাস্বর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সেই কালে, মায়ের ঐ অল্প বয়সে, অত বড় বিদ্বৎমণ্ডলী নিয়ে এত দীর্ঘকাল সৎসঙ্গে তাঁদের মতন প্রশ্নকর্তাকে খুশি করা, এও যেন এক অভাবনীয় ব্যাপার। উপস্থিত সুধীমণ্ডলী মাতৃ-সান্নিধ্য লাভে নিজেদের কৃতার্থ ও ধন্য মানেন। তাঁদের সকলের মুখে-চোখে তখন এক অনাস্বাদিত বিমল আনন্দের প্রদীপ্ত আভা। ঐ দুর্লভ আনন্দ-হিল্লোলে আজও দুলে উঠে সকলের মন-প্রাণ মাতৃ-সৎসঙ্গে, কিন্তু সেদিনের সেই প্রবীণ দার্শনিকদের অন্তরে যে অপার বিস্ময়ের উদয় হয়, মাতৃ-সন্তানদের মধ্যে কিন্তু আজ আর তেমন বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মত কারণ নেই, যেহেতু তারা জেনেছে এই রহস্যময়ী জননীর অসাধ্য ব'লে কিছু নেই, তাঁর কাছে যে সম্ভব অসম্ভবের নেই কোন ভেদাভেদ বা দুর্লঙ্ঘ্য কোন ব্যবধান। সেদিন উপস্থিত সেই সুধীমণ্ডলীর মধ্যে সকলের অন্তরেই এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা জানতে চাইছেন এ কোন্ মহা-শক্তিশালিনী বাংলাদেশের এক নগণ্য গ্রামে এক দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়ে অমনি অপর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরিণীতা বধূর ছদ্মবেশে আত্মগোপন ক'রে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তো বটেই, এমন কি স্বদেশেও তিনি আজও অজ্ঞাতই রয়েছেন! প্রবীণেরা জানতে চান মা'র এই চমৎকার দেব-দুর্লভ জীবনের আদি কথা, তাঁর পূর্ব-বৃত্তান্ত মা'র নিজ মুখেই। রহস্যময়ী জননী একটু একটু ক'রে তাঁর অলোক-সামান্য জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বলে চলেছেন। সেই সূত্র ধ'রে কথা ওঠে বাজিতপুরে আপন স্বভাব-স্ফূর্ত দীক্ষা নিয়ে। মা কিছুই গোপন করেন না। কি এক দুর্লঙ্ঘ্য খেয়ালের মুখে মা বলে চলেন ১৩২৯ সালে বাজিতপুর থাকাকালীন ভাবাবস্থায় মাকে তাঁর মামাত ভাই নিশিকান্ত বাবুর মাতৃ-স্বরূপ পরিচয় জানতে চাওয়ার ঘটনা। নিজ মুখেই মা বলে চলেন,—"নিশিবাবু ও জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করেন: আপনি কে?"* এইটুকু বলেই আবার বলেন—"তার পর মুখ হইতে কি বাহির হইল।"* পরে মা যেমনি প্রসঙ্গান্তরে যেতে চান, ডঃ মহেন্দ্র সরকার এবং আরও কয়েক জন অধ্যাপক তখন মাকে তাঁর শ্রীমুখ হ'তে সেদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি কথা প্রকাশ হয়েছিল সে কথা জানতে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উপর্যুপরি অনুরোধ করায়, মা ক্ষণকাল নির্বাক থাকার পর বলেন, "আমার বলতে কি ? আমি তো নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু বলি নাই। যাহা বাহির হইবার বাহির হইয়া গিয়াছে।"[১] উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করলেন এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই মা'র মুখখানি রক্তাভ ও চক্ষুদ্বয় সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সত্ত্বেও মা অত্যন্ত সহজভাবেই বল্লেন, "আমার মুখ দিয়ে তখন বাহির হইয়াছিল ঃ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।" এই কথা বলেই যেন মা কেমন হয়ে যান। কিন্তু কথা চলতে থাকে, এবং মা ধীরে ধীর নিজের দীক্ষার ঘটনাও সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। এর পর সৎসঙ্গের সভা ভঙ্গ হয় এবং মা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। দিদির বিবরণে আমরা এর পরবর্তী অংশটুকু এই ভাবে পাই ঃ—

"মুখ দিয়া আত্মপরিচয় বাহির হওয়ায় (মা'র) শরীর কেমন হইয়া গেল ; শুইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভোলানাথ বলিলেন ঃ 'কেন বলিলে ? তুমিই তো নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলে !' মা বলিলেন ঃ 'আমি তো কিছুই নিজে ইচ্ছা করিয়া করি না। বোধ হয় সময় হইয়াছে, তাই এই ভাবে বাহির হইল।' অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা পড়িয়া ছিলেন ও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।"[২]

নীচের প্রসঙ্গকটি সুস্পষ্টভাবে মায়ের স্বরূপপরিচয়মূলক না হ'লেও এ সকলের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে জননীর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বভাবই আত্মগোপন ক'রে আছে। দিবালোকে দিনমণি সূর্যোদয়ের যেমন কোন প্রমাণের অবকাশ রাখে না, এও তেমনি ঃ—

(ক) মাতৃ-সৎসঙ্গে কথা হচ্ছিল পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানীর কাছে সংসার থাকে কি না, দেহ থাকে কিনা, এবং থাকলেও সে কি রকম থাকা। উত্তরে মা বলে চলেছেন, "নাম-রূপেরই কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর দৃষ্টি আছে কি নাই তারও কোনও প্রশ্ন নাই। 'দেও, দেও' এই অভাবটাই তো দেহ। যেহেতু সংসার নাই, দেহ নাই, সেইহেতু সেই কর্মও

১. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৬।

২. ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৮৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। অর্থাৎ দেহ, সংসার, কর্মের প্রশ্নই নাই—একেবারে ধোয়া-মোছা, নাইও নাই। কথা বলাও যা' না বলাও তা'।....বলা, না বলার প্রশ্নই নাই। এখন বুঝে নেও। এ শরীরকে যেখান হইতে যে ধারায় কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেখানে সে ভাবেই। সেই জন্য এই শরীরের কি কথা আর কথা নয়। কোন ধারা থাকিলে ধরা আছে। ধরা থাকিলে অধরা। যেখানে ধরা-অধরার প্রশ্ন নাই, সেইই। যেখান হইতে যা' বাজাইয়া লও, শোন। এ শরীরটার কাছে এ মত ঐ মতের প্রশ্ন নাই।" (অমর বাণী, ৫।২৭)

(খ) স্থানান্তরে সৎসঙ্গে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে আপন স্বরূপস্থিতির কথা মাতৃমুখে যেমন প্রকাশ পায়, তা'তেও খানিকটা উপরোক্ত কথার সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। যেমন মা বলছেন, "তোমরা যখন যে ভাবের কথা যতটুকু বলাচ্ছ তাই হয়ে যাচ্ছে। যে ভাবে যতটুকু বাজাচ্ছ শুনছ। মনে করো না এতে এ শরীরের মত। কোন মতামত নাই বল—একবারে নাই। আছে বল, যা' বল তাই।" (অমর বাণী, ৯।৪২)

(গ) একদিনের সৎসঙ্গে কথা হচ্ছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী কি করে উপদেশ দেন—অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় থেকেই তত্ত্বোপদেশ করেন, না, তাঁকে নেমে এসে উপদেশ করতে হয়? উত্তরে মা প্রথমতঃ বলছেন—"বুঝতে হবে সেটা স্বয়ং-প্রকাশ, তাঁর মুখ থেকে যা' শুনছ সবটা বুঝতে পারছ না, কিন্তু লক্ষণটা ধরতে পারছ।

........বুঝা না বুঝা তো জগতের কথা। কিন্তু যেখানে যা' তা' সেখানে কি দিয়ে ধরবে?" পূর্বের কথারই জের টেনে মা বলে চলেন: "তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জগতের দিকের কথা, তিনি কিন্তু অন্তর্জগতের কথা বিশেষ করে বলছেন। তুমি লক্ষণটাও পেলে, ভাবটাও পেলে, কিন্তু তিনি কি পাচ্ছেন তা' তুমি না পেলে পাবে না। সেদিকে বলবার যতটুকু সম্ভব। কিন্তু যিনি ডুবে গেলেন, তিনি কিছু বললেন না। তাঁর নিকট কিছু নাই, তবে আর কি বলবেন? কিছু থাকলে কিছু বলতেন।" প্রশ্নকর্তার আবার সন্দেহ জাগে, তবে কি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর উপদেশের মধ্যে শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাস্তার কথাই বলেছেন? এই কথার প্রসঙ্গে সেদিন একাধারে মূল প্রশ্নটির উত্তরের মধ্যে যেন মাতৃ-স্বরূপ দর্শনেরও একটা বিশেষ দিকই অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে মায়ের কথার মধ্য দিয়ে, যেমন: "তবে তো তুমি বলবে, যিনি বলছেন তিনি রাস্তায়। কিন্তু বাবা তিনি কিছু বলেন না, তিনি যা' তা'। তবে যে বলেন, এই বলাটা তোমাদের মত বলা নয়। তোমরা দেখেছ বলছেন, তিনি কিন্তু কিছু বলেন না। তোমার কাছে কিছু আছে ব'লে তুমি কিছু দেখছ। তিনি কারও বাড়ি যান না, খান না, চলেন না, বলেন না এটা সত্য কথা। যা আছে ঐ আছে। তিনি হয়ে গেলেও হন না, করলেও করেন না। যে বলছে খায়, বলে, দেখে, শোনে তাকে বলতে দাও। কিছু নাই তো, কিছু কি করে?" এ সকল কথা আর লক্ষণাদির মধ্যেও যে মাতৃ-তনু-আশ্রয়ী মহিমাই আত্মগোপন ক'রে আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, আমরা একাধিকবার মা'র শ্রীমুখে এমনি কথা শুনেছি:—"এ শরীর কারও বাড়ি কোথাও যায় না, কারও খায় না, কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও কথা শোনে না।" আবার এমন কথাও তো আভাসে ইঙ্গিতে আপন শরীর সম্পর্কেই প্রকাশ করেছেন, "তিনি পা নাই চলেন, চক্ষু নাই দেখেন, কান নাই শোনেন, মুখ নাই খান, সেই যে বল না, সেই।"[৩]

'মাতৃদর্শন'-কার প্রাতঃস্মরণীয় ভাইজি তাঁর গ্রন্থের 'যোগবিভূতি' পরিচ্ছেদে এক সময়ে মাতৃশরীর অবলম্বনে সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সব যোগবিভূতির সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হতো সে বিষয়ে জননীর যে স্বীকারোক্তির উল্লেখ করেছেন তা'তেও তো মাতৃস্বরূপাভাসই সুস্পষ্ট। মাতৃ-শ্রীমুখের সেই উক্তি এইরূপ:

"কখনও কখনও এই শরীর হ'তে এমন জ্যোতির ছটা বাহির হ'ত, তাতে চারিদিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। সেই জ্যোতি ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এমন হ'ত।"

---

৩. অমর বাণী ২৮/১২০-২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মময়ী জননীর সুনিশ্চিত স্বরূপ-পরিচয়-লক্ষণযুক্ত প্রথম দুটি প্রসঙ্গের পরবর্তী খণ্ড খণ্ড মাতৃ-সৎসঙ্গের আংশিক উদ্ধৃতি থেকে আমরা পাই, "কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজতে কিম্", কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের এই জিজ্ঞাসায় যা সকল আপ্তকামী এবং ভক্ত-জনেরও জিজ্ঞাস্য তার এক অভিনব ও অপরূপ শ্রুতি-বাক্য যে সকল উত্তরকালে এক নবীনতর ঐতিহ্যের দ্যোতক হয়ে অগণিত মানুষের প্রাণে নিরন্তর রস-সিঞ্চন করবে।

একথা যদিও সত্য "যিনি নিজের ব্যক্তিত্ব নিজের খণ্ড চৈতন্য ধুইয়া-মুছিয়া অদ্বৈত বিরাট চৈতন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্তাবস্থায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরণার মূল অনুধাবন করা বা তাঁহার বাক্যাবলী উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যাতীত।" তবুও আমরা বলি—এই অতুল রহস্যময়ী জননীর সকল কথাই যদিও আমাদের বুদ্ধির দুয়ার দিয়ে সরাসরি প্রবেশের পথ পায় না, কিন্তু আমাদেরই মর্মের গভীরে কোথায় যেন মায়ের ঐ কাব্যময় বেদবাণীসকল স্পর্শ দিয়ে একই কালে আমাদের হৃদয়-বীণার তারে তারে আনন্দ,-বেদনার, আনন্দ যেটুকু বুঝি তার জন্যে, আর বেদনা যা বুঝিনে তার জন্যে, ঝংকার রণিয়ে তোলে।

আর একটি ছোট ঘটনা।[৪] পৌষ, ১৩৪৩-এ মা জামশেদপুর ও কলকাতা হয়ে নবদ্বীপে এসেছেন। সপারিষদ সেখানে এক ধর্মশালায় মা আছেন। একদিন এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসে মাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?" উত্তরে মা বলেন: "সকলেরই গুরু থাকে, কাজেই সম্প্রদায় থাকে। আমার কথা এই যে, ছোটবেলায় পিতামাতা গুরু ছিলেন।[৫] পরে একজনের হাতে গোত্রান্তর করিয়াছিল, সেই গুরু। তার পর এখন দেখিতেছি সকলেই, এমন কি গাছ, লতা, পাতা পর্যন্ত সকলেই গুরু।" কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর সহজে নিরস্ত হবার পাত্র নন; তিনি পুনর্বার বলেন: "সকলেরই পূর্বজন্মের সাধনার

৪. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ (১ম খঃ) পৃঃ ৬৩

৫. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৮৫৫/৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা সঙ্কল্প থাকে, সেই অনুসারেই তাহার সাধন-ভজনের পদ্ধতি হয়।" এই কথার উত্তরে তখন মা বলেন, "ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু এই শরীরের কথা এই যে, আমি শিশুকালেও যেমন ছিলাম এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছি। কোন পার্থক্যই বুঝি না। তোমায় কি বলিব বল বাবা! এখন আমি কোন্ সম্প্রদায়ের তুমি বুঝিয়া নেও তো।" এ কথার পর মা শিশুর মত হাসিতে থাকেন।

প্রশ্নকর্তা পণ্ডিত ব্যক্তিটি সেদিন মায়ের কথায় শেষ পর্যন্ত কি বুঝিয়াছিলেন, আমরা জানি না। এক প্রশ্ন হয় প্রাণের আকুতি ভরা, প্রশ্নকর্তার সংশয়াকুল হৃদয়ের ভারমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা থাকে তার মধ্যে সুস্পষ্ট—সে সব ক্ষেত্রে মায়ের শ্রীমুখের সুধাক্ষরা বাণী যেন তৃষিত তাপিত হৃদয়ে নবীন প্রাণ-সঞ্চারের মত ফলপ্রসূ হয়, আমরা দেখেছি। অপর পক্ষে, নিতান্ত কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য যে প্রশ্ন করা তেমন স্থলে আমরা দেখি মায়ের কথাও যেন আলুনী ব্যঞ্জনের মতো কেমন অতৃপ্তিকর মনে হয়। মা তো সর্বদাই বলেন, "যেমন ভাব, তেমনি লাভ।" তা ছাড়া আবার এমন কথাও বলেন, "আমি যাহা বলি তাহা মিথ্যা নয়। কারণ আমি তো কিছু বলি না। তিনি যে সব বলান।" এই ছোট্ট 'তিনি' শব্দটির মধ্যেই কিন্তু মায়ের আসল স্বরূপটি নিহিত, যেমন করে গোপনে নিহিত আমাদেরই হৃদয়-গুহায় আমাদের অন্তরাত্মা —কিন্তু আমরা শুধু জানি না তার স্বরূপ; তাই সব নয়, দুর্ভাগ্য যে আমাদের আস্থাও নেই সেই পরম সত্যে।

আর মা যে "তিনি"র কথা বলছেন প্রকৃতই যে মা স্বয়ং সেই নিত্য বস্তু—যে কথা আমরা প্রবন্ধারম্ভে মাতৃমুখেই পেয়েছিঃ একবার খেয়ালের মুখে তাঁর সেই স্বরূপ পরিচয়ঃ "অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।"

আর একবার ভাবের মুখেঃ "পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।"

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃলীলানুধ্যান (৪)

অনুধ্যান বিষয় : শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা প্রসঙ্গ।
স্থান : শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কাশী।
কাল : ১২ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৬; ইং ৮ই জুলাই, ১৯৪৯ সন।
পাত্র/পরিবেশ : অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীরগোপাল মুখার্জী দ্বারা অনুসূচিত মাতৃ-সৎসঙ্গ।

অধ্যাপক সুধীরগোপাল মুখার্জী মহাশয়, ঐ দিন, অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মায়ের অভাবনীয় রূপে দীক্ষালাভের বৃত্তান্ত মাতৃশ্রীমুখেই বিশদভাবে শুনবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, আপনার মধ্যে যে ভাবে গুরু-শক্তির প্রথম প্রকাশ হয় সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।"

সন্তানের ক্ষুধা ও প্রয়োজন অনুপাতে যেভাবে মাতৃ-সুধাভাণ্ড নিয়ে জননী তাঁহার বক্ষলগ্ন স্নেহের দুলালের প্রতি নুইয়ে পড়েন অনুরূপ বাৎসল্য-প্রীতিভরেই জগজ্জননী তাঁহার বিশ্বজোড়া সকল সন্তানের প্রতি সেদিন সত্যিই যে আশাতীতভাবে অমৃত বর্ষণ করেন, আপন মহিমা বা স্বভাব-বিভূতির স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এ ঘটনা মাতৃলীলা সম্পর্কে বিরল বললেও সম্ভবতঃ কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

যথাসম্ভব শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহায়ে আমরা উল্লেখিত প্রসঙ্গালোচনায় প্রবৃত্ত হব, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই মাতৃ-সৎসঙ্গানুধ্যান-লব্ধ সত্য মাতৃমহিমা বিষয়ে আমাদের অন্তরে একটি সুষ্ঠু ও অনুপম ভাবমূর্তি ধারণের নিশ্চিত সহায়ক হবে।

মায়ের দেহ অবলম্বনে সাধনার খেলা

আমরা একাধিকবার মায়ের কাছে এ কথা শুনেছি যে, মায়ের দেহ অবলম্বনে এক এক সময়ে যে সাধনার লীলাবিলাস পরিলক্ষিত হয়, চিরাচরিত কোন সাধ্য-সাধন-পরম্পরায় তাহা সম্পাদিত নয়। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতী তনু অবলম্বনে এ যেন এক 'সাধক সাধক খেলা'! স্থানান্তরে এই অভিনব খেলাটির মা যেরূপ সহজ ও সরস উপমা দ্বারা ব্যাখ্যান করেন তাহা এইরূপ; "তোমাদের পড়া বই যেমন তোমরা একবার পড়িয়া লও।" অথবা "তোমাদের পরিচিত কোন জায়গায় যেমন কখনও বেড়াইয়া আস।"

আমাদের বর্তমান লীলানুধ্যান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আরও একটি সুন্দর উপমার কথা শুনতে পাই, যে কথা একটি অকপট মাতৃশরণাগত সন্তানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতায় সুস্পষ্টভাবে মাতৃমুখে ফুটে উঠছে, যেমন :

"একটা কথা তোমাদিগকে বলিতেছি—এ দেহ এখনও যাহা ছোট বেলায়ও ঠিক তাহাই ছিল। এ দেহের প্রথম ও দ্বিতীয় কোনো অবস্থা নাই। এ কথা আমি গঙ্গার উপরে বসিয়া বলিতেছি।" (এই কথায় উপস্থিত সকলে আনন্দ উপভোগ করেন এবং মায়ের সঙ্গে সকলেই হেসে ওঠেন।) আবার এই কথারই জের ধ'রে মা ব'লে চলেন, "তবে এ দেহের উপর একটা সাধনার খেলা হইয়াছে। কিছুটা সময় এ দেহ সাধক সাজিয়াছিল। এবং সাধকের যেসব ভাব হয় তাহাও পূর্ণভাবে এ দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি অনেক সময় বলি না যে, দেখিয়া আসি ননী (শ্রীযুক্ত ননী চক্রবর্তী মায়ের একটি ভক্ত সন্তান, ইনি ঐ সময় কলিকাতা হইতে কাশীতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন) কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে, উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বারবার ননীকে দেখিয়া আসি, আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।[১]

বাস্তবিকই উপরিউক্ত আলোচনা এবং মাতৃ-মুখ-নিঃসৃত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাগবতী-তনু-আশ্রয়ী সাধনার লীলাখেলা বিষয়ে কারও চিত্তে সংশয়ের বা অস্পষ্ট ধারণার কোন অবকাশ চিরতরেই অপসৃত হয়।

---

১. "আনন্দবার্তা", মাতৃ-জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৩ সাল (*Vol. 1/No. 3*)—পৃষ্ঠা ৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই খেলার সূত্রপাত

পুনর্বার এই প্রসঙ্গেরই সূত্র ধ'রে মা ব'লে চলেন কিভাবে এই অভিনব খেলার সূত্রপাত হয়ঃ "এ দেহের পিতা কীর্তনাদি ধর্ম-সঙ্গীত করিতে ভালবাসিতেন। শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সমস্ত পথেরই ধর্ম-সঙ্গীত তিনি করিতেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা খুব কম ছিল। তিনি এইসব গান গাহিয়া রাত্রি কাটাইতেন। এ দেহের যখন চারি পাঁচ বৎসর বয়স তখন একদিন এ দেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'বাবা, হরিনাম করিলে কি হয়?' তিনি বলিলেন, 'নাম করিলে হরিকে দেখা যায়।'............এইখান হইতেই কিন্তু নাম করিবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু প্রকৃতভাবে নাম আরম্ভ হইল যখন, ভোলানাথ বিবাহের পর আমাকে নিয়া অষ্টগ্রাম গেল। সেখানে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানে আরও একটি লোক ছিল এবং সে ভোলানাথের বন্ধু ছিল। যদিও আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া থাকিতাম তবুও সে আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। এবং তাহার মা যে ঘরে মারা গিয়াছিল সেই ঘরেই আমাদিগকে থাকিতে দিল।"[২]

বাংলার পল্লী-সুলভ লাজুক বধূর মতো অবগুণ্ঠিতা বিশ্বজননীকে যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ প্রথম মাতৃ-সম্বোধনে অভিষেক করেন—যাঁহার সম্বন্ধে মা 'একটি লোক' এবং 'ভোলানাথের বন্ধু' ব'লে উল্লেখ করেন—এই লোকটি কে? ইনি অষ্টগ্রামের জয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের শ্যালক হরকুমার রায়। আশ্চর্য, তাঁকে পাগল হরকুমার বলেই লোকে জানত। কিন্তু পাগলামি যদি সত্যিই একটা অসুস্থ মন-বুদ্ধির পরিচায়ক হয় তবে হরকুমার নিশ্চয় সেই গোষ্ঠীর পাগল ছিলেন না। আমরা সেই প্রতিভাবান্ 'পাগল হরকুমারের' প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁর সম্বন্ধে নিম্নে মাতৃ-প্রবচনের পুনরাবৃত্তি করছিঃ

"হরকুমারই প্রথম আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। ভোলানাথ তাহাকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন। আমি কিন্তু তাহার সহিত কথা

---

২. "আনন্দবার্তা", মাতৃ-জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৫৩ সাল (*Vol. 1/No. 3*)—পৃষ্ঠা ৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতাম না। সে দুই বেলাই আসিয়া আমাকে প্রণাম করিত এবং আমার নিকট জল চাহিত। সে যে পিপাসা পাওয়াতে জল চাহিত তাহা নহে। আমার হাতে জল খাওয়াই তাহার একটা বাতিক ছিল। সে বলিত, হাতের জল খাইলেই বুঝা যায় যে, জলদাতা সত্ত্ব, রজঃ কি তমোগুণের লোক। একবার তাহার বাড়ি যাইয়া কত দিন ছিলাম। আমার কি প্রয়োজন তাহা জানিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, এবং আমি তাহার সঙ্গে কোন কথা না বলিলেও সে আমার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া দিত। ইহাতে অন্যান্য লোকের ঈর্ষা হইত। আমি যাতে তার সঙ্গে কথা বলি সে জন্য সে পীড়াপীড়ি করিত। কিন্তু ভোলানাথের নিকট হইতে স্পষ্ট আদেশ পাই নাই বলিয়া আমি এত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাহার সহিত কথা বলিতাম না। একদিন সে মনের দুঃখে আমাকে বলিল, 'বেটি, এতদিন যদি তোর সেবা না করিয়া কোন পাষাণের সেবা করিতাম তবে তাহার নিকট হইতেও কথা বাহির করিতে পারিতাম। বেটি, তুই পাষাণের চেয়েও পাষাণ'। পরে ভোলানাথ তাহার সহিত কথা বলিতে বলায়, আমি তাহার সঙ্গে কথা বলিতাম। ইহার পরে সে অন্যত্র চাকুরী পাইয়া গেল। যাইবার পূর্বে সে আমাকে বলিয়া গেল 'বেটি তোকে কেউ চিন্‌ল না। একদিন আসবে যেদিন সবাই তোকে 'মা' বলে ডাকবে'।"[৩]

অষ্টগ্রামে থাকাকালীন মাতৃ-কুটীরে যে প্রথম কীর্তনের বন্দোবস্ত হয় তাতেও এই পাগল হরকুমারের উৎসাহের কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। উপরিউদ্ধৃত বক্তব্যের উপসংহারেও মাতৃমুখে সেই তথ্যের সমর্থন লক্ষণীয়, যেমন ঃ "হরকুমার খুব ভাল গান গাহিতে পারিত। তাহার উৎসাহেই কীর্তনের বন্দোবস্ত হইত। ঐ কীর্তন শুনিয়া আমার ভাব হইত।"[৪]

এ ছাড়াও আমাদের বিশ্বাস হরকুমার সম্বন্ধে মা র নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

৩. শ্রীঅমূল্য দত্তগুপ্ত প্রণীত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ" দ্বিতীয় খঃ, পৃঃ ১২৮/২৯

৪. ঐ—পৃষ্ঠা, ১২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পাগল অবস্থায় সে একবার বাজিতপুরে আমার সহিত দেখা করিতে আসে। সঙ্গে একটা রুদ্রাক্ষ ও কিছু জালের সূতা লইয়া আসিয়াছিল। আমার নিকট ঐ রুদ্রাক্ষ এবং জালের সূতা রাখিয়া বলিল, 'এই রুদ্রাক্ষটি শোধন করিয়া দাও; আর এই যে জালের সূতা ইহা বন্ধনের চিহ্ন, আমার বন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দাও'।"[৫]

কীর্তনে মায়ের ভাবান্তর

আমরা মাতৃমুখেই শুনেছি অষ্টগ্রাম হতেই কীর্তন শুনে মা'র ভাব হয়। বস্তুতঃ সাধনার খেলাকে অবলম্বন ক'রে উত্তরকালে মাতৃদেহে যে সকল দুর্লভ যৌগিক ক্রিয়াদির আবির্ভাব হয়, কীর্তনে মায়ের ভাগবতী তনুর ভাবান্তর, সম্ভবতঃ, তন্মধ্যে একটি বিশেষ-স্থান অধিকার ক'রে আছে। ঐ ভাবান্তরের বৃত্তান্ত বিভিন্ন সময়ে আমরা মায়ের মুখেও নানাভাবে শ্রবণ করি। তেমনি একটি মাতৃ-উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞানে আমরা স্মরণ করছি:

"ছোটবেলা তুলসীগাছের যত্ন করিতে শিখিয়াছিলাম, এ দেহের মা-ই তাহা শিখাইয়াছিলেন। অষ্টগ্রামে আসিয়াও একটি তুলসী মঞ্চ করিলাম। সেখানে ফুল, বাতি দিয়া এমন করিয়া রাখিতাম যে, লোকে ঐখানে আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিত। এই তুলসী মঞ্চ দেখিয়াই এখানে কীর্তনের বন্দোবস্ত হয়।...... যখন কীর্তন আরম্ভ হয় তখন আমি এক রোগিণীর সেবায় ছিলাম। কিন্তু ঐ কীর্তন শুনিতে শুনিতেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেলাম। তখন আর লজ্জা-সরমের কোন প্রশ্নই নাই। ইহার পূর্বে কিন্তু আমি লম্বা ঘোমটা দিয়া খুব সাবধানের সহিত চলিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে মনে করিল যে, আমার ফিট্ হইয়াছে। তাহারা আমাকে উঠাইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল। এদিকে মানুষের শরীর দিয়া ঘাম যেরূপ দর-দর ধারায় পড়িতে থাকে সেইরূপ আমার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আনন্দ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

৫. শ্রীঅমূল্য দত্তগুপ্ত প্রণীত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কীর্তনের সঙ্গে যেন আমি এক হইয়া গেলাম। কীর্তন করিতে করিতে যদি কাহারও ভাব হয় তাহা কিন্তু অন্য রকমের হইবে। কারণ ঐ ভাব ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া উহাতে জাগতিক ভাবের কিছু লেশ থাকে। কিন্তু এ দেহের যে ভাব হইল উহা ক্রিয়ার জন্য নয়। কাজেই এখানে জাগতিক দিকটা একেবারেই বন্ধ। এবং এখানে আনন্দের অনুভূতিও কতকটা স্বতন্ত্র।" [শ্রীঅমূল্য দত্তগুপ্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ", আনন্দবার্তা, *Birthday No. 1953, Vol. 13*] এই স্বতন্ত্র আনন্দানুভূতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়—নিম্নোদ্ধৃত মাতৃবাণীটি আমরা সেই উদ্দেশ্যে সযত্নে মনন করব :

"আনন্দ থাকলেই তার পেছনে নিরানন্দ থাকবেই। ব্রহ্মানুভূতি আনন্দ ও নিরানন্দের বাইরের এক অবস্থা। যেমন ভিজা কলসী দূর হতে দেখলে তোমরা তা জলে ভরা বলে মনে কর ; কারণ সাধারণতঃ জলভরা কলসীই ভিজা দেখায়—সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু তা আনন্দ নয়। সে ভাবটি কি তাহা প্রকাশ করা যায় না।"

[মাতৃ-বাণী, আনন্দবার্তা—জুলাই/১৯৭২]

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রশ্নকর্তার প্রথম ও মূল জিজ্ঞাস্য ছিল—কি ভাবে মায়ের মধ্যে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ হয় ? উত্তরে মা তাঁর সাধনার লীলাখেলার প্রসঙ্গ অবতারণা করলে ভক্ত সুধীরবাবু আবার—কিভাবে মায়ের এই সাধনার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং বাস্তবিক কি অভাবনীয় উপায়েই বা তাঁর আপনার হ'তে দীক্ষাদি কার্য সুসম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে মাতৃমুখেই জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই সূত্রে সংক্ষেপে আমরা মায়ের সাধনার সূত্রপাতের ইতিহাসটুকু জেনেছি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে সব সত্যিই কি অভাবনীয় উপায়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর হ'তে গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে সে বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন কোন ধারাবিবরণ একত্রিত করা আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ। তাহার প্রধান কারণ মাতৃদেহ অবলম্বনে, অষ্টগ্রামে অবস্থান-কালীন বৎসরাধিক কালের (বস্তুতঃ ১ বৎসর ৬ মাস কালের) এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপরবর্তী বাজিতপুরে অবস্থানের ৬ বৎসরের (১৩২৪ হইতে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত) সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্বে মায়ের পিত্রালয় বিদ্যাকুটের দুই বৎসর আটমাস কালব্যাপী অবস্থানের—ন্যূনাধিক এই দশ বৎসরের সকল ঘটনাই লোকদৃষ্টির অন্তরালে অতি সংগোপনেই সম্পাদিত হয়। ইহার কতকটা সমর্থন আমরা মাতৃবাক্যেও পাই, যেমন :

"........এইরূপ নানাস্থানের এবং নানাভাবের কীর্তন শুনিতে শুনিতে শরীরের বিকল অবস্থা হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ইহাকে গোপন করিবার চেষ্টা হইত।........কীর্তনে যে আমার ভাব হয় ইহা লইয়াও লোকে ঠাট্টা করিত। আমিও তাহাদের ঠাট্টাতে হাসিয়া যোগ দিয়া জিনিসটা হালকা করিয়া দিতাম। এইজন্য কীর্তনে যে আমার ভাব হইত উহার উপর কেহ জোর দিত না এবং ভোলানাথ ব্যতীত বাহিরের লোকও ইহা বিশেষ জানিতে পারিত না। আর তখন আমার একটা খেয়াল ছিল যে, আমার এই ভাব হওয়াটা বাহিরে যেন বিশেষ প্রকাশ না হয়।"

["শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, আনন্দবার্তা, *Birthday Number, 1953—Vol. 1/3*]

পরবর্তী কোন অনুধ্যানে আমরা এই দশ বৎসরের একটি যথাসম্ভব সুসম্বদ্ধ বিবরণ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র হ'তে সংগ্রহের প্রয়াস পাব। বর্তমান অনুধ্যানে আমরা মায়ের দীক্ষার প্রসঙ্গেই পুনর্বার ফিরে আসছি। মাতৃলীলানুধ্যানের এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্বে, সর্বাগ্রেই পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির প্রামাণ্য গ্রন্থ "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী", প্রথম ভাগের অবতরণিকা অংশে সংরক্ষিত তথ্য-সম্ভার আলোচ্য। দিদির বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

"১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস হইতেই মা'র ভাবের বিশেষ পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মা'র দীক্ষাদি আপনা-আপনি হইয়া যায়। দীক্ষার পর পাঁচ মাস পর্যন্ত আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা প্রভৃতি যোগক্রিয়া মা'র শরীরে বিশেষভাবে হইতে থাকে। অবশ্য ইহার পূর্ব হইতেই আসন, প্রাণায়াম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুদ্রাদি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্তোত্রাদি দীক্ষা হইবার পর হইতেই আরম্ভ হয়। মন্ত্র ও স্তোত্রাদি বাহির হইবার পূর্বে "ওঁ", "ওঁ" বাহির হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে রোজকার মতন মা আসন অবস্থায় উপুড় হইয়া মাটিতে প্রণামের ভাবে ছিলেন, ভোলানাথ দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভোলানাথ উঠিয়া যখন বসিলেন তখন দেখিলেন মা'র আঙ্গুলগুলি জপ করার নিয়মে ঘুরিতেছে—জপ হইতেছিল। মা ঠাকুরমাকে এইভাবে জপ করিতে দেখিয়াছিলেন—এখন দেখিলেন তাঁহার আঙ্গুলগুলিও সেই জপের সংখ্যা রাখিতেছে।"

একটি রুদ্ধদ্বার অন্দরমহল কক্ষের ঘটনার বিবরণ প্রাপ্তি বহির্বাটির কোন আগন্তুকের নিকট যেরূপ অবাস্তব ও অসম্ভব, মায়ের এই অলৌকিক দীক্ষার বৃত্তান্তও আমাদের নিকট কতকাংশে সেইরূপ। তবুও ঐ কক্ষের ইতস্ততঃ ছিদ্রপথে বহিরাগত সামান্য সংবাদ যে আমরা মায়ের সুদীর্ঘকালের অতন্দ্র দেহরক্ষী এবং একনিষ্ঠ মাতৃপ্রাণা সেবিকা গুরুপ্রিয়া দিদির লেখনীমুখে পাই সে আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নয়, যদিও আমরা স্বীকার করি এই অপূর্ণ ইতিবৃত্ত, এবিষয়ে আমাদের অপরিসীম কৌতূহল চরিতার্থতায় যথেষ্ট নয়। এবং আমরা জানি, মায়ের অগণিত অকৃতী সন্তানদের তো দূরের কথা, এমন কি স্বল্পসংখ্যক মায়ের বিশেষ কৃপা-পাত্ররও দীর্ঘদিন মাতৃলীলা-বিলাসের এই সুরক্ষিত কক্ষে প্রবেশপথ পাননি। আর কোন দিন যে এই রহস্যাবৃত প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মোচিত হবে সন্তানেরা সম্ভবতঃ সে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাই মনে হয় সকলের কাছেই সে একরকম পরম লগ্ন, যে দিনটিতে প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে জননী আপন খেয়ালে একটি সন্তানের যেন তার শিশু-হস্তের দুর্বল আঘাতেই ঐ সুরক্ষিত কক্ষ-দ্বারটি চিরদিনের জন্য অর্গলমুক্ত করেন। তাই, আমরা কৃতী অকৃতী, মায়ের সকল সন্তানই আজ ঐ অমূল্য সম্পদের সমান অধিকারী।

"মা, আপনার মধ্যে যেভাবে গুরুশক্তির প্রথম প্রকাশ হয় সেই কথা শুনিতে ইচ্ছা করে"—নিতান্তই শিশু-হস্তের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতো সহজভাবে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য ও অনমনীয় বাধার অপসারণ যে কি কথা, মাতৃমহিমা ও খেয়ালের সঙ্গে পরিচিত সন্তান মাত্রেই তা জানেন ! তবুও যে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ, আমাদের প্রাণ বলে—শিশু যখন সত্যি সত্যি তার সন্তানসুলভ দাবি নিয়ে মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তখন বুঝি জননীর অদেয় কিছুই থাকে না ! এই শুভলগ্নটিতে সন্তানের প্রতি জননী যে আশাতীতকল্প স্নেহ বর্ষণ করেন—অনেকের স্মৃতিপট থেকেই যা' হয়তো এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে লুপ্তপ্রায়—তাকেই আমরা পুরাতন 'আনন্দ-বার্তা'র জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে এখানে পুনরুদ্ধার করছি :

"এ দেহের দীক্ষা হয় ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে। ঝুলন যাত্রা দেখিতে ঐদিন অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভোলানাথেরও খাওয়া-দাওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া উহা টানিতেছে এবং আমি কি করিতেছি তাহা দেখিতেছে। আজ যেভাবে আমি ঘরের মেঝে লেপিয়া আসন করিয়া বসিয়াছি ইহা তাহার কাছে একটু নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু ইহা দেখিতে দেখিতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে মজাও এমন, দীক্ষা লইতে যেরূপ যজ্ঞ ও পূজা করিতে হয় তাহা আপনা আপনিই এই দেহ হইতে হইয়া গেল। যজ্ঞস্থলী সম্মুখে স্থাপন করা হইল। পূজারও সমস্ত আয়োজন পুরাপুরি তৈয়ার। ফুল, ফল, জল ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান। যদিও সকলে উহা দেখিতে পাইবে না, উহা যে সবই সত্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাভি হইতে দীক্ষামন্ত্র স্ফুরিত হইয়া জিহ্বা দিয়া উহা বাহির হইল। পরে হাত দিয়া ঐ মন্ত্র যজ্ঞস্থলীর উপর লেখা হইয়া গেল এবং ঐ দীক্ষা মন্ত্রের উপর পূজা এবং আহুতি ইত্যাদি হইল, অর্থাৎ বিধিপূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাহা যাহা করিতে হয় সবই হইয়া গেল। তারপর যখন কর ঘুরাইয়া দীক্ষামন্ত্র জপ আরম্ভ হইল তখন ভোলানাথ জাগিয়া দেখে যে, আমি জপ করিতেছি। এ দেহ তো কখনও কর ঘুরাইয়া জপ করে নাই এবং কেহ ইহাকে উহা দেখাইয়াও দেয় নাই। কিন্তু আপনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি কর ঘুরাইয়া জপ চলিতে লাগিল। ভোলানাথ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন নিজে নিজে জপ করিতে গেলাম তখন দেখি যে, সবই উলট-পালট হইয়া যাইতেছে। পরে দেহের আবার ঐ অবস্থা আসিলে আপনা-আপনিই জপ হইয়া যাইত। এইভাবে এ দেহের দীক্ষা হইয়া গেল।”

১৩২৯ সালের ঝুলন পূর্ণিমা রাত্রের সেই মহালগ্নে যে অভাবনীয় রূপে মায়ের আপন স্বভাব-স্ফুরিত দীক্ষাকার্য সম্পাদিত হয়, তারই সঙ্গে সঙ্গে এমনি কোন অলৌকিক রূপে মায়ের ভেতরে গুরুশক্তিরও বিকাশ হয় কিনা এবং তা কিরূপেই বা সম্পন্ন হয় এই প্রশ্নের উত্তরে মা যেন কৌতুক অনুভবে হেসে বলেন ঃ

“আমি তো সর্বদাই বলি যে, ছোটবেলায় এ দেহের গুরু ছিলেন বাপ মা। পরে যখন বিবাহ হইল তখন বাপ মাই বলিয়া দিলেন যে, স্বামী গুরু। কাজেই বিবাহের পর স্বামীই হইলেন গুরু। তারপর জগতে যাহা কিছু আছে সকলেই এ দেহের গুরু। সেই অর্থে বলিতে পারি যে, আত্মাই গুরু, অথবা এ দেহই এ দেহের গুরু। তাহা ছাড়া পূজার কথায় তো আমি বলিয়া থাকি যে, যখন কোন দেবতার পূজা করা হয় তখন এ দেহ হইতেই দেবতাকে বাহির করিয়া পূজা করা হয় এবং পরে এ দেহের সঙ্গেই মিশাইয়া দেওয়া হয়। সেইভাবে গুরু সম্বন্ধেও তোমরা অনুমান করিয়া লইতে পার। এইমাত্র বলিলাম যে, দীক্ষার সময় পূজা, যজ্ঞ করিতে ফুল, ফল ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সমস্তই এ দেহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে বাহির হইয়াছিল ; আর গুরু কি এ দেহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না ?”

আহা ! মায়ের এই শেষ কথাটুকু আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় পেরিয়ে যেন সরাসরি অন্তররাজ্যে প্রবেশ করে, তাই তার রেশ ও মধুর ধ্বনিটুকু বারংবার হৃদয়ে সবাক অনুরণিত হতে থাকে...........“গুরু কি এ দেহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না ?”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃলীলানুধ্যান (৫)

বিশ্বপ্রকৃতির অনিবার্য বিধানে সকল বিকাশের পূর্বেই তার একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রস্তুতি-পর্ব থাকে। মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় সাধনা। ত্যাগ, সংযম ও তিতিক্ষা—এ সকল তো 'সাধনা' শব্দেরই নামান্তর। বস্তুতঃ প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে সকলকেই প্রকৃতির নিয়মের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এর ব্যতিক্রম বিরল কেন, অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই পথ, যাকে—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্....' বলা হয়েছে, তাকে যদি কেউ খেলাচ্ছলে অবহেলে অতিক্রম ক'রে চলেছেন ব'লে জানা যায়, স্বভাবতঃই মনে বহু সংশয় ও কৌতূহলের উদয় হয়।

মায়ের অভাবনীয় সাধনার খেলা এবং জন্মাবধি তাঁর পূর্ণ-জ্ঞানের অবস্থা, উভয়ই যে দীর্ঘকাল সন্দিগ্ধ মনকে তাড়িত করেছে তা'তে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমনি সংশয়ে দোতুল্যমান এক সন্তান একদিন তাঁর সমস্যার সমাধান মানসে সরাসরি মাতৃ-সমীপেই উপস্থিত হন। ঘটনা এইরূপ :—

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫—ইংরেজি ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সন—গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে মা কাশী আশ্রমে এসেছেন। ঐদিন পূর্বাহ্নের মাতৃ-সৎসঙ্গে "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে"র লেখক, মায়ের একনিষ্ঠ প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুত অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয় "মা, আমার একটি প্রশ্ন আছে, ইহার উত্তর এমন করিয়া দিও যেন আমি বুঝিতে পারি" বলায়, উত্তরে মা বলেন, "তাহা বলিতে পারি না, তুমি বাজাইয়া নিতে পারিলেই হয়।"

অমূল্যবাবু তখন তাঁর প্রশ্নটি এইভাবে রাখেন, "এখন তো আমি অজ্ঞান আছি, যখন আমার জ্ঞানলাভ হইবে তখন আমার অজ্ঞানের স্মৃতি থাকিবে কি ?"

প্রত্যুত্তরে মা প্রথমতঃ বলেন, "অনেক দিক হইতেই তোমার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। উত্তর দেওয়ার পূর্বে তোমাদিগকেই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তো লেখাপড়া শিখিয়াছ; কিন্তু ঐ লেখাপড়া শিখিবার পূর্বে তোমাদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা কি মনে আছে ?"

মা'র কথা শুনে কেহ "হ্যাঁ", কেহ বা "না" বলায় মা হেসে বলেন, "এক অবস্থায় বলা যায় যে, অজ্ঞান পূর্বে ছিল এখন নাই। যেমন আমরা বলি যে, সূর্য উদয়ের পূর্বে অন্ধকার ছিল, এখন সূর্য উঠায় অন্ধকার নাই। আবার এমন অবস্থাও আছে যখন জ্ঞানলাভ হইলে মনে হয়, আমি আবার কখন অজ্ঞান ছিলাম—আমি চিরদিনই জ্ঞানী।"

এমনি সময়ে দিদি এসে মাকে দ্বিপ্রহরের ভোগের জন্য নিয়ে যাওয়ায় এই প্রসঙ্গ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়।

ঐদিন অপরাহ্ণে পুনর্বার এই প্রসঙ্গালোচনা শুরু হলে মা, সভায় উপস্থিত শঙ্করানন্দ স্বামীজিকে লক্ষ্য ক'রে অমূল্যবাবুর মূল প্রশ্নটি তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, "কি বাবা, জ্ঞান হইলে পূর্বের অজ্ঞান অবস্থার স্মৃতি থাকে কি ?"

স্বামীজি ঐ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন, "তাহা থাকিতে পারে না। কারণ স্মৃতি হইল চিত্তের একটা বৃত্তি, চিত্তের বৃত্তি থাকিলে জ্ঞান কোথায় ?"

তখন স্বামীজির উত্তরের কতকটা পাল্‌টা জবাবের মতই মা বলেন, "আচ্ছা, এমন কি হয় না ? চন্দ্র তো সর্বদাই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সর্বদা তাহার প্রকাশ নাই, মেঘের জন্য চাঁদ ঢাকা আছে, যেই মেঘ কাটিয়া গেল অমনি চাঁদের প্রকাশ হইল। সেইরূপ জ্ঞান তো আছেই। অজ্ঞানের জন্য তাহা বুঝা যাইতেছে না, যেই অজ্ঞান কাটিয়া গেল অমনি জ্ঞানের প্রকাশ হইল।"

মা সম্ভবতঃ এ কথাই উপমার সাহায্যে বলতে চেয়েছেন যে, যেমন কা'রও পক্ষে চাঁদের অস্তিত্ব এবং আকস্মিক মেঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এককালীন জ্ঞান থাকা অসম্ভব নয়, তেমনি কেউ বা এমন অবস্থাতেও থাকতে পারেন যেখান থেকে তিনি আপন স্বভাবস্থিতিতে অর্থাৎ জ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও চাঁদের উপর দিয়ে সাময়িক মেঘের খেলার মতই আপন শুদ্ধ স্বভাবের উপর দিয়ে অজ্ঞানের ব্যাপারটাও দেখতে পারেন।

এদিকে সায়ংকালীন আশ্রমিক নিত্য পাঠের সময় উপস্থিত হওয়ায় দ্বিতীয় বারের মতো এই সৎসঙ্গ বন্ধ করা হয়। মহাভারত পাঠ এবং রাত ৮-৪৫ হতে ৯টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট মৌনের পর মা প্রশ্নকর্তা অমূল্যবাবুকে নিয়ে একান্তে একটি ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করেন। নিজে একখানি খাটের উপর ব'সে নীচে পাতা একটি আসনে মা অমূল্যবাবুকে বসতে আদেশ করেন। মা'র সম্মতি নিয়ে অমূল্যবাবু তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের কথা এইভাবে প্রকাশ করেন, "একদিন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আধ্যাত্মিক আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, 'জীবদেহ ধারণ করিলেই জীবভাব কাটাইবার জন্য সাধন করা দরকার হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকেও দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।' আমি তখন তাঁহাকে বলি যে, শ্রীশ্রীমায়ের কোনও সাধন দেখা যায় না। মা বলেন—তিনি এখনও যেমন, ছোটবেলায়ও তেমনি ছিলেন। শুধু মাঝখানে যখন তাঁহার দেহের উপর দিয়া সাধনার অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল তখন একটা অজ্ঞানের ভাব চলিতেছিল, সে অবস্থাও কেমন জানিয়া না জানার মত। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমার যখন জ্ঞান হইবে, তখন তুমিও ঐরূপ বলিবে'।"

এই প্রসঙ্গে মায়ের পরবর্তী কথার কিছু অংশ বাদ দিয়ে আমরা শুধু বিশেষ অংশটুকুই এখানে উদ্ধার করব। মা প্রথমতঃ বলেন, "বাবাজী (অর্থাৎ সেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত) আমাকে যেভাবে বুঝিয়াছে সেই ভাবেই বলিয়াছে। আমি তো সর্বদাই বলি, যে আমাকে যাহা মনে করে, আমি তাহাই। তোমরা আমাকে একভাবে দেখ। সকলে তো সে ভাবে দেখে না। অনেকে মনে করে আমি পূর্বজন্মে সাধনে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলাম। এবার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞানলাভ করিয়াছি এবং জ্ঞানলাভ করিয়াই বলিতেছি যে, আমি কোনদিনই অজ্ঞান ছিলাম না। এরূপ ভাবে যাহারা আমাকে দেখে আমি তাহাদিগকে বলি যে, আমি তাহাই। তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, যে যখন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাই বলুক না কেন, আমি স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাই যে, সে কোন্ অবস্থা হইতে কথা বলিতেছে। সবই যেন স্তরে স্তরে সাজান আছে। কোন অংশটির কথা বলিতেছে তাহা যেন স্পষ্টরূপে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার মত হয়।"

এর পর আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সুস্পষ্ট ভাবে—মা'র মুখে যেমন কখনও শোনা যায় না—মা ব'লে চলেন, "আর সাধনার কথা যে বলা হয়, আমি কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইলাম? কে আমাকে পথ বলিয়া দিল? দীক্ষাও আমি নিজেই নিজেকে দিলাম। পূজা, মন্ত্র, জপ—যাহা কিছু হইল সবই তো আমার নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া আমাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। আমার সাধন সম্বন্ধে আমি তো অনেকবার বলিয়াছি যে, উহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমি তো সবই জানি। তবুও যে তোমাদিগকে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করি, উহা খেলা ভিন্ন আর কি? অনেক সময় তোমাদিগকে বলি না যে, চল অমুক জায়গায় একটু বেড়াইয়া আসি। ইহার অর্থ তো এ নয় যে, আমি ঐ স্থানে কখনও যাই নাই। জানাশুনা স্থানে যেমন বেড়াইতে যাওয়া হয়, আমার সাধনাটাও সেইরূপ।"

মা আরও বলেন, "এ কথা এখন প্রকাশ করিবার দরকার নাই, তবে যদি প্রসঙ্গ উঠে তবে বলিতে পার। জীবভাবের যে কথা বলিলে, জানিও জীবভাব আমাতে আছে সত্য, কিন্তু আমি জীব নই এবং অজ্ঞানতা নাশ করিবার জন্য এ দেহ সাধন করে নাই। সাধনার ধারার কথা যে বলিলে, বাস্তবিক উহা আছে। জীব যে ভাবে সাধন করে, আমিও খেয়ালবশে সেই ভাবেই সাধন করিয়াছি। বাস্তবিক উহা খেয়াল বই আর কিছু নয়।"

এবং এই প্রসঙ্গে সেদিন মা'র শেষ কথা "সর্বদাই যে আমি আমাকে নিয়া খেলা করিতেছি।"[১]

শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও মাতৃ-স্বরূপালোচনায় এক জায়গায় বলেছেন: "সমস্ত জগৎই তাঁহার

১ "আনন্দবার্তা"—Vol. XV/2, August, 1967

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন ঘর, সমস্ত সত্ত্ববর্গেরই তিনি আপন জন। তিনি স্বভাবে থাকিয়া সর্বত্র স্বভাবেরই খেলা নিরীক্ষণ করেন।"[২]

মায়ের আপন মুখের কথা : সর্বদাই আমি আমাকে নিয়া খেলা করি—তৎসঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ের বক্তব্য : তিনি (মা) স্বভাবে থাকিয়া সর্বত্র স্বভাবেরই খেলা নিরীক্ষণ করেন—এতদুভয়ের মধ্যে প্রকৃতই কোন অন্তর নেই।

মায়ের অচিন্তনীয় স্বভাব-স্বরূপ বিষয়ের যথার্থতা আমরা যদি সামান্যও হৃদয়ে ধারণ করতে চাই তা' হলে তাঁর এই খেয়ালী 'লীলাখেলা'র রহস্য-সায়রেই আমাদের সর্বাগ্রে অবগাহন কর্তব্য—আর সেই প্রয়াস যে পূত জাহ্নবী-ধারায় অবগাহন-তুল্য প্রাণপ্রদ হবে তা'তে আর সন্দেহ কি !

এই পুণ্য-ব্রতে আমরা, মায়ের দুর্লভ লীলাবিলাসের অতলে যিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, সেই মাতৃগত-প্রাণ বীর সাধক ভাইজীর শরণাপন্ন হব।

ভাইজী-রচিত "মাতৃদর্শন" গ্রন্থের 'ভাববিভূতি' পরিচ্ছেদে তিনি মায়ের লীলাবিলাসের—তাঁর 'অন্তর ও বাহিরের' দুই রূপের—যেমন বর্ণনা ও বিস্তার করেছেন সেই রহস্য-গভীরে আমরা এখন অনুপ্রবেশের চেষ্টা করব।

এই আপাত-প্রতীয়মান মায়ের দ্বৈত লীলাখেলা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য : "যাঁহার প্রতিটি ভাব আনন্দময়, আনন্দই যাঁহার উপাদান, আনন্দেই যিনি অবস্থিত, যিনি জগতে আনন্দলীলা করিবার জন্য আনন্দঘন-মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে জীবকল্যাণার্থে বহুভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে শ্রীশ্রীমা যেন দুইরূপে বিরাজিতা—একটি তাঁর বাহিরের রূপ, আর একটি অন্তরের রূপ ; এই-দুই এর লীলাবিলাস ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার মধ্যে সর্বদা প্রকাশিত হয়।"[৩]

---

২. গুরুপ্রিয়া দেবী রচিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী", ১ম ভাগ—ভূমিকা, পৃঃ ১০
৩. ভাইজী রচিত "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃদেহ অবলম্বনে যে সময়কার 'ভাববিভূতি'র কথা লেখক এই অংশে উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে আরও বলেছেন ঃ "এই সময়ে মনে হইত এ দেহ যেন শ্রীশ্রীমায়ের নয় ; যেন কোন স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহ মায়ের শরীরকে বিগলিত করিয়া নৃত্যপর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চে কণ্টকিত, দেহবর্ণ অরুণ, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। দৈবীভাবের স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণাদি তাঁহার দেহ-সীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে যেন লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে।"

"কখন কখন কীর্তনের ছন্দে ললিত-নৃত্যকলা যেন তাঁহার দেহকে অতিক্রম করিয়া চলিত ; কখনও অতল সাগরের মহামৌন, স্তব্ধ প্রশান্তি সমবেত ভক্তজনের প্রাণে অপরূপ ভাব জাগাইয়া তুলিত এবং তাহাদের মনের নানাবিধ বহুমুখে বিক্ষিপ্ত গতিকে স্থগিত করিয়া দিত।"

"তাঁহাকে দেখিয়া তখন মনে হইত তিনি যেন উপরোক্ত সকল বিভূতির অতি উর্ধ্বে নিঃসঙ্গ অবস্থিতা রহিয়াছেন ; ভাববিকার যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁহার শরীরের ভিতর হইতে আপনিই ফুটিয়া উঠিতেছে।"[৪]

এই আপন স্বভাব-বিভূতিসুলভ নানাপ্রকার ভাবাবস্থাতেও মায়ের একান্ত নিঃসঙ্গতার কথা, গ্রন্থকার যেমন প্রকাশ করেছেন, তা' যে প্রকৃতই যথার্থ তার সমর্থন রয়েছে। এক সময়ে ভাইজী মায়ের কাছে তাঁর ভাবাবেশের সময় কোন দেবদেবীর আবির্ভাব হয় কিনা জানতে চাইলে, মায়ের উত্তরের মধ্যেও—যেমন, মা বলেন ঃ "আমার লক্ষ কোথাও আবদ্ধ নাই। ইহার কোন প্রয়োজনও আমার নাই। তোরা ভাবাবেশের লক্ষণ দেখতে চাস্, তাই এ শরীরে কখনো কখনো তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।"[৫]

মায়ের এই কথার সঙ্গেই ভাইজীর কাছে এক সময়ে তিনি আপন আত্মপরিচয়ের বিষয় যেমন আভাসে বলেছিলেন, "……এই শরীরের

৪. "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৪২

৫. "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয় নি। তোমরা মনে করনা কেন এ শরীর একটি ভাবের পুতুল; তোমরা যেমন চেয়েছো তাই পেয়েছো;"[৬] এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

কেবল যে কীর্তনানন্দেই সে সময়ে মাতৃশরীরে এমন অপরূপ লীলাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত তা' নয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত যে সব অলৌকিকত্ব ও ভাবৈশ্বর্য তখন মাতৃদেহে ফুটে উঠতো বলে জানা যায়, সে সবের পর্যালোচনায় স্বভাবতঃই এমন মনে হয় যে, মা যেমন বলেছেন: "এই জগৎ ভাবময়, সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজেকে জাগ্রত করে তুলতে পার, দেখিবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই একই খেলা চল্‌ছে। (ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, তাই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে না।)" এই চরম সত্যই বুঝি তখন মাতৃশরীর অবলম্বনে জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান জগতের শুধু রূপ নয়—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের অন্তর্নিহিত যে অনির্বচনীয়তা লোকদৃষ্টির অন্তরালে নিয়ত অবস্থিত, তারই মহিমা তখন মাতৃশরীরে যেন লীলাচঞ্চল হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। আমাদের এই ধারণার সত্যতা ভাইজীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতেও সুপরিস্ফুট:

"কীর্তনে যেমন মা'র শরীরে লোকাতীত অবস্থা আসিয়া পড়িত, মা'র মুখে শুনিয়াছি যে জল, অগ্নি, মাটি, পশু-পক্ষী বা কোন বিশেষ দৃশ্যাদি দেখিলেও কখনো কখনো তিনি তদ্রূপ হইয়া যাইতেন। ঝটিকা বাতাস দেখিলেও কাপড়ের মত তাঁর শরীরটা উড়িয়া গিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিতে চাহিত। আবার কোন গম্ভীর ধ্বনি—যেমন শঙ্খের আওয়াজ—শুনিলে তাঁহার শরীর পাথরের মতো স্থির হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে যখন যে কোন ভাবের খেলা আসিয়া পড়ে, আপনা হইতেই তখনই তাহার অনুরূপ ক্রিয়া তাঁহার সকল দেহে সঞ্চারিত হইয়া ব্যাপকভাবে জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পায়।"[৭]

এমনি—জল, বাতাস বা আগুন—এ সমস্তের সঙ্গে মায়ের

---

৬. "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৬
৭. ঐ—পৃঃ ৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ভাবাপন্ন হওয়ার বিষয় নিয়ে মা নিজ মুখেই একদিন যেমন বলেছিলেন গুরুপ্রিয়াদির গ্রন্থে তা'র উল্লেখ রয়েছে। যেমন মা বলছেন ঃ "দেখ, এই শরীরটার কি রকম হইত জান? জল দেখিয়া, আগুন দেখিয়া বা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তন্ভাবাপন্ন হইয়া যাইত। যেন এই শরীরটাই নদীর ঢেউ বা আগুনের মূর্তি, অথবা বাতাসের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। অতি সামান্য ভাবে মাটির সঙ্গে পায়ের স্পর্শ আছে, সেই অবস্থায় শরীরটা বাতাসের মত এদিক ওদিক চলিতেছে—পড়িয়া যায় না। তার কারণ, শরীরটা বাতাসের মত হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। এই রকম নদীতেও নৌকায় গেলে শরীরের গতি এমন হইয়া যাইত যে, নদীর জলের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে চাহিত। সেই ভাবেই শরীরে এমন একটা অস্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ হইত যে ইহারা (দিদিকে দেখাইয়া) ধরিয়া রাখিতে পারিত না। আপনা হইতেই সে ভাবটা আবার থামিয়া যাইত। হয়তো শরীরটা থাকিবার, তাই থাকিয়া যাইত, নতুবা কাহারও ধরিয়া রাখিবার শক্তি হইত না।"[৮]

এ ছাড়া, অপরের ভাব নিয়ে মায়ের খেলা করার প্রসঙ্গেও ভাইজী দু'টি সুন্দর দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন ঃ

(ক) "একবার ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের হাসিখেলায় যোগ দিয়া (মা) এমন ভাবে হাসিতে লাগিলেন যে প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হাসি থামান যায় না। ২/১ মিনিট চুপ করিয়া থাকেন, আবার হাসিতে আরম্ভ করেন। একাসনে বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু মুখ চোখের অসাধারণ ভাব। সকলে এই অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইল। পরে ধীরে ধীরে আপনা আপনিই প্রকৃতিস্থা হইলেন।"[৯]

এ যেমন গেল হাসির ভাব নিয়ে খেলা, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি অনুরূপ কান্নার ভাব নিয়ে খেলার, যেমন ঃ

(খ) "একবার মা ঢাকা হইতে কলিকাতায় যাইবেন। ষ্টেশনে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ অনেকে দর্শন করিতে আসিয়া কান্নাকাটি করিতেছে।

৮. "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী", ৫/২৮৫

৯. "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-ও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া ওলট পালট করিয়া এমন কান্না জুড়িয়া দিলেন যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা কঠিন। ষ্টেশনে বহু লোক। অনেকে বলাবলি করিতে লাগিল যে বোধ হয় মেয়েটিকে বাপের বাড়ি হইতে লইয়া যাইতেছে। সেই কান্নার বেগ বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া কমিতে কমিতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল।"[১০]

স্থানান্তরে, বহির্জগতের প্রতিকূল ভাবস্পন্দন যে ভাবে সাধকের বেদনা জন্মায়, সে বিষয়েও লেখক মায়ের মুখের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন :

"শ্রীশ্রীমায়ের মুখেই শুনিয়াছি যখন সাধকের ঈশ্বর-ভাব একমুখী হইতে থাকে, তখন বহির্জগতের প্রতিকূল ভাবস্পন্দন সাধকের ভাবধারায় প্রতিহত হইয়া তাহার বেদনা জন্মায়। এমন কি এই সময়ে কেহ কোন পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিতে আঘাত করিলেও তাহার স্পন্দন আসিয়া সাধকের মনে বিশেষ বেদনের উদ্রেক করে। লোকের কলহ বা আনন্দ উৎসবাদির তরঙ্গ আসিয়া ঈশ্বর-যোগের একতানতায় আঘাত হানিতে থাকে।"[১১]

অনেকানেক মহাত্মা ও মহাপুরুষের জীবনের এ জাতীয় আশ্চর্য ঘটনার একটি সম্ভাব্য সদুত্তর আমরা এই মাতৃবাণীর মধ্যে অবশ্যই খুঁজে পাব।

মায়ের জীবনেও—সে সময়ে মাতৃশরীরে সাধনার খেলা চলছিল—এমন কথা আমরা শুনেছি যে একটা গাছে আঁচড় লাগলেও তার প্রতিক্রিয়া মাতৃশরীরে স্পর্শ করত।

কিন্তু, জীবজগতের সার্বভৌম ভাবের যে লীলাবৈচিত্র্যের মাতৃশরীরে প্রকটিত হওয়ার বিষয় আমরা এই অনুধ্যানে আলোচনা করেছি, যার প্রকাশ এখনও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়, সে সকল এই 'বহির্জগতের প্রতিকূল ভাবস্পন্দনে যে সাধকের ঈশ্বর-যোগের একতানতায় আঘাত' জন্মায় নিশ্চিতই তা' থেকে স্বতন্ত্র। কারণ মায়ের এই বিশ্বগত সকল

১০. "মাতৃদর্শন"—পৃঃ ৪৪
১১. ঐ —পৃঃ ৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর ভাব নিয়ে খেলার মধ্যে আপন শরীরে আঘাত বা বেদনার স্থান কোথায়? বরং মা যেমন নিজ স্বরূপ-স্বভাবে নিত্য বিরাজ করেও আমাদের সবার সঙ্গেই সহজ হতেও সহজ ভাবে সকল অবস্থায় ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাঁর ঐ প্রকার ভাবের লীলাখেলাকেও মায়ের মহাভাবেরই সহজ লীলাবিলাস বলে আমরা বুঝব।

এই প্রসঙ্গারম্ভেই আমরা দেখেছি ভাইজীর একটি সুচিন্তিত বক্তব্য যে—শ্রীশ্রীমা যেন যুগপৎ 'অন্তর ও বাহিরের' দুই বিভিন্ন রূপের সমাহারে বিরাজিতা—অন্তরে যিনি নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, সমগ্র বিশ্ববাসীর অন্তর্যামিনী আনন্দময়ী, তিনিই আবার বাইরে এই বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র ভাবরাশিকে আপন শরীরে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বিশ্বজননীত্বের বিরাট ভূমিকাটি সত্যিই সার্থক ক'রে তুলছেন।

সেই নিত্য সত্তাকেই—যাকে আমরা বিশ্বজননী বলছি—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ও জীবন-সাধনার ফলশ্রুতি স্বরূপ অনুভব করেছেন অন্তর্যামীরূপে, জীবন-দেবতারূপে, আর সেখানেও কিন্তু সেই একেরই—অন্তরে বাইরে—দুই বিশিষ্ট, বিভিন্ন ভূমিকার কথাই সুস্পষ্ট:

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র-রূপিণী।
অন্তর-মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃলীলানুধ্যান (৬)

মাতৃলীলানুধ্যান বিষয়ে স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানের এক বিশেষ পর্বে যখন আমরা প্রবেশ করতে চলেছি ঠিক সেই সময় সরাসরি মায়ের কাছেই আনন্দবার্তায় প্রকাশিত বিগত তুইটি সংখ্যার অনুধ্যান বিষয়বস্তু নিয়ে উপস্থিত হওয়ার এক পরম সৌভাগ্য আমাদের লাভ হয়। গত ৭ই আগষ্ট, জননী আপন খেয়ালে, দীর্ঘদিন অদর্শনের পর, রাঁচিস্থ সন্তানদের প্রতি অপরিসীম করুণাবশতঃ অপ্রত্যাশিত ভাবেই রাঁচি আশ্রমে পদার্পণ করেন। নিরন্তর অগণিত প্রার্থী, দর্শনার্থী ও ভক্ত-সমাগমে, উৎসবানন্দে মুখরিত প্রতিদিনের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যেও মায়ের সম্মতিক্রমে একদিন দ্বিপ্রহরে লীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ অংশ, পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মাকে প'ড়ে শোনাবার সুযোগ হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত 'মায়ের দীক্ষা' প্রসঙ্গে আমরা যে তুটি প্রামাণিক সূত্রের সাহায্য নিয়েছি, তা'র একটিতে "......১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মা'র দীক্ষাদি আপনা-আপনি হইয়া যায়", অপরটিতে মায়ের নিজ মুখের বিবরণের উদ্ধৃতি: "এ দেহের দীক্ষা হয় ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে"—এ সকল যখন মাকে প'ড়ে শোনান হয়, আমরা লক্ষ্য করেছি "মায়ের দীক্ষা" কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য মায়ের যেন একটু ভাবের পরিবর্তন হয় এবং পরমুহূর্তেই মৃত্নু ভর্ৎসনার মতো—কতকটা আপন খেয়ালে স্বগতোক্তি করার ভাবে বলে ওঠেন—"মায়ের দীক্ষা!" স্পষ্ট তিরস্কারের ভাব প্রকাশ না পেলেও আমাদের সকলের বক্তব্যেই 'মায়ের দীক্ষা' এই কথাটির প্রতি জননীর অননুমোদনের ভাবটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফলে আমরা বেশ একটা অস্বস্তির মধ্যে মুহূর্ত গুন্‌ছিলাম—এমনি সময়ে করুণাময়ী নিজেই এই সঙ্কট থেকে আমাদের উদ্ধার ক'রে বলেন: " 'মায়ের মুখ দিয়ে বীজমন্ত্রাদি অক্ষর রূপের প্রকাশ' লেখ।" অর্থাৎ আমাদের 'অনুধ্যান বিষয়' (চতুর্থ অধ্যায়ে) যা প্রবন্ধারম্ভে "শ্রীশ্রীমায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা প্রসঙ্গ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই সংশোধিত এবং পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াবেঃ “মায়ের মুখ দিয়ে বীজমন্ত্রাদি অক্ষর রূপের প্রকাশ প্রসঙ্গ” ব'লে।

মাতৃলীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায় প্রায় গোটাটাই মাকে প'ড়ে শোনাবার পর অপর যে জায়গাটিতে মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত খেয়াল এসে পড়ে তা হ'ল “কীর্তনে মায়ের ভাবান্তর” প্রসঙ্গে (আনন্দবার্তা, বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—১৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয়ের বর্ণিত মাতৃশ্রীমুখ-নিঃসৃত বক্তব্য, ‘.... .. কীর্তন শুনিতে শুনিতেই একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া গেলাম’ এই বাক্যটিতে। এবং মা এ স্থানেও “ ‘শরীরটা কি রকম হইয়া গেল’ লেখ” বলিয়া সংশোধন করিয়া দেন। এ ছাড়া এই অনুধ্যানেরই স্থানান্তরে যেভাবে আমরা মায়ের সর্বপ্রথম অনুরাগী সন্তান হরকুমার রায়ের বিষয় আলোচনা করেছি, তৎপ্রসঙ্গে, হরকুমার বাস্তবিকই পাগল ছিলেন কিনা মায়ের কাছে নিশ্চিতভাবে জান্‌তে চাইলে, মা তা'র প্রত্যুত্তরে কেবলঃ “না”, বলেই পুনর্বার অত্যন্ত সহজ-ভাবে বল্লেন, “ভগবৎ ভাবের পাগল ছিল, বল্‌তে পার।” এইভাবে সেদিন মায়ের মুখেই হরকুমার সম্বন্ধে একটি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ঘটে, মাতৃ-লীলানুসরণব্রতীদের কাছে যা' বিশেষ অর্থপূর্ণ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সর্বোপরি সে দিন যে বিষয়ের উপর মায়ের বিশেষ খেয়াল প্রকাশ পায় সে হ'ল যে সব জায়গায়—যদিও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমরা কোন না কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বা প্রবন্ধেরই উদ্ধার করেছি—মায়ের উক্তিতে ‘আমি’ ও ‘আমার’ শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, তাই নিয়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য মাতৃলীলানুধ্যানের পঞ্চম অধ্যায়ের এক জায়গায় যেমন বলা হয়েছেঃ “......এই প্রসঙ্গে সেদিন মা'র শেষ কথা, ‘সর্বদাই যে আমি আমাকে নিয়া খেলা করিতেছি’ ” (আনন্দবার্তা, বিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা—পৃঃ ২৫৩) এই অংশটি মাকে প'ড়ে শোনান হলে সঙ্গে সঙ্গে মা সংশোধন ক'রে দিয়ে তা'র পরিবর্তে, “নিজেকে নিয়া নিজে খেলা হইতেছে” এই লিখতে আদেশ করেন। অর্থাৎ মায়ের আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকারোক্তি যা' "সর্বদাই যে আমি আমাকে নিয়া খেলা করিতেছি" এই ভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বাক্যটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াবে ঃ "সর্বদাই যে নিজেকে নিয়া নিজে খেলা হইতেছে"-এতে। এ ছাড়া মায়ের নির্দেশে এও সুস্পষ্ট হ'ল যে, যেখানে যেখানে আমরা আলোচ্য ছুইটি অনুধ্যানে মায়ের উক্তিতে "আমি" বাচক শব্দের প্রয়োগ করেছি সেই সব ক্ষেত্রেই হবে, মা সচরাচর যেমন 'আমি' বা 'আমার' এরূপ শব্দ ব্যবহার না ক'রে 'এই শরীর' অথবা 'এই শরীরের' এমনি ব'লে থাকেন। মায়ের উক্তি যথাযথ রক্ষা করতে হ'লে সর্বত্র অনুরূপ সংশোধন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

মাতৃ-নির্দেশানুযায়ী লীলানুধ্যানের চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের দু'টি বিশেষ অংশ পরিবর্তিত হ'য়ে যেরূপ দাঁড়াবে নিম্নে তার দৃষ্টান্ত রাখা হচ্ছে ঃ—

(১) মাতৃলীলানুধ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে, যেখানে অন্যান্য কথার মধ্যে মায়ের আপন বক্তব্য বিষয় উদ্ধার করা হয়েছে, "………আমি অনেক সময় বলি না যে দেখিয়া আসি ননী কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি আমি এখানে বসিয়া জানি না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বারবার ননীকে দেখিয়া আসি, আমার সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে" (আনন্দবার্তা, বিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—পৃঃ ১৭৫/৭৬) এইভাবে, বাস্তবিক তা' বলতে হবে, "……এই শরীর অনেক সময় বলে না যে দেখিয়া আসি ননী কেমন আছে। সে কেমন আছে তাহা কি এই শরীর এখানে বসিয়া জানে না যে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে ? কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও যেমন উপরে গিয়া বারবার দেখিয়া আসা হয়, এই শরীরের সাধনাটাও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে", এমনি ভাবে।

(২) পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুধ্যানের আর একটি মাতৃবাণীর অনুরূপ সংশোধনের উদাহরণ—যেখানে মায়ের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, "আর সাধনার কথা যে বলা হয়, আমি কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইলাম ? কে আমাকে পথ বলিয়া দিল ?………জানাশুনা স্থানে যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়াইতে যাওয়া হয়, আমার সাধনাটাও সেইরূপ” এমনি বক্তব্যের মাধ্যমে, বস্তুতঃ মায়ের নির্দেশানুসারে এরই সংশোধিত ভাষণ হবে, যেমন : “আর সাধনার কথাই যে বলা হয়, এই শরীর কাহার নিকট হইতে সাধনা পাইল ? কে এই শরীরকে পথ বলিয়া দিল ? দীক্ষাও এই শরীর নিজেই নিজেকে দিয়াছে। পূজা, মন্ত্র, জপ—যাহা কিছু হইল সবই তো এই শরীরের নিজের ভিতর হইতে আসিল। আগন্তুক কেহ আসিয়া তাহাকে তো কিছু বলিয়া গেল না। এই শরীরের সাধন সম্বন্ধে তো অনেকবার বলা হইয়াছে যে, উহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই শরীর তো সবই জানে। তবুও যে তোমাদিগকে একথা-ওকথা জিজ্ঞাসা করা হয় উহা খেলা ভিন্ন আর কি ? অনেক সময় তোমাদিগকে বলা হয় না যে, অমুক জায়গায় একটু বেড়াইয়া আসি। ইহার অর্থ তো এ নয় যে, এই শরীর ঐস্থানে কখনও যায় নাই। জানাশুনা স্থানে যেমন বেড়াইয়া আসা হয়, এই শরীরের সাধনাটাও সেইরূপ।”

(আনন্দবার্তা, বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা—পৃঃ ২৫২)

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের আদর্শে আমাদের আলোচ্য লীলানুধ্যান দু'টির আরো অনেকাংশে সংশোধন ও পরিবর্তন কর্তব্য— যথাসময়ে সমগ্র মাতৃলীলানুধ্যানের গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রণকালে আমরা এই কাজ সম্পাদন করবার অভিলাষ রাখি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কুসুমাঞ্জলি ॥

জননীর পুণ্য উৎসবায়োজন সমাগত। এ মহালগ্নে তাঁর শ্রীচরণে মনপ্রাণ অঞ্জলির মতো তুলে ধরতে পারলে জীবন ধন্য হতো!

পত্রে পুষ্পে ও রাতুল চরণ বন্দনার কথা প্রাণে জাগতে মনে হয় মাতৃলীলাকাননে যে অনেক কুসুম, তা'তে মায়ের কথামৃত ভরা। আর আছে তা'য় নিরঞ্জনা মায়ের পরম শুভ্রতা, সরসতা—তাজা বেলফুলের সৌরভ-সুষমায় ভরপুর যেন! তেমনি গুটিকয়েক কুসুম চয়নে এ কুসুমাঞ্জলি রচনা।

অনেক দিনের কথা। ঢাকায় রমনা আশ্রমে থাকাকালীন মায়ের আদি লীলাপর্বের অন্তর্গত ছোট ছোট ঘটনার বৃন্তে ফোটা এরা :

(ক) মাতৃসমীপাগত একটি সরলমতি সন্তানকে মা একদিন তাঁর নিজের ও পরিবারের সকলের কুশল জানতে চাইলে, তিনি যেমনি বলে উঠেন, "মা, কিছুই ভাল লাগে না।" সঙ্গে সঙ্গে জননীর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ফুটে ওঠে এক অপার করুণাঘন বাণীর কুসুম-কলি, "ভাল না লাগারই তো কথা বাবা! তোমরা যে আনন্দেরই মূর্তি। খণ্ড আনন্দ তোমাদের ধ'রে রাখতে পারবে কেন? অখণ্ড আনন্দের আস্বাদন যে তোমাদের ভেতরেই রয়েছে।"

(খ) ঐ সময়ে রমনার আশ্রমে দুটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। একদিন প্রাতে গাভী দু'টির গলার দড়ি খুলে মাঠে চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তন্মুহূর্তে পরম আনন্দে গাভী দু'টি ছুটে বেরিয়ে পড়ে উন্মুক্ত বিচরণ ভূমিতে। এই ছোট্ট ঘটনাটি জননীর দৃষ্টি এড়ায় নি; তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত সন্তানদের লক্ষ্য ক'রে বলেন, "বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'লে জীবেরও এমনি আনন্দ হয়।"

আশেপাশের এমনি সব ছোটখাট ঘটনার ভেতর থেকেও জননী নিয়ত সন্তানদের কাছে আনন্দ-লোকের বার্তাই তুলে ধরেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গ) রমনার আশ্রমে আর একদিন মা এবং বাবা ভোলানাথকে কেন্দ্র ক'রে ঢাকার কিছু ভক্তসন্তান বসে আছেন। এমনি সময়ে এক মুড়িওয়ালা তার প্রকাণ্ড এক মুড়ির মোট মাথায় নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে। ঐ বোঝা মাথায় থাকা সত্ত্বেও সে বেশ প্রফুল্লভাবে আশ্রমের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে। ভাবটা যেন, মুড়ি বিক্রি করতে সে আসে নি, নিতান্ত কৌতূহল চরিতার্থতাই তার উদ্দেশ্য। মুড়িওয়ালার মাথায় এত বড় বোঝা নিয়েও স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরার দিকে লক্ষ্য ক'রে মা সকলকে বল্লেন, "ঐ মুড়িওয়ালা তার মুড়ির বোঝাটি যেভাবে বইছে, সংসারের বোঝাও তোমাদের সেইভাবে বহন করা উচিত। দেখ, লোকটির মাথায় এত বড় বোঝা, কিন্তু সে কেমন হাসিমুখে সব দেখে নিচ্ছে।" এই ঘটনাটি উপলক্ষ ক'রেও সেদিন সন্তানদের উদ্দেশ্যে এই ছিল মায়ের অমৃতময় বাণী : তোমাদেরও এমনি আনন্দ করতে করতে সংসারের বোঝা বয়ে চলা উচিত।

(ঘ) মাতৃ-প্রসঙ্গ রচয়িতা শ্রদ্ধেয় অমূল্যবাবু একদিন দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে বলেন, "মা, এখন উঠি," সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে ফুটে ওঠে সহজ সুন্দর তার প্রত্যুত্তর, "কেবল উঠতেই চেষ্টা ক'রো, আর নামবে না কিন্তু বাবা!"

বিরাম নেই, বিরতি নেই এ ফুল ফোটায়। সুদীর্ঘ দিনের লীলা-বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়ান মায়ের এই ঐশ্বর্যসম্ভার। সর্বদেশ-কালে পরিব্যাপ্ত অগণিত সন্তানদের অঞ্জলির পসরা জননী নিত্য ছড়িয়ে চলেছেন তাঁর চলার পথের পাশে পাশে। এ অলোকসামান্য অপরূপ বিস্ময়ের যেখানেই দৃষ্টি পড়বে দেখতে পাওয়া যাবে এই অমূল্য মণি-রত্নের ছড়াছড়ি!

মা তখন পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলা দেশ) চট্টগ্রাম হ'য়ে সীতাকুণ্ডে এসেছেন।[১] সেখানকার শঙ্করমঠের সন্ন্যাসী মহারাজ বিশেষ শ্রদ্ধায় ও যত্নে মাকে পাহাড়ের উপরিস্থিত একখানি সুন্দর নির্জন গৃহে সপারিষদ

---

১ ঘটনাকাল—মাঘ/১৩৪৩, ইং জানুয়ারী/১৯৩৬—দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৩/৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দেন। স্থানীয় ভোলাগিরি আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীও মাকে তাঁদের আশ্রমে সাদরে আমন্ত্রণ করতে এসে একদিন মাতৃ-সৎসঙ্গে যে প্রসঙ্গের অনুশীলন করেন তার কতকাংশ আমরা উদ্ধার করছি ঃ—

ব্রহ্মচারীজি—মা, গীতায় যে বলা হয়েছে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি। কৃষ্ণকে আশ্রয় করতে বলছেন ? দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ ?

মা—বাইরের দিক দিয়ে এই মেয়েটাকে তো গীতা পড়াও নাই, বাবা ! তবে এই যে শ্লোকটি, যে যখন পড়বে তখনই তো সে বল্‌বে 'আমার ভজনা কর'। এই আমি কে ?—পরমাত্মা। তবেই হ'ল, কৃষ্ণ কে ? না পরমাত্মা।

ব্রহ্মচারীজি সম্ভবত ছোট্ট কথার মধ্যে তাঁ'র প্রশ্নের এমন সুন্দর মীমাংসায় উৎসাহিত হ'য়ে পুনর্বার মায়ের মুখে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই নিগূঢ় শাস্ত্রবাক্যের যথাযথ মর্ম জানতে চাইলে তদুত্তরে মা বলেন—

ধর্ম মানে কি ? যা 'ধারণা করে' আছে। চোর চুরি বিদ্যাই ধরেছে ; কিন্তু দেখা যায় সেই চোরই সাধু হ'য়ে যায়। তবেই চুরিটা তার স্বধর্ম নয়। যা' বাস্তবিক ধর্ম তার কখনও পরিবর্তন হয় না। যা' পরিবর্তন হয় তা ধর্ম নয়—অধর্ম। তোমার স্বভাব হচ্ছে ধর্ম, তা' ছেড়ে আর যে সব পরধর্ম, (অধর্ম) নেওয়া, সর্বদাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। আবার জগতে যেমন আগুনের ধর্ম, জলের ধর্ম, সেইরূপ সংস্কার অনুযায়ী যার যার যে স্বভাবটি প্রকাশ থাকে গুরু শক্তির দ্বারা তার ভিতর দিয়েও তদ্‌মুখী করিয়ে নেন।

একসময়ে ঠিক একই প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘ আলোচনায় মা ভারতের প্রাণ-প্রদীপ সুভাষবাবুকে যে সকল কথা বলেন তা'তে এই প্রসঙ্গে আরও নূতন আলোর সন্ধান দেয়।[২]

---

২. ৩রা কার্তিক/১৩৪৫, ইং ২০শে অক্টোবর/১৯৩৮, কলিকাতায় থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা সপারিষদ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ ভবতারিণী মন্দিরে যান। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য ভক্তদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা চল্‌ছিল কর্মে কি করে আনন্দ, মায়ের কথায় 'নিত্য আনন্দ', পাওয়া সম্ভব।

সুভাষবাবুকে সম্মুখে রেখে—যেহেতু তিনি প্রথমতঃ মাকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করতে চান নি—এই সাক্ষাৎকারেরই বিবরণ লেখক শ্রদ্ধেয় অমূল্য দত্তগুপ্ত যেন সুভাষবাবুর হয়ে মায়ের কাছে জানতে চান, "দেশের সেবা ক'রে কি ভগবানকে লাভ করা যায় ?"

মা কিন্তু এই প্রশ্নের তখনই কোন উত্তর না দিয়ে সুভাষবাবুকেই পাল্টা জিজ্ঞেস করেন ঃ বাবা, তুমি বল তো ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা ? সুভাষবাবুর মুখে মায়ের এই জিজ্ঞাসার সুন্দর জবাবটি, "আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি" উপস্থিত সকলের মধ্যে বেশ হাসির খোরাক জোগায়। বাস্তবিক তাঁর কথা বলার মধ্যে যেন এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—দেশের সেবা ক'রে ভগবানকে লাভ করা যায় কিনা, যিনি সত্যিই ভগবানের খোঁজ রাখেন, তিনিই বলবেন ; তাঁকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে।

মা নিজেও সুভাষবাবুর কথা শুনে হেসে আবার তাঁকেই বলেন ঃ তুমি কিসের খোঁজ রাখ ?

এদিকে সহজে ধরা দেবার পাত্র সুভাষবাবুও নন, তাই উত্তরে বলেন ঃ প্রশ্ন তো আমাকে করা হয় নাই।

পলায়ন-রত সন্তানকে তখন সাবধানী জননী ধরবার চেষ্টা করেন ঃ 'তোমাকে উপলক্ষ ক'রেই এই প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই তোমার হ'য়ে এরা প্রশ্ন করেছে।' এই বলে।

সঙ্গে সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মা আহারাদির পর নহবত ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, এবং বিকালের দিকে তাঁকে পঞ্চবটীতে নিয়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাঁধান বেদীতে আসন করে বসান হয়। মাকে ঘিরে সকল ভক্তেরা বসেন। নেতাজীও মাকে প্রণাম ক'রে সম্মুখে গিয়ে বসলেন। সুভাষবাবু ও মায়েতে এই আলোচনা এখানেই হয়। এই বিবরণের সংরক্ষক শ্রদ্ধেয় অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয়ের ("শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড" দ্রষ্টব্য—আনন্দবার্তা, Vol. 111/2, পৃষ্ঠা ১১২-১১৬। "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৫ম ভাগ", পৃঃ ২৮১-৮৩তেও এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের এই কথায় অমূল্যবাবুও সুযোগ বুঝে যেই মাথা নেড়ে বলেন : 'হ্যাঁ মা।' মাও তক্ষুণি চেপে ধরেন সুভাষবাবুকে :

আচ্ছা, তুমি দেশের সেবা কর কেন, বল ?

মায়ের এই কথায় কিন্তু সুভাষবাবুর আর নির্বাক থাকার সঙ্কল্প অটুট রাখা সম্ভব হয় নি। তিনি সহজ উত্তরে বলেন : দেশের সেবা ক'রে আনন্দ পাই, তাই সেবা করি।

ধীরে ধীরে তখন রহস্যময়ী জননী তাঁর অপার প্রজ্ঞাঘন স্বরূপ-মহিমা বিস্তার ক'রে চলেন।

এবারে ঠিক ঠিক জানতে চান মা, সুভাষ বাবুর কাছ থেকে :

এই আনন্দ কি নিত্য ?

উত্তরে সুভাষবাবু বলেন : এই নিত্য কথাটির অর্থ একটু শক্ত।

মা : যা' সকল সময়ে আছে তাই নিত্য।

এর পর আরও সহজ ক'রে বলতে চেষ্টা করেন মা। বলেন :

স্বভাবের কাজেই নিত্য আনন্দ।

ভাল ক'রে সেবা করলেই এই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়।

মায়ের সঙ্গে সুভাষবাবুর এই মিলনের ঘটনাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক তো বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি তিনি; দ্বিতীয়তঃ, আশৈশব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রোজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভাবধারায় অনুরাগী ও পুষ্ট। ঐ শুদ্ধ শ্রদ্ধা-ভক্তিই তাঁকে মাতৃ-সান্নিধ্যে আসবার প্রেরণা দিয়ে থাকবে, এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

মা জানেন, সুভাষবাবুর আরও অনেক গুণের মধ্যে একটি প্রধান গুণ, তিনি সুবক্তা। মায়ের খেয়াল হয়তো সেদিকেই গিয়ে থাকবে, তাই বলছেন : তুমি কত ভাল লেক্‌চার দাও। কিছু বল।

সুভাষবাবু : আমি তো লেক্‌চার দিতে আসি নি।

তাঁর এই উত্তরের পর মায়ের কথায় যেন অনেকটা দরদমাখা অনুনয়ের সুর এসে পড়ে। মা তখন সুভাষবাবুকে বলছেন : বাবা, তুমি কিছু বলবে না ? সুস্পষ্ট উত্তরে সুভাষবাবু তাঁর পূর্বের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করেন : আমি বলতে আসি নি। শুনতে এসেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহময়ী জননী তখন নিজেই বাৎসল্যস্নেহে ধরা দিচ্ছেন সন্তানের কাছে এই বলে: দেখ, আমরা যা' কিছু জাগতিক কর্ম করি তা অভাবেরই কর্ম। অবশ্য অভাব দূর হ'লে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জাগতিক কাজ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা শুধু অভাবকেই জাগিয়ে রাখে। মনে কর, কোন একটা বিষয়ে অভাব বোধ করলে এবং তা' দূর করবার জন্য কর্ম আরম্ভ করলে। চেষ্টার ফলে হয়তো অভাব দূর হ'ল এবং আনন্দ পেলে। কিন্তু ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আবার অভাব জেগে উঠল। সেজন্য এই শরীর বলে যে জাগতিক কর্ম হচ্ছে অভাবের কর্ম। স্বভাবের কর্ম করলেই নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বললে যে, দেশের সেবা ক'রে আনন্দ পাও। দেশের সেবা তো ভালই। তোমার প্রাণটা মহান্, খুব বড়। তুমি তাকে আরও বড় করতে চেষ্টা কর। দেশের সেবা খণ্ডভাবে করলে তাও অভাবের কাজ হবে। তা'তে যে আনন্দ পাবে তাও খণ্ড আনন্দ। কিন্তু সকলে চায় অখণ্ড আনন্দ, যে আনন্দের শেষ নাই। স্বভাবের কাজ করলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দে স্থিত হওয়া যায়। তবে বলতে পার, 'আমি একা আনন্দে স্থিত হয়ে কি করব? জগৎ দেখছি নিরানন্দময়।' এর উত্তরে বলা যায় যে: যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তা'হলে তা' অপরকেও দেওয়া যায়।

এখন থেকে সুভাষবাবু আর মায়ের মধ্যে কথা চলতে থাকে অনেকটা সহজভাবে।

সুভাষবাবু জানতে চান: স্বভাবের কর্ম কি?

মা বলেন: যে কর্ম করলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ পায় তাকেই স্বভাবের কর্ম বলা যেতে পারে। স্বভাব কি, না যা' আমার নিত্য আছে। তোমার ভিতর অখণ্ড আনন্দ আছে বলেই তো অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছ। যা' তোমার মধ্যে নাই, তা' কখনও চাইতে পার না।

সুভাষবাবু: সকলের স্বভাব কি এক?

মা: হ্যাঁ, সকলেই তো আমরা অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছি। জগতে এক বই তো দুই নাই। লোকে যে অন্যের সেবা করে সেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো নিজের জন্য। সকলে এক বলেই তো একে অন্যের সেবা ক'রে আনন্দ পায়।

এত কথার পরে সুভাষবাবু তাঁর মনের সংশয় মায়ের কাছে অকপটে উন্মোচন ক'রে ধরেন: আপনি সকলেরই এক স্বভাব বলছেন, কিন্তু গীতায় আছে, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

মা তাঁর উত্তরে বলছেন: স্বধর্ম কি? স্বভাবের ধর্মই স্বধর্ম। এই স্বধর্ম লাভ করবার জন্যই সাধনা। (নিজেকে দেখাইয়া) এই দেহটার কোন শিক্ষা নাই, তাই এ আবোল্-তাবোল্ বলে। স্বধর্ম পাওয়াকেই এ শরীর সাধনা বলে। গীতার কথা তো সত্যই। স্বভাবের ধর্ম লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

সুভাষবাবু: কিন্তু এও সত্য যে, লোকের স্বভাব বিভিন্ন। কার কি কর্ম জানা নেই।

মা: হ্যাঁ, সংস্কার ভিন্ন হ'লেও ধর্ম এক। সত্য এক।

সুভাষবাবু তাঁর মনের দ্বন্দ্বের কথা পুনর্বার প্রকাশ করেন—নিজের দিক থেকে কিভাবে ঠিক ঠিক জানা যায় ব্যক্তিগত সংস্কারকে পেরিয়ে আপন লক্ষ্যে, তাঁর প্রকৃত স্বভাব ধর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব—তিনি বলছেন: তা' তো নিজের নিজের দিক হতে ঠিক করা যায় না।

মা: কাজ আরম্ভ করতে থাকলে সব ঠিক হয়ে যায়। তখন যার যা' সংস্কার তা' ফুটে ওঠে। দেখ না ছেলেরা লেখা-পড়া করতে চায় না। কিন্তু কিছুদিন জোর ক'রে তাদের শিক্ষা দিলেই তখন দেখতে পাওয়া যায় এক এক বিষয়ে এক এক জন ভাল করতে থাকে। কেউ হয়তো ইংরাজিতে ভাল হ'ল, কেউ বা অঙ্কে। তেমনি লোকে কাজ আরম্ভ করলে কিছুদিন পরে দেখা যায় তারা তাদের সংস্কার অনুসারে কাজ করছে।

সুভাষবাবু লক্ষ্য করছেন, মা তাঁর সব কথার বেশ যুক্তিসহ উত্তর দিলেও এমন সুস্পষ্ট অবলম্বনের কথা কিছু বলছেন না যাকে ধরে মানুষ সহজে এগিয়ে যাবে। তাই এবারে মাকে বলেন: পথ তো বলছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তাঁর এই কথা শুনে, মুখে সেই ভুবনভোলান হাসি নিয়ে মা বলে ওঠেন : কর্ম করতে হয়। সঙ্কল্প করতে হয় যে 'আমি পড়ব'।

এর মধ্যে অমূল্যবাবু আবার সুভাষবাবুর হয়ে বলছেন : মা, তোমার উত্তর অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে। তুমি বলছিলে যে, সকলেই অখণ্ড আনন্দ চায়। সুভাষবাবু বলছিলেন যে, তিনি দেশের সেবা ক'রে আনন্দ পান। তা'হলে কি বুঝব যে, দেশের সেবা ক'রে গেলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যাবে? ভগবান লাভ হবে?

যদিও এই কথার উত্তর একরকম মা আগেই দিয়েছেন, তবুও সেই কথাই যেন নূতন ক'রে বলেন : অখণ্ডভাবে সেবা করা চাই।

সুভাষবাবু জানতে চান : সেবারও তো একটা পথ আছে?

কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস : এই পথেরই যত গণ্ডগোল।

মাও স্বীকার করেন : হ্যাঁ, পথেরই যত গণ্ডগোল, পথেই যত পরিশ্রম। পরমুহূর্তেই-মায়ের কথায় নিশ্চিত লক্ষ্য-ভেদ : যেমন পড়বার দৃঢ় সঙ্কল্প হ'লে বিদ্যালাভ হয়, তেমনি তাঁকে আমার পেতেই হবে এরূপ দৃঢ় ভাব হ'লে পথও পাওয়া যায়।

এতে সুভাষবাবুর যুক্তি : অন্ধকারে হাঁটলে পথ পাওয়া কঠিন।

মায়ের উত্তর : হ্যাঁ, অন্ধকারেই হাঁটতে হয়। বিশ্বাসকে তোমরা অন্ধ বল না? এই অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। পরে সব বুঝতে পারা যায়।

মায়ের কথায় কিন্তু এতটুকু গোঁড়ামি নেই—নিজের কথা আরও সহজ স্পষ্ট ক'রে বলেন : ছেলেমেয়েদের যখন প্রথম শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর তখন কি তারা কিছু বুঝে? কিন্তু পড়তে পড়তেই জ্ঞান হয়।

সেদিন অকস্মাৎ এই দুর্লভ সংযোগ ও সংলাপের পরিসমাপ্তি ঘটে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, এক মহিলা (কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী) কিছু বলবার জন্য মায়ের অনুমতি চান। ঐ ভদ্রমহিলাটির বিশ্বাস তিনি সুভাষবাবুর সংশয় দূর করবেন।

মায়ের আদেশেই তাঁকে বলতে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের কথা বলতে চাইছেন, মাই তখন, "ওমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসব কথা এর (অর্থাৎ সুভাষবাবুর) জানা আছে", ব'লে সেই মহিলাটিকে নিরস্ত করেন।

মাতৃ-কথার ছিন্নসূত্র আর জোড়া লাগবার কোন সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে উপস্থিত সকলেই প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়েন। সুভাষবাবুও মাকে তাঁর শরীরের কথা এবং কলকাতায় কতদিন থাকবেন, এমনি সৌজন্য-সূচক দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করবার পর প্রণাম ক'রে বিদায় নেন।

ঝরা ফুলে রচিত এ অর্ঘ্যে সদ্য-বিকশিত কুসুমের অনাবিল মাধুর্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে না। মায়ের মুখের নির্মল হাসি, তাঁর মধুর কণ্ঠের যাদু আর ঐ দৃষ্টির প্রশান্তি সব মিলে যে আনন্দলোকের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়ে ওঠে, সেই অমরার আস্বাদ পেতে হ'লে মায়ের স্নেহচ্ছায়ে বসেই শুনতে হবে তাঁর মুখের মধুক্ষরা বাণী একটি একটি ক'রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃকথামৃত তথা প্রেম-রসায়ন

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী বাণী, "হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা।" অথবা, "হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।" আরও বলেন, একই কথা, নানাভাবে বিভিন্ন সময়েঃ নিজেকে জান, 'অমর-পন্থী' হও। নইলে return ticket, অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে আবার জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া।

মাতৃকথামৃতও 'হরিকথাই'। এই নিরবধি বহমান কাল-মহানদীতে সেই হরিকথাই যেন আজ তরী হয়ে সকলকে তরাবে ব'লে এই ভবের কূলে ঘাটে ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলেছেঃ

ও যায় হরিকথার তরী বেয়ে যায়
আয় ছুটে আয় সবে পারের যে জন।
পাল তুলেছে মায়ের প্রসাদ, প্রাণের
সাথে তরী বায় তা'র আপন যে জন।।

কা'র প্রেমের বাতাস লাগ্‌লো পালে
ছুট্‌ছে তরী কা'র সে টানে
দেখ্‌বি যদি, তর্‌বি যদি তোরা,
আয় ছুটে আয় সকল জনে।।

এ যে মায়ের তরী যায় বেয়ে যায়,
আয় ছুটে আয় সকল জনে।
সবায় তরবে ব'লে এবার মায়ের তরী
এলো ফিরে ভবের কূলে!
ও মন, এমন সুযোগ যেন হারাবিনে।।

তুই 'অমর-পন্থী' হবি যদি
শরণ নে না মা'র শ্রীচরণে
প্রসাদ বলে মায়েরঃ
ও মন, এমন সুযোগ যেন হারাবিনে।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-লীলা-কথা যেমন অমৃত-সমান, তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত—সে হরিকথাও তাই।

মাতৃ-কথামৃতে রয়েছে এক অমেয় অধ্যাত্ম-ভাব-সম্পদ। অথচ তা' যেমন সরল তেমনি সহজ ও সুন্দর। মানুষের বুদ্ধির দ্বার উন্মোচনের অবসরটুকুর জন্য অপেক্ষা না ক'রেও, যে-সব কথা সরাসরি তার প্রাণের রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ করে—এগুলোও তেমনি। সুধাক্ষরা জননীর এই সব অতুল বাণীর ঐশ্বর্যকে বলা চলে সন্তানদের জন্য সুরক্ষিত প্রাণ-সঞ্জীবনী রস। এ এক সার্থক অমৃত-রসায়ন—একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যার প্রত্যেকটিই চিহ্নিত হয়ে আছে এমন এক সুষমামণ্ডিত লক্ষণ দ্বারা, মানুষের কাব্যে, শাস্ত্রে ও দর্শনে যাকে একটি শব্দেই ব্যক্ত করেছে, সে শব্দটি হচ্ছে 'প্রেম'। মাতৃলীলা কীর্তনের অবকাশেও মায়ের যে রূপটি আপনি এসে আমাদের হৃদয়-মন জুড়ে বসে সে তো মায়ের ঐ প্রেমময়ী রূপই! সেই মাতৃ-কথামৃতও সন্তানের কাছে "প্রেম-রসায়ন" ছাড়া আর কি?

রহস্যময়ী জননী হয়তো কোনও নবাগত সন্তানকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ "বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়?" এই নিতান্ত মামুলী প্রশ্নের মধ্যে যে কোন গূঢ় নির্দেশনার ইঙ্গিত থাকতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র না ক'রে প্রত্যুত্তরে যেই স্বাভাবিকভাবে কেউ তাঁর বাড়িঘরের খবর বলতে যান অমনি তাঁর প্রাণ-উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়েন, "ও তো শ্বাসের ঘর বাবা! যতদিন শ্বাস আছে ও ঘরে থাকতে দিবে। তারপর, নিজের ঘরের কিছু খবর রাখ কি?"[১] আবার এমনও হয়েছে, দূরের কেউবা

১. মা প্রায়ই হেসে হেসে সন্তানদের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞেস করেন,—"তোমার বাড়ি কোথায়?" মা'র কথার গূঢ়রহস্য না বুঝে কেউ যখন স্বাভাবিক-ভাবে তাঁর বাড়িঘরের কথা বল্‌তে যাচ্ছেন, তখন রহস্যময়ী জননী আবার হেসে বলেন,—"ওতো শ্বাসের ঘর, যতদিন শ্বাস আছে ও ঘরে থাকতে দিবে। তার পর নিজের ঘরের খবর কিছু কর কি?" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ২য় ভাগ/পৃঃ ২৭২]

আবার এমনও হয়েছে, দূরের কেউ বা মাতৃদর্শনে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় আছ বাবা?" আর বাবাটি হয়তো তখন সহজ সরলভাবে উত্তর দেন, "ধর্মশালায় আছি, মা," তখনই মায়ের সেই প্রাণ-মাতান উচ্ছল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-দর্শনে এসেছেন। এ-কথা সে-কথা বলতে গিয়ে, এক সময়ে হঠাৎ মা ব'লে বসেন, "কোথায় আছ বাবা ?" আর 'বাবা' তখন তাঁর সহজ উত্তর দেন, "ধর্মশালায় আছি মা।" সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেই হাসির হিল্লোল আর কণ্ঠে ও বদনে একই সঙ্গে অমৃত-নির্ঝর, "ও যে শ্বাসের ঘর, জান না! দু'তিন দিনের বেশি ওখানে থাকবার মেয়াদ নেই। এবারে আপন ঘরের খোঁজ কর, বাবা।"

অবিমিশ্র কৌতুক ও নির্মল আনন্দের মাঝেও যে সন্তান আত্মহারা বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বে জননীর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে—সে সম্ভাবনা কোথায়!

চিরন্তন মনের মানুষটি মায়ের চরণতলে বসে তার প্রাণের একতারাটি বাজিয়ে বুদ্ধির ডুগ্‌ডুগিতে তাল রেখে রেখে তখন গেয়ে চলেছে :

এ পান্থশালায় আর কতদিন,
এখনও যে আপন ঘরের
খোঁজ রাখিস্ নে!
এই শ্বাসের ঘরেই থাক্‌বি ব'লে
বৃথাই তোর কল্পনা রে !!

ও যে নোটিশ্ কালে
পান্থশালায়
একদিনও কি দেখিস্ নি তায়—
এখানে যে শ্বাসের সাথেই
মেয়াদ ফুরায় !!

হাসিতে ফেটে পড়া, সাথে সাথে কণ্ঠে ও বদনে তাঁর অমৃত-নির্ঝর,—"ওতো শ্বাসের ঘর বাবা। ২।৩ দিনের বেশি থাকবার ওখানে মেয়াদ নেই, জান না? এবার নিজের ঘরের খোঁজ নাও"। কখনো, খোলাখুলি এমনি ভাবেও বলেন সন্তানদের, যেমন একদিন সিমলার ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"নিজেদের ঘরের খবর নেও। সময় তো চলিয়া যাইতেছে, তাঁকে ডাক"।
[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৩য় ভাগ/৩৫৪ পৃঃ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তুই) নিজের ঘরের খোঁজ রাখিস্ নে
কি করেছিস্ বল্ তো ভেবে !
আর, বাপ মায়েরেও ভুলে গিয়ে
এতো দিন যে পান্থশালায়
রইলি পড়ে !!

ও তুই, সময় থাক্‌তে
খোঁজ আজও
তোর আপন ঘরের
খোঁজ রাখে কে,
আর, তোর বাপ মায়েরে বা
কে জানে ॥

পট পরিবর্তন হলো। জননী বসে আছেন সন্তানদের নিয়ে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে তখন রাত হয়েছে। আশ্রমের শান্ত পরিবেশে তখন পরমারাধ্যা জননীকে ঘিরে চলছিল কোন বিশিষ্ট সাধু-সজ্জনের শাস্ত্রালোচনা। সেই আলোচনা সমাপ্ত হ'তে শুরু হয় সমবেত ভক্ত-মণ্ডলীর ভজন কীর্তনের প্রোগ্রাম। সহসা নিস্তব্ধ সভার আলো এক এক ক'রে নিবিয়ে দেওয়া হলো। যে যা'র মতো আসনে স্থির হয়ে বসে আপন আপন সাধন মার্গের অনুকূল জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন। ঠিক পনের মিনিট ব্যাপী' এইভাবে আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত মৌনের পর দ্বিতীয় বার সাংকেতিক ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার জ্বলে ওঠে সভাকক্ষের আলো আর ভক্তমণ্ডলীর মিলিত কণ্ঠে শান্ত ও মধুর ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়ে চলে গুরুপ্রণাম ঃ

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যে যা'র মতো আপন আপন গুরু-ইষ্ট স্মরণ ক'রে নয়ন সম্মুখে বিরাজিতা প্রেম-ঘন মাতৃমূর্তির উদ্দেশে নুয়ে পড়েন। সকল নদীরই যেমন স্বভাবতই সমুদ্রাভিগামী গতি, সকল মানুষও যে তেমনি নিজ নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবসুলভ ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে এই কৃপাসিন্ধু জগজ্জননীর চরণে এসে চরিতার্থতা লাভ ক'রে ধন্য হ'তে চাইবে এ আর আশ্চর্য কি!

সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় কোন এক প্রৌঢ়ার আকূতি-ভরা মাতৃ-সম্বোধনে। হয়তো মনের অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়েই তিনি মায়ের কাছে নিবেদন করতে সক্ষম হন তাঁর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত মর্মবেদনা—"মাগো, এই সংসারের ভূতের বোঝা আর তো বইতে পারছি না!" প্রশ্নকর্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও হয়তো উন্মুখ হয়ে থাকেন সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট সর্বসাধারণের প্রতি করুণাময়ীর মমত্ববোধের নমুনাই বা কি, আর এর প্রতিকারেরই বা কি পথনির্দেশনা আসে জননীর কাছ থেকে। ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মতো ফুটে ওঠে মায়ের বদনমণ্ডলে ভাবান্তরের সুস্পষ্ট আভাস। সদাপ্রসন্না জননী তখন আর শুধু আনন্দময়ী নন, তিনি তখন খৃষ্ট আর বুদ্ধের মতো সমস্ত পতিত-তাপিত জনের দুঃখভার আপন অন্তরে গ্রহণ ক'রে বেদনা ও করুণা মিশ্রিত এক অপরূপ মূর্তি ধারণ ক'রে বিরাজিতা হন। কিন্তু এই ভাবান্তরও বিদ্যুল্লতার মতোই নিতান্ত ক্ষণিক। কারণ, পরমুহূর্তেই জননী তাঁর চিরপরিচিত সৌম্য প্রশান্ত স্বরূপ ধারণ ক'রে অদূরস্থিত সেই আর্ত ও জিজ্ঞাসু প্রৌঢ়াকে লক্ষ্য ক'রে বলে ওঠেন—"ভূত কোথায় মা? এই সংসারেই একবার ভূতনাথের দিকে দৃষ্টি ফিরাও, দেখবে ভূত আর নেই।"

ঐ একই পটভূমিকায়, দেখা যায়—বিভিন্ন সময়ে মায়ের কাছে এসে সংসারযাত্রার অবশ্যম্ভাবী দুঃখ কষ্টের কথা তুললে, জননী প্রায়ই বলে থাকেন—"তোমরা যে মালিক হয়ে আছ তাই দুঃখ পাও। বাবা, এবার মালিক না হয়ে মালী হও দেখি—তবেই আর দুঃখ থাকবে না।"[২]

মাতৃকথামৃত রসায়নে কথা ও সুর যোজনায় নিরলস যে মানুষটি,

২. ভক্তেরা মাকে সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা বল্‌লে, মা প্রায়ই বলেন,—"তোমরা যে মালিক হইয়া বস তাই দুঃখ পাও; মালিক না হইয়া মালী হও—তবেই আর দুঃখ থাকিবে না।" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৪র্থ ভাগ/পৃঃ ১১২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার প্রাণে প্রাণে আবার বেজে ওঠে একতারাটি। সে আপন মনে তখন গেয়ে চলে—

এই ভবের হাটে মালিক হয়ে
কি পেলি তুই দেখ্‌না রে !
ও মালের মাঝেই ভূত যে আছে
দেখ্‌বি সে একদিন তোর
ঘাড়েই বস্‌বে দিব্যি চেপে ;
(আর) ঐ মালিকানার ভূতই তখন
ধর্‌বে রে তো গলা টিপে ॥

ওরে, বাঁচবি যদি, বলি
এখনও যে আছে সময় ঃ
ও তুই পারিস্‌ যদি ভাই
একবার ভোল বদ্‌লে
শুধু মালী হতে ॥

পরবর্তী চিত্রে এক এক ক'রে দুটি আর্তিভরা সন্তানের সঙ্গে মায়ের রসাল সংলাপটুকু তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

(ক) ১৩৪৫-এর চৈত্রে মা দিল্লীতে আছেন। একটি ভক্ত এসে মাতৃচরণে নিবেদন করেন, "মা, উপনয়নের পর হ'তেই তো সন্ধ্যা করছি। একটু একটু বসি ; কিন্তু কিছু উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয় না।"

উত্তরে মা ভক্তটিকে বলেন, "তোমরা ওষুধ খাও সত্য, কিন্তু কুপথ্য কর, তাই ওষুধে ফল দেখা যায় না।" ক্ষণেক বিরতি দিয়ে আবার বলেন, "ওষুধ হ'ল নাম, পথ্য হ'ল সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়—যতই ওষুধ খাও ফল দেখা যায় না।"[৩]

---

৩. মা বলেন, "একটা অভাব বোধ হইলেই সিদ্ধি হাতের কাছে আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের যে অভাব বোধই নাই। তোমাদের ক্ষুধা না থাকিলে তোমরা যেমন ঔষধ খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি কর, ভগবানের নাম করাও সেইরূপ। নাম করিতে করিতেই অভাব বোধ হয় এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য লোকে অস্থির হইয়া পড়ে।" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ১ম খঃ পৃঃ ২০৯]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) উপরিউক্ত ঘটনার প্রায় দু'বছর আগেকার কথা। ১৩৪৩-এর দোলযাত্রার উৎসবে সেবারও মা দিল্লীতে আছেন। মায়ের এক পুরাতনা ভক্ত, হারাণবাবু সেখানে উপস্থিত আছেন। কীর্তনে তাঁর উৎসাহের সীম নেই—প্রকৃতই ভাবে তন্ময় হয়ে তিনি সর্বদা কীর্তনানন্দে মেতে ওঠেন। সে সময়ে দিল্লীর ভক্তদের নামকীর্তনে খুব খ্যাতি ছিল। তার প্রধান উদ্যোক্তাও তিনিই। এদিন এই হারাণবাবুই মায়ের কাছে এসে তাঁর একান্ত আর্জি জানাচ্ছেন—"মা,……আমাদের তো কিছুই হচ্ছে না। এত কীর্তন করি, নাম করি—যখন করি তখন আনন্দ পাই, কিন্তু আবার ঘরে গেলেই যেই সেই।" মা একটু চুপ ক'রে থেকে বলেন, "দেখ চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে। তোমরা ওষুধও খাও আবার খেড়েও খাও, তাই ফল পাও না।" এই বলেই মা ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলেন।

আবার তার একতারায় টংকার দিয়ে ওঠে সেই মানুষটি, যে কান পেতে আছে সারাক্ষণ—অপরিসীম মধুর ব্যঞ্জনায় ভরা মায়ের শ্রীমুখের কোন্ কথাটুকুকে নিয়ে সে ডুব দেবে তার চেতনার অতলে, যেখান থেকে সে নিত্য আহরণ ক'রে চলেছে তার বাউল জীবনের একমাত্র সম্বল—তার গানের অক্ষয় ভাণ্ডার। ঐ যে বাউল আনন্দের আতিশয্যে দু'টি পায়ে এবার ঘুঙুর প'রে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে—কণ্ঠে তার মঞ্জুল গীত-ঝংকার :

ও তুই খেড়ে খাবি যখন তখন
শুন্‌বিনে তো কা'রও মানা
আবার বত্তিরে করিস্ গাল মন্দ—
তোমার পাচনে গো জ্বর মানে না॥

কোন এক সময়ে মা বলেন, "তাঁকে পাইবার জন্য যে অস্থিরত্ব বা মনের চঞ্চলতা ইহাই হইল তাঁহাকে পাওয়ার পথে সহায়ক।………তাঁর জন্য অশান্ত না হইলে শান্তি হয় না।" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৬ষ্ঠ ভাগ/পৃঃ ৩৪]

আবার, যেই একজন বলছেন, "মা, মন তো স্থির হয় না, কি করি?" মা হেসে জবাব দেন, "আমি তো দেখিতেছি মন অস্থিরই হইতেছে না। তাঁর জন্য মন অস্থির হয় কই? অস্থির হইলে তো স্থির হইবে।"
[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৬ষ্ঠ ভাগ/পৃঃ ১০৪]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদ্যি নাকি বলেছে তোমায়—
যা' ইচ্ছে পথ্য ক'রো গে',
পাচন আর খেড়ে, তুমি
খাওনা গিয়ে একই সাথে !!

(আর) যেমন ইচ্ছে খেয়ে পাচন
বল দেখি ভাই
ব্যামো কা'র বা সেরেছে কখন,
যদি পথ্য না করে সে বিধি-মতন !
বলি, বদ্যির কথা না শুন্‌লে
যা' হবার তোর তাই হবে !!

শোন, এখনও যদি ইচ্ছে থাকে
তোর নীরোগ হতে,
পাচন আর খেড়ে তুই
কক্ষুনো আর খাস্‌নে যেন
একই সাথে,
যদি ভাই, নীরোগ হ'তে
তোর ইচ্ছে থাকে ॥

মাগো, নিরবধি কাল যদি থাকতো তোর এই অকৃতী সন্তানের হাতে—তা'হলে বুঝি জরা-ব্যাধির ভ্রূকুটিকেও উপেক্ষা ক'রে এই ভবের হাটে সে নিতুই ফিরি করে বেড়াত তোর এই হরিকথার প্রেম-রসায়নের অমূল্য পসরা মাথায় নিয়ে !

কিন্তু, সে তো নিতান্তই দুরাশা। তাই তার শুধু সান্ত্বনা—সে যেন আপন মর্মপ্রাণে আজ কান পেতে শুনতে পায়, কালের অলিন্দ বেয়ে আসছে কোন্ সুদূর দিগন্ত-ছোঁয়া গানের মৃদুল গুঞ্জন :

এ হরিকথার প্রেম-রসায়ন, ভাই দেখনা এসে
কে এনেছে মাথায় ক'রে ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ বুঝি, মায়ের, যায় চলে ওই
ডেকে ডেকে আপন মনে—
ও তুই অনেক খেলি
চ্যবনপ্রাশ আর বড়ি, পাচন
এবার খেয়ে দেখ না, বলি
আমার এই প্রেম-রসায়ন !!

আমি বিনি পয়সায় ফিরি করি,
মালিক আমার বলেন যে তাই।
আর মূল্য নিয়েই করব বা কি
আমার যিনি ভরেন ঝুলি
(যখন) তিনি নেন না টাকা কড়ি—
মনে মনে যদিও বলি,
মালিক কিন্তু তাও বলে না :
দিতে হয় তো দিস্ না গিয়ে
মা'র চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি ॥

আয়, ভাবিস্ নে আর
কে দেবে তোর ভব রোগের নিদান বিধান ;
মাইরি বল্‌ছি ভাই
তোর হবেই রে এবার সব সমাধান।
ও তুই নিয়ে যা এই হরিকথার
প্রেম-রসায়ন
দেখবি তোর হবেই হবে
ভোগ ও রোগের
সব সমাধান ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ তোমার লীলার ছন্দে ছন্দে ॥

(মাতৃ-লীলা কীর্তনের সহায়করূপে রচিত
গানের সংকলন—স্বরলিপি সম্বলিত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

ও মা, মা মা মা,
আমার গানের মালায়
তোর চরণ পূজি
এই ছিল মোর বাসনা ॥

(আমার) পরাণ দিয়ে নাই বা পেলাম
এম্‌নি অধম হই যদি মা,
আমার গান দিয়ে তোর চরণ ছুঁয়ে
ছুঁয়ে যাবে মোর গানের মালা ॥

আজও নির্বাসনা হই নি মা যে
সে তো তোরই শুধু ছলনা।
আমার গান দিয়ে তোর চরণ ছুঁয়ে
ছুঁয়ে যাবে এই বাসনা ॥

॥ আভ্যুদয়িক মাতৃ-বন্দনা ও গীতি ॥

মহাদুর্যোগে ত্রাসিত এ ধরণী যবে,
ঘোর তিমির আঁধারে ঘেরিয়া যামিনী—
দেখ ভারত-ভাগ্য উদয়াচলে
উদিল সে কি, উদিল রে জ্যোতির্ময়ী ॥

তখনো এ ভুবন নিদ্রামগন
তাহারে বন্দিতে নন্দিতে তাই
হেথা কেহ জাগে নাই,
শঙ্খ ঘণ্টা কিছু বাজে নাই
সে মহালগ্নে, কোন গৃহে মন্দিরে
কোন বন্দনা-গীতে
সে শুভক্ষণে কেহ তো জাগে নাই !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও সেদিন সে উদয়-লগনে
কেহ জাগে নাই, কেহ আসে নাই,
জ্বলে নাই কোন উৎসব বাতি
কোন গৃহে-প্রাঙ্গণে—
গণচিত্ত-মহাকাশে দিগন্ত উদ্ভাসি'
তবুও সে পুণ্য অভ্যুদয়
(হের) মানবাত্মা প্রাণ করিয়াছে জয়,
সে ভুবন-মোহিনী জ্যোতির্ময়ী ॥

মা, মাগো, সন্তানের হৃদয়ে তুমি আবির্ভূতা হও মা, তার জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের উন্মেষণে, তোমারই পরিপূর্ণ মহিমায়—সমুদ্ভাসিত ক'রে তমসাবৃত হৃদয় কন্দরে তার। সুদীর্ঘ প্রত্যাশিত আর চির-বাঞ্ছিত জাগৃতিকে তার দাও মা আজ তোমার পুণ্য পরশ—ধন্য হোক, পুণ্য হোক, পূর্ণ হোক, তোমার সকল প্রপন্ন সন্তান, একান্ত আর্তি-ভরা মিলিত প্রার্থনা যাদের :

২

জাগো জাগো মা,
জাগো মা আনন্দময়ী,
নিত্য-শুদ্ধা-সনাতনী
তুমি পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণী ॥
জাগো
ত্রিতাপ-নাশিনী,
ভবভয়-হারিণী,
জাগো মা জাগো মা,
আনন্দ-ঘন মূরতি,
জাগো জাগো মা,
তুমি নিখিল বিশ্ব-জননী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

আজি বাজাও ঢোলক মাদল মৃদঙ্গ
বাজাও কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খ,
এসেছে জননী এসেছে জননী
এসো এসো সবে যতো নর-নারী
সাথে ল'য়ে করতাল খরতাল খঞ্জনী ॥

দীর্ঘ অমানিশার অবসানে
প্রভাত-রবি আশার কুসুমে
যেমনি ফোটায় সবার প্রাণে
তেমনি জননী এসেছে আজিকে
সবার পরাণে অভয় দানিতে ॥

জাগো জাগো সবে (আজ), ঘুমায়োনা আর
এসেছে জননী খোল, (খোল) হৃদয়-দ্বার
আঁখি মেলে শুধু দেখ একবার
কি এসেছে আজ দুয়ারে তোমার ॥

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময় বাণী, "হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।" অথবা কখনো, "হরিকথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।" আরও বলেন মা—একই কথা নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে, সন্তানদের উদ্দেশ্যে : নিজেকে জান, অমর-পন্থী হও, অমৃতের সন্তান তোমরা! নইলে আবার Return Ticket, অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হওয়া।

যে কোন ভাগবত কথা, সৎ প্রসঙ্গই যে মাতৃ-নির্দিষ্ট 'হরিকথা' এতে সন্দেহ নেই। তবে, মাতৃ-লীলাকথা, তৎসহ মাতৃ-শ্রীমুখের অমৃতময় সকল কথাই সন্তানদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ 'হরিকথা'।

ভক্ত চিরদিন তাঁর ভগবানকে বলেছেন : হ'রি, আমায় পার কর। অর্থাৎ, এই ভব নদী পেরিয়ে যেতে আমার সহায় হও।

আজ আমরা দেখছি মায়ের সেই হরিকথাই যেন একটি তরী হয়ে এই নিরবধি প্রবহমাণ কাল-মহানদীর ঘাটে ঘাটে সকলকে তরাবে বলে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

ও যায় হরিকথার তরী বেয়ে যায় ;
আয় ছুটে আয় সবে পারের যে জন।
পাল তুলেছে মায়ের প্রসাদ, প্রাণের
সাথে তরী বায় তা'র আপন যে জন ॥

কা'র প্রেমের বাতাস লাগলো পালে
ছুট্‌ছে তরী কা'র সে টানে
দেখ্‌বি যদি, তর্‌বি যদি তোরা,
আয় ছুটে আয় সকল জনে।

এ যে মায়ের তরী যায় বেয়ে যায়,
আয় ছুটে আয় সকল জনে।
সবায় তর্‌বে বলে এবার মায়ের তরী
এলো কিরে ভবের কূলে !

ও মন, এমন সুযোগ যেন হারাবিনে ॥

তুই 'অমর-পন্থী' হবি যদি
শরণ নে না মা'র শ্রীচরণে।
প্রসাদ বলে, মায়ের ঃ
ও মন, এমন সুযোগ যেন হারাবিনে ॥

৫

তুমি কি যে অমৃত ঢালো
তোমার লীলার ছন্দে ছন্দে,
এ ধরণীর যতো বর্ণে গন্ধে—
আকুল মনোবিহঙ্গ মোর
ভুঞ্জিতে সে মধু-নিস্যন্দে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোলে মোর হৃদয় দোলে
তোমার লীলার ছন্দে ছন্দে,
সে দোলার সাথে সাথে
পরাণ আমার
রঞ্জিত কত অনুরাগে ॥

ওগো সুন্দর,
এ ধরণীর সকল পাত্রে,
করিয়া পূর্ণ
আরও আনন্দ, আরও অমৃত
তুমি ঢালো, তুমি ঢালো
সুন্দর তুমি ঢালো ॥

৬

তুমি নয়ন-মাঝারে ছিলে এতোদিন
এবার নয়ন সুমুখে দাঁড়াও আসিয়া
আমি দেখিব তোমায় নয়ন ভরিয়া।
তোমার শান্ত মধুর আননখানি
আর রেখো না, রেখো না জননী
অবগুণ্ঠনে ঢাকি' ॥

এ হৃদয় গহনের
যতো কিছু বেদনা যা' কিছু ভাবনা
তোমারি চরণে
মুকুতি মাগিছে আসি'।
যে নয়ন-ভুলান মুখ-ছবি
মাগো, অন্তর মাঝে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জাগি'
আমায় ছলিয়া তাহারে আড়াল করিয়া
আর থেকো না জননী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-দর্শনকার ভাইজি তাঁর গ্রন্থে এক জায়গায় লিখ্‌ছেন, "দেশ বিদেশে ঘোরা সম্বন্ধে একদিন মা বলিয়াছিলেন—'আমি দেখি জগৎভরা একটি বাগান। জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি যতকিছু আছে সবই এই বাগানে নানারকম খেল্‌ছে—প্রত্যেকেরই এক একটা বিশিষ্টতা আছে, তাই দেখে আমার আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে বাগানের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছিস্। আমি বাগানের একস্থান হতে অন্য স্থানে যাই, তাতে তোরা কেন এত ব্যাকুল হয়ে পড়িস্' ?"

[মাতৃদর্শন, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৮।৯]

১৩৪৩-এর শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মায়ের আদিলীলা পর্বে প্রথম অজ্ঞাত বাসের সময়ে মা যে কত কত সাধক ও মহাত্মাদের প্রতি তাঁর অযাচিত কৃপা বর্ষণ ক'রে তাঁদের প্রত্যেককে আপন আপন স্থানে গিয়ে দর্শন এবং নানাপ্রকার উৎসাহদানে কৃতার্থ করেন সে অভাবনীয় ব্যাপার। তখনও মা একদিন এই প্রসঙ্গে বলেন, "এখন বাগানে বেড়াইতেছি। কোন্ গাছটা কেমন আছে দেখিয়া যাই।"

[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭০৩]

৭

এ ভুবন-জোড়া কাননে তোর
কি খেলা তুই বেড়াস্ খেলে
তা' কে জানে মা, কে জানে—
এ ভুবন-জোড়া তোর কাননে ॥

এই বাগানেরই ফুল যে মোরা
সকাল সাঁঝে তোর চরণেই
মোদের শুধু ঝরে' পড়া।
তোরই মাঝেই মা
মোদের জনম মোদের মরণ
আবার
মাঝখানেতে হাসা-কাঁদা,
সকল শেষে মাগো
তোর চরণেই ঝ'রে পড়া ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও মায়ের আঁচল দিয়েই
যখন এ বিশ্বভুবন ঘেরা
তোর প্রসাদ বলে মা,
তখন আর কিসের ভয়
বা কোথায় মরা !
এ নিখিল বিশ্ব যে মা
তোর আঁচল দিয়েই ঘেরা ॥

৮

(আমি) ঘুমের ঘোরে ছিনু অচেতন
ওই আগুনের ছোঁয়ায় জেগে
ভাঙ্‌লো আমার নিশার স্বপন,
জাগ্‌লো পরাণ পাখি রে ॥

কোন সে ভোরে তোর প্রেমের পরশ
লাগ্‌লো আমার প্রাণের 'পরে
এ পরাণ তাই রঙ্গিয়ে ওঠে,
ব্যথিয়ে ওঠে,
না জানি কোন্ অজানা সুরে ॥

তোর প্রেমই আমায় (আজ) আন্‌লো ওরে
ঘরের বাহিরে,
তাইতো আমি ছড়িয়ে পড়ি
ওই আগুনে রিক্ত হয়ে
নিঃস্ব হয়ে
এ বিশ্বভুবনে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯

গানের সাথে যে হয়নি পরিচয়
তবে কেন গান গাওয়া !
অরূপ তুমিই সকল রূপে
এই কথা মোর বলা ॥

সকল দীপে সবার প্রাণে
নিতুই জ্বলে তোমার শিখা,
মোর গানের সুরে শুধু
তারেই সাধা
এই জীবন দিয়ে তাকেই জানা ॥

তোমার প্রেমের অগ্নি-শিখায়
জ্বালাব আমার হিয়ার হিয়ায়
এ গানের সাথে যদি বা
কভু না হয় পরিচয়
তবু মোর গান গাওয়া ॥

১০

তোমার গগনে অনন্ত অসীমে
মুকুতির লাগি' অশান্ত
ছাড়া পেতে চায় এ মনোবিহঙ্গ ॥

ভূধর মেখলা নীলিম আকাশে
অথবা আপন কুলায়
যদিবা তাহারে কখনো ভুলাতো
এখন তাহারে কে ভুলায় !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(যখন) তোমার গগনে তোমার অসীমে
নিজেরে করিতে মুক্ত
দুরন্ত বাসনা তা'রে করিয়াছে অশান্ত ॥

(ওগো) দাও খুলে দাও তা'রে সুদূরের পথ
তা'র মুক্তির দ্বার
(মাগো) দাও সে বিহঙ্গে তোমার অসীম সঙ্গ,
তোমার গগনে
অনন্ত অসীমে
ছাড়া পেতে চায় যে মনোবিহঙ্গ ॥

১১

॥ অনুপম জননী ॥

তুমি আছ শুধু
আর কেহ নাই কিছু নাই
তাই তো অতুল তুমি
জননী, অনুপম তাই ॥

এ রূপের মেলায়
যাহা কিছু দেখি আমি
নয়ন মেলিয়া দেখিলে দেখিব
তা'রা অরূপ প্রতিমা
তোমারি সকলি ॥

গন্ধে বরণেও
যা' কিছু মহিমা
সবাই পেয়েছে
তোমারই সুষমা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শবদ সর্বত্র যা' ধ্বনিছে নিয়ত
সে তো প্রণব তোমারি
নিজেরে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
হয়েছে অসংখ্য রাগ ও রাগিণী ॥
সকল রসেরও তুমিই অমৃত-সার
"রসো বৈ সঃ"
তোমায়, বলিতেও শুনিয়াছি বারে বার ॥

তুমি আছ শুধু
আর কেহ নাই কিছু নাই
তাইতো অতুল তুমি
জননী, অনুপম তাই ॥

১২

তোমার সাথে আমার মিলন
হয়নি আজও সখা,
তোমায় আমায় লুকোচুরি
সে কতদিনের খেলা ॥

খেলার শেষে মোদের মিলন
বল আমায় বল
হয় যদি বা তা' হবে কখন ?
যখন, আমি তোমায় খুঁজি
আমার চোখের জলে
তোমার খোঁজা শুধুই, তখন
তোমার খেলার ছলে ॥
তাই তোমার খোঁজা মধুর যতই
আমার সখা, করুণ সুরে
বিধুর ততই ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় আমার সাথে কাঁদ্‌বে বলে
তুমিই এসো চলে,
না হয়, তোমার খেলায় তুমি আমায়
তোল, তেমনি করে।
তবেই মোদের মিলন হবে
সখা, কতদিনের এই
লুকোচুরির শেষে ॥

১৩

আমার আমায় হয়নি জানা
আজও
হয়নি জানা হয়নি জানা
তাই বুঝি বা এতো জেনেও
তোমায় পাইনি মাগো !!

এ অচিন কূলে যেদিন আমি
এসেছিলাম ভেসে
(সেদিন) কে আমারে বলেছিলো
আমায় জান্‌তে হবে !!

ওরে কত জানায় ভরেছিলাম
এ জানার ঝুলিরে
শুধুই হয়নি সেথায় জড়ো করা
নিজেরে জানারে।
(আমি) ভেবেছিলাম একে একে সকল জেনে
তোমায় জান্‌ব শেষে।
আজ বুঝেছি
আমার মাঝেই আছ তুমি,
তাইতো সবার আগে
আমায় জান্‌তে হবে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪

দিও মোদের দিও
ছুঁতে
তোমার আঁচলখানি
মোদের, একটুখানি ছুঁতে ॥

আমরা
রইব না আর তোমার
চলার পথে ঘিরে।
তা'রাই চলুক
যা'রা চল্‌ছে
তোমার পায়ে পায়ে ॥

মোদের তুমি
দূরের থেকেই দিও,
তোমার মিষ্টি হাসির
কণাটুকু দিও ॥

১৫

আমি বল্‌ব না এ
তোমার চরণ যেথায় রাখো
সেথায় রেখো আমারে।
ওই চরণ যখন ফুল ও ফলে
ঢাকবে সবার অর্ঘভারে
সেথায় যে মোর দাঁড়িয়ে থাকাও
লজ্জা দেবে
এ নিঃস্বতারে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই বল্‌ব না এ
তোমার চরণ যেথায় রাখো
সেখায় রেখো আমারে।
তোমার চরণ যেনো মাগো
তা'র চেয়ে
মনে মনে রাখ্‌তে পারি
আমার হৃদয়ে॥

১৬

এম্‌নি ক'রে হবে তোমার
চরণ ছুঁতে কি গো :
যখন, তোমার প্রসাদ নিতে
ব্যস্ত সবাই. তোমার হাতে,
তখন আমি একটি কোণে
নুইয়ে পড়্‌বো প্রণাম নিয়ে
তোমার চরণ-তলে॥

হাতে প্রসাদ সবার মতই
নাইবা আমায় দিলে ;
আমায় দিও তুমি পরশ প্রসাদ তব
তখন আমার শিরে,
প্রণাম নিয়ে পড়্‌বো আমি
যখন, তোমার চরণ-তলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭

মুদিত কমল হৃদয়ে আমার
স্বরূপ তোমার রেখেছে ঢাকিয়া
বিকশিত কর তা'য়
তোমার প্রেমের পরশ দিয়া ॥

তোমার আসন অন্তরে মোর
যেথায় আমার হিয়ার হিয়া,
বিরাজ সেথায় নিত্য জননী
চেতনা আমার ব্যাপিয়া ॥

তৃষিত চকোর ডাকিছে যেমনি
তৃষা-হরা বারির লাগিয়া
পরাণ আমার খুঁজিয়া বেড়ায়
জননি, কোথা আছ তুমি
কাঁদিয়া, কঁদিয়া ॥

১৮

আমার হৃদয় যেন
তোমার পূজায়
মাগো,
প্রদীপ হ'য়ে রয় ॥
পরাণও আমার
কুসুম হ'য়ে
তখন,
রইরে তোমার
আসন তলে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাথে,
আরতি ক'রে মনের ধূপে
চিত্ত আমার নিত্য সেথায়
যুক্ত রবে ॥
তোমার কাছে মা
এ চিত্ত আমার,
বিত্ত কিছুই চাইবে না।
আমার 'আমি' কোথায় সেথা
চাইবে যে—
আমায় যখন ভরিয়ে রাখে
তোমার ভালবাসা ॥

১৯

কৃপা প্রসঙ্গে মা বলেন,—"সব সময়ই কৃপা বর্ষণ হচ্ছে। পাত্র সোজা রাখলে ভরবে। পাত্র উল্টো ক'রে ধরলে ব'য়ে যাবে।"

[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ১২শ ভাগ/পৃঃ ১৫৭]

ঐ একই কথা স্থানান্তরে এইভাবে বলছেন,—"কৃপা তো সর্বদাই বর্ষণ হইতেছে। পাত্র ঠিকমতো ধরিতে পারিলেই হইল। আমরা অনেক সময় পাত্র উল্‌টাইয়া রাখি। সেইজন্য কৃপাও অনুভব করিতে পারি না।"

[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ত্রয়োদশ ভাগ/পৃঃ ১২৭]

যখন তোমার কৃপা
নিত্য ঝরে
অঝরে
তখন; আমার পাত্র রইবে শূন্য প'ড়ে,
এমন শাস্তি প্রভু
দিও না তুমি মোরে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ, আমি এই ধরেছি
পাত্র আমার সহজ ক'রে,
তোমার কৃপা আর
পড়বে না তো গড়িয়ে
আমার পাত্র বাহিরে !
দেখ, আমি এই ধরেছি
পাত্র আমার
প্রভু, সহজ ক'রে ॥

২০

গান গেয়ে তরী বেয়ে
(আমি) চলিয়াছি ঘাটে ঘাটে,
এ গান গাওয়া তরী বা'য়া
চলিয়াছে সাথে সাথে ॥

কখনো বা তরী মাঝে
ঘুম-ঘোরে
পড়ি ঢ'লে
জাগিয়া দেখেছি তবু আপনি যে
তরী চলে বেয়ে বেয়ে ॥

গানেরও শেষ নাই এ,
তখনও চলিছে প্রাণে
অবিরত গেয়ে গেয়ে।
আমি গান গেয়ে তরী বেয়ে
একই সাথে
চলিয়াছি দিনে রাতে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১

ওরে ও ভাই
মোদের ভাবনা কি আর,
এবার যা'র চরণ-তরী
করেছি সার
এই ভবের নদী
করেন তিনি পারাপার ॥

আমরা তরীর মাল্লা-মাঝি
এই তরীতেই খাই দাই, খেলে বেড়াই
দিন গেলে যে খোরাক মেলে
ঘুম পেলেও তো তরীর মাঝেই
ঘুমাই মোরা যেমন খুশী ॥

এ তরীর মাল্লা-মাঝি,
আমরা জানি
মোদের সকল ভার
তাঁরই হাতে
এ তরীর যিনি কর্ণধার ॥

ওরে ও ভাই
এবার
যাঁর চরণ-তরী করেছি সার
মোদের ভাবনা কি আর
ভাবনা কি আর
ভাবনা কি আর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

।। রসায়ন ।।

মায়ের শ্রীমুখের কিছু কিছু সরস কথা—লেখকের প্রাণে পরিস্রুত হ'য়ে সংগীতে নিবেদিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাকে সাংসারিক দুঃখ কষ্টের কথা বল্‌লে মা তা'র উত্তরে সরস একটি উক্তি তুলে ধরেন, যেমন "তোমরা যে মালিক হইয়া বস তাই দুঃখ পাও, মালিক না হইয়া মালী হও—তবেই আর দুঃখ থাকিবে না।"

["শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী"—গুরুপ্রিয়া দেবী চতুর্থ ভাগ/পৃঃ ১১২]

২২

এই ভবের হাটে মালিক হ'য়ে
কি পেলি তুই দেখ্‌নারে!
ও মালের মাঝে ভূত যে আছে
দেখ্‌বি, সে একদিন তোর
ঘাড়েই বস্‌বে দিব্বি চেপে;
(আর) ওই মালিকানার ভূতই তখন
ধর্‌বে রে তোর গলা টিপে॥
ওরে বাঁচবি যদি
বলি
এখনও যে আছে সময়
যদি পারিস্‌
তুই, ভোল বদ্‌লে
এবার মালী হ'তে॥

বাংলা ১৩৪৩ সন (ইং ১৯৩৭) দিল্লীতে দোলের উৎসবে মা উপস্থিত আছেন। মায়ের পুরাতন ভক্ত হারান বাবু—কীর্ত্তনে তাঁর অদম্য উৎসাহ ভাবে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন করেন। এই হারান বাবুই একদিন মাকে বলছেন: মা, আমাদের তো কিছুই হল না। এত কীর্তন করি, নাম করি—যখন করি তখন আনন্দ পাই, আবার ঘরে গেলেই যেই সেই। উত্তরে, মা একটু চুপ করে থেকে বল্‌ছেন: 'দেখ চট্টগ্রামে টককে খেড়ে বলে। তোমরা ওষুধ ও খাও আবার খেড়ে ও খাও, তাই ফল পাও না।' এই কথা বলেই, ছেলে মানুষের মতো মা হাসতে থাকলেন। [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী' চতুর্থ ভাগ/পৃঃ ১৫৫] অন্যত্র ঐ কথাই আরও সুস্পষ্ট ভাবে বল্‌ছেন: 'তোমরা ঔষধ খাও সত্য, কিন্তু কুপথ্য কর, তাই ঔষধে ফল দেখা যায় না। ঔষধ হইল নাম, পথ্য হইল সংযমাদি। কুপথ্য করলে কি রোগ আরাম হয়। যতই ঔষধ খাও ফল দেখা যায় না।'

[শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সপ্তম ভাগ/পৃঃ ১৫২]

২

(ও তুই) খেড়ে খাবি যখন তখন
শুন্‌বিনে তো কা'রও মানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আবার) বদ্যিরে করিস্ গাল মন্দঃ
তোমার পাচনে গো জ্বর মানে না ॥
বদ্যি নাকি বলেছে তোমায়
(তুমি) যা' ইচ্ছে পথ্য করে গে'
পাচন আর খেড়ে তাও
খাওনা গিয়ে একই সাথে ॥
বলি, যেমন ইচ্ছে খেয়ে পাচন
বল দেখি ভাই
ব্যামো কা'র সেরেছে কখন !
ওমন বদ্যির কথা না শুনলে
যা' হবার তোর তাই হবে !!
এখনও যদি ইচ্ছে থাকে
তোর, নীরোগ হ'তে,
পাচন আর খেড়ে তুই
খাস্‌নে যেন একই সাথে ॥

শ্রীশ্রীমা হেসে হেসে সন্তানদের কখনো জিজ্ঞেস করেন, "তোমার বাড়ি কোথায় ?" মায়ের কথার গূঢ় রহস্য না বুঝে কেউ যখন স্বাভাবিক ভাবে তাঁর বাড়ি ঘরের খবর জানান, রহস্যময়ী জননী তখনই আবার হেসে বলেন, "ওতো শ্বাসের ঘর, যতদিন শ্বাস আছে ও ঘরে থাকতে দিবে। তারপর নিজের ঘরের খবর কিছু কর কি ?" [উপদেশামৃত/পৃঃ ১১]

আবার এমনও হয়েছে, দূরের কেউবা মাতৃদর্শনে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় আছ বাবা ?" আর বাবা তখন সহজ ভাবে সরল উত্তর দেন, "ধর্মশালায় আছি মা !" তখনই মায়ের সেই প্রাণ মাতান হাসির ফোয়ারা বেরিয়ে আসে, আর সঙ্গে কণ্ঠে ও বদনে অমৃত নির্ঝর—"ওতো শ্বাসের ঘর বাবা। ২।৩ দিনের বেশি ওখানে থাকবার মেয়াদ নেই। এবার নিজের ঘরের খোঁজ নাও।" যে কোন মামুলি বা হালকা প্রসঙ্গকে ধরেও গভীর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে এসে পৌঁছুতে মায়ের ক্ষণমাত্র সময়ের প্রয়োজন হয় না। মাতৃ-লীলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথের দুই পাশে এমন যে কত কত রত্নমালা ছড়িয়ে আছে, যার সংগ্রহ বাস্তবিকই এক মহামূল্য সম্পদ হতে পারে।

শ্রীশ্রীমা সিমলাতেও একদিন (২৮ শে আষাঢ়/১৩৪৩) সমাগত ভক্ত-সন্তানদের লক্ষ্য করে' বলেন, "নিজেদের ঘরের খবর নেও, সময় যে চলিয়া যাইতেছে। তাঁকে ডাক।" [শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী তৃতীয় ভাগ/পৃঃ ৬৫৪]

৩

এ পান্থশালায় আর কতোদিন।
এমনও যে আপন ঘরের
খোঁজ রাখিস নে !
এই শ্বাসের ঘরেই থাকবি বলে
বৃথাই তোর কল্পনা রে !!
ওযে নোটিশ ঝোলে
পান্থপালায়,
একদিনও কি দেখিস নি তায় :
এখানে যে শ্বাসের মাসেই
মেয়াদ ফুরায় !!
(তুই) নিজের ঘরের খোঁজ রাখিস্ নে
কি করেছিস বল তো ভেবে !
আর, বাপ মায়েরেও ভুলে গিয়ে
এতোদিন যে পান্থশালায়
রইলি প'ড়ে !!
ও তুই, সময় থাকতে
খোঁজ আজও
তোর আপন ঘরের
খোঁজ রাখে কে,
আর, তোর বাপ মায়েরে বা
কে জানে !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

॥ প্রেম—রসায়ন ॥

এ হরিকথার প্রেম-রসায়ন
ভাই দেখনা এসে
কে এনেছে মাথায় ক'রে ;
প্রসাদ বুঝি, মায়ের, যায় চলে ওই
ডেকে ডেকে আপন মনে ঃ
ও তুই অনেক খেলি
চ্যবন-প্রাশ (আর) বড়ি, পাচন
এবার খেয়ে দেখনা, বলি
আমার এই রসায়ন !!
আমি বিনি পয়সায় ফিরি করি
মালিক আমার বলেন যে, তাই ।
আর মূল্য নিয়েই করব বা কি,
আমার যিনি ভরেন ঝুলি
(যখন) তিনিই নেন না টাকা কড়ি
মনে মনে যদিও বলি—
(আমার) মালিক কিন্তু তাও বলে না ঃ
দিতে হয় তো দিস্‌না গিয়ে
মার চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি ॥
আয়, ভাবিস্ নে আর
কে দেবে তোর রোগের
নিদান, বিধান ;
মাইরি বল্‌ছি ভাই
তোর হবেই রে এবার সব সমাধান ॥
ও তুই নিয়ে যা এই হরিকথার
প্রেম-রসায়ন
দেখ্‌বি তোর হবেই হবে
ভোগ ও রোগের
সব নিবারণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোর গানের মালায় তোর চরণ পূজি

০ ×

তাল—কাহারবা

সুর—কুমারী অনিতা ঘটক

	গ ম	পধ্ মপ ধন্ ন্	ধ পধ প ম
	মো র	গা৪ নে৪ ৪র্ মা	লা ৪য় তো র
	০	×	০
গ র্ গ র্	স — — —	ন্ স ধ ন্	স র সর্ গম
চ র ণ্ পূ	জি ৪ ৪ ৪	এ ই ৪ ছি	লো ৪ বা৪ ৪৪
×	০	×	০
গ ম — —	গম র গ ম	— — — —	
স না ৪ ৪	৪৪ ৪ মো র	গানের — —	
×	০	×	০
ম মপ্ প প	প — প ধ	প ধ সন ধন্	ধ পধ্ প ম
না ই৪ বা পে	লা ম প ৪	রা ৪ ৪ন্ দি৪	য়ে ৪৪ ৪ ৪
×	০	×	০
প ধ ন্ ন্স̇	স̇ — স̇ র্̇	ন্স̇ গ̇র্̇ স̇ র্̇	স̇ নস̇ ন্ ধ
এ ম নি অ৪	ধ ম হ ৪	ই৪ ৪৪ য দি	মা ৪৪ মো র
×	০	×	০
ন্স̇ গ̇র্̇ স̇ স̇র্̇	স̇ ন্স̇ ন ধ	ধ প ধ প	ম — — —
গা৪ ৪৪ ন্ দি৪	য়ে ৪৪ তো র	চ র ণ ছুঁ	য়ে ৪ ৪ ৪
×	০	×	০
গ র্ — র্	র্ — গ প	গ র্ গ র্	স — গ ম
ছুঁ য়ে ৪ যা	বে ৪ মো র	গা নে ৪র মা	লা ৪ মো র
×	০	×	০

গানের····

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরা

| ধ ন | ধন্ সগ র র | র — রগ রর
| আ জো | নিঃ ঽঽ র বা. | স ঽ নাঃ ঽঽ
× | ০ | × | ০

স ন সগ রস | ণস ধ স স | নস গর স ন | ধ পধ প ম
হ ই নিঃ মাঃ | সেঃ ঽ সে তো | তোঃ ঽঽ ঽ ঽ | ঽ ঽঽ র শু
× | ০ | × | ০

গ র গ র | স — গ ম | গম পধ সন ধন | ধ পধ প ম
ধু ঽ ছ ল | না ঽ মো র | গাঃ ঽঽ ঽন দিঃ | [illegible] ঽঽ তো র
× | ০ | × | ০

গ র গ র | স — — — | গ ম প ধ | ধ — ধ ন
চ র ণ ছুঁ | য়ে ঽ ঽ ঽ | ছুঁ য়ে ঽ যা | বে ঽ এ ই
× | × | × | ০

পধ নস গ র | স — সর, সন | ন নস গর সর | স নস ন ধ
বাঃ ঽঽ ঽ স | না ঽ ঽঽ ঽঽ | ছুঁ য়েঃ ঽঽ যাঃ | বে ঽঽ এ ই
× | ০ | × | ০

ধ প ধ প | ম — — — | গ র র র | র — গ প
বা ঽ ঽ স | না ঽ· ঽ ঽ | ছুঁ য়ে ঽ যা | বে ঽ এ ই
× | ০ | × | ০

গ র গ র | স — গ ম | |
বা ঽ ঽ স | না ঽ মো র | গানের |
০ | ০ | × | ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগো মা আনন্দময়ী

তাল—দাদরা

সুর—কুমারী অনিতা ঘটক

স্থায়ী

সর	স	র	ন	ধ	প	পধ	পন	ধপ	ম	ম	ম
জাঽ	ঽ	ঽ	গো	ঽ	ঽ	জাঽ	ঽঽ	ঽঽ	গো	মা	ঽ
×			০			×			০		

গ	র	গপ	মগ	ন	স	র	গ	পম	গ	র	—
ঽ	ঽ	জাঽ	গোঽ	মা	আ	ন	ঽ	ন্দ	ম	য়ী	ঽ
×			০			×			০		

—	—	ম	র	ম	ম	প	মপ	ধন	ধ	প	—
ঽ	ঽ	নি	ত্য	শু	দ্ধা	স	নাঽ	ঽঽ	ত	নী	ঽ
×			০			×			০		

—	—	—	—	গ	ম	প	—	ন	—	সর	গর
ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	তু	মি	পূ	ঽ	র্ণ	ঽ	ব্রঽ	ঽঽ
×			০			×			০		

ন	স	—	—	—	প	প	ধন	ধপ	ম	গপ	ম
হ্মা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	না	রাঽ	ঽঽ	য়	ণীঽ	ঽ
×			০			×			০		

গ	র	গপ	মগ	ন	স	র	গ	পম	গ	র	—
ঽ	ঽ	জাঽ	গোঽ	মা	আ	ন	ঽ	ন্দ	ম	য়ী	ঽ
×			০			×			০		

প্রথম অন্তরা

—	—	ন	ধপ	ম	প	ন	—	সঁ	ন	সঁ	—
ঽ	ঽ	জা	ঽঽ	গো	ত্রি	তা	ঽপ	না	শি	নী	ঽ
×			০			×			০		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

— — নস | সর র গ | র ম গর | ন স র
ঽ ঽ ভঽ | ঽঽ ব ভ | য় ঽ হাঽ | রি ণী ঽ
× | ০ | × | ০

ন — ধ | — ম প | ণ — — | স — —
মা ঽ ঽ | ঽ ও গো | মা ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ
× | ০ | × | ০

— — ন | ধপ গ ম | পধ সন ন | ধ প —
ঽ ঽ আ | নঽ ন্দ ঘ | নঽ ঽঽ মু | র তি ঽ

| জাগো জাগো | মা আনন্দময়ী

দ্বিতীয় অন্তরা

| | | — ম প
| | | ঽ জা ঽ
| | | ০

ধ — ণ | ধ প — | ম প গ | ম প —
গো ঽ ঽ | জা গো ঽ | মা ঽ ঽ | ঽ ঽ ঽ
× | ০ | × | ০

— — ম | ধ ণ স | র — গ | র স —
ঽ ঽ জা | ঽ গো জ্যো | তি ঽ ঽর্ | ম য়ী ঽ
× | ০ | × | ০

ণ স ধ | গ স — | ণ স র | স — স
মা ঽ ঽ | তু মি ঽ | নি খি ঽ | ল ঽ বি
× | ০ | × | ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন	ধ্	ন	ধ্	প	—	র্ম	প	র্ম	গ	—	—
শ্ব	ঽ	জ	ন	নী	ঽ	মা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ
×			০			×			০		

—	—	—	—	গ	ম	প	ন	—	র্স	র্র	র্গর্র
ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	তু	মি	নি	খি	ঽ	ল	ঽ	বিঽ
×			০			×			০		

ন	নর্স	প	ধ	—	পম	গ	গ	গপ	মগ	ণ	স
শ্ব	ঽঽ	জ	ঽ	ঽ	নঽ	নী	ঽ	জাঽ	গোঽ	মা	আ
×			০			×			০		

র	গ	পম	গ	র	—	র্সর্র	র্স	র্র	...	...	...
ন	ঽ	ন্দ	ময়ী	ঽ	ঽ	জাঽ	ঽ	ঽ	গো	...	...
×			০			×			০		

বাজাও ঢোলক মাদলমৃদঙ্গ

তাল—কাহারবা

সুর—শ্রীমতী ঝর্ণা চক্রবর্তী

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী

র্স র্স

আ জি—

র্স	—	র্র	—	ন	—	ধ	প	ম	প	মধ	প	ম	গ	র	—
বা	ঽ	জা	ও	ঢো	ঽ	ল	ক	মা	দ	লঽ	মৃ	দ	ঽ	ঙ্গ	ঽ
রগ	র	মপ	ম	গ	গর	ণ্	স	ম	র	ম	প	ণ	ধণ	প	—
বাঽ	ঽ	জাঽ	ও	কাঁ	ঽঽ	স	র	ঘ	ঽ	ন্টা	ও	শ	ঽঽ	ঙ্খ	ঽ
র	গ	রপ	ম	গ	র	ণ্	স	ম	র	ম	—	প	—	প	প
এ	সে	ঽঽ	ছে	জ	ঽ	ন	নী	এ	সে	ছে	ঽ	জ	ন	নী	ঽ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণ স নর় স | ন ধ প — | ম প মধ প | ম গ র —
এ সো এঽ সো | স ঽ বে ঽ | য ত নঽ র | না ঽ রী ঽ

র গ রপ ম | গ গর সণ স | ম র ম প | ণ ধন প —
হা তে লঽ য়ে | ক রঽ তাঽ ল | খ র তা ল | খ ঽঽ ঞ্জ নী

বাজাও ঢোলক............... ।

ম — পঃ প | ণ — — — | ণ স — স | স স স স
দী ঽ র্ঘ অ | মা ঽ ঽ ঽ | নি শা ঽ র | অ ব সা নে

ন স ন স | র — — — | স ন — ন | ধ ন ধ প
প্র ভা ত র | বি ঽ ঽ র | আ শা ঽ র | কু ঽ সু মে

ম ম প প | প — প ধ | ম প ন ন | স ন স —
যে ম নি ফো | টা ঽ ঽ য় | স বা ঽ রো | প্রা ঽ ণে ঽ

ণ স র — | ন — ধ প | র গ রপ ম | গ গর ণ স
তে ম নি ঽ | জ ঽ ন নী | এ সে ঽঽ ছে | আ ঽঽ জি কে

ম র ম ম | প — প প | র গ রপ ম | গ র ন স
স বা ঽ রো | প ঽ রা ণে | অ ভ ঽঽ য় | দা ঽ নি তে

বাজাও ঢোলক...............

দ্বিতীয় অন্তরা ঃ—

ম ম প প | ন — ন — | ন স — স | স ণ স —
জা গো জা গো | স বে আ জ | ঘু মা য়ো ঽ | না ঽ আ র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন স র — | র মগ র স | ন স নর স | ন ধ প —
এ সে ছে ঃ | জ ঃঃ ন নী | খো লো ঃঃ হৃ | দ য় দ্বা র

ম র ম ম | প — প — | ম প ন — | স — — স
আঁ খি মে লে | স ঃ বে ঃ | দে খো এ ক | বা ঃ ঃ র

ণ স র — | ন — ধ প | র গ রপ ম | গ র ণ স
কে এ সে ছে | আ ঃ জি কে | ছু য়া ঃঃ রে | তো ঃ মা র

বাজাও ঢোলক…………

হরিকথার তরী

তাল—দাদ্‌রা

সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা

| ০ গা গমা I
০ ও যায়

II পা না -া | র্সা র্রর্গা -র্রা I না র্সা -া | -া -া -া I
হ রি ০ ক থা০ র্ ত রী ০ ০ ০ ০

I না র্সা -া | র্সা র্সা -র্সা I না র্সা না | ধা পা পা I
হ রি ০ ক থা র্ ত রী ০ বে য়ে ০

I ধপা মা -া | -া -া -া I মা ধা ধা | ধা ধা -না I
যা ০ ০ ০ ০ য়. আ য় ছু টে আ য়্

I র্সর্গা র্রা র্রা | না র্সা -া I র্সা র্সর্গা র্গা | র্রা র্সা -া I
স০ ক ল্ জ নে ০ পা ০ল্ তু লে ছে ০

I না না -না | র্সা র্সরা নর্সা I না র্সা -া | -র্সা র্সা র্সা I
মা য়ে র্ প্র সা০ ০দ প্রা ণে ০ র্ সা থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I না র্সা না | ধা ধপা পপা I মা মা ধপা | মা গা -া I
ত রী ই বা ০য়্ তার্ আ প ০ন্ যে জ ০

‖
I গগা -া -া | -া গা সমা II
০ন্ ০ ০ ০ ও যায়্

| -া স মা I
০ কা র্

I সা মা -মা | মা মা মা I মা ধা ধা | পা মা -া I
প্রে মে র্ বা তা স্ লা গ্ লো পা লে ০

I গমা গা গা | রা সা রা I ন্া -ন্সা ধ্া | ন্া সা গা I
ছু০ ট্ ছে ত রী ০ কা ০র্ সে টাঃ নে ০

I রা সা -া | -া -া -া I সমা মা মা | মা মা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ দে০ খ বি য দি ০

I মা মা পা | মা গা -া I -া গা গা | গা মা গা I
ত ব্ বি য দি ০ ০ তো রা আ য়্ চ

I রা সা সা | ন্া ন্ধ্া ধ্া I না র্সা -া | -া মা গা I
লে আ য় স ক০ ল ফে লে ০ ০ তো রা

I মা ধা ধা | ধা ধা না I র্সগা র্গর্রা -র্রা | না সা -া I
আ য়্ চ লে আ য়্ স০ ক০ ল্ ফে লে ০

I -া -া -া | র্রা র্গা র্রসা II
০ ০ ০ ০ ০ ০০

| মা গা I
০ এ য়ে

I মা মধা ধা | পা মা -া I গা মা গা | রা সা -সা I
মা য়ে০ র্ ত রী ০ যা য়্ ব য়ে যা য়্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I ন্া -সা ধ্া | ন্া সগা রা I সা ন্ধ্া -ধ্া | ন্া সা -া I
আ য় ছু টে আ০ য় স ক০ ল্ ফে লে ০

I -া -া -া | -া সা মমা I মা মা পা | মা গা -া I
০ ০ ০ ০ স বায়্ ত র্ বে ব লে ০

I -া -া -া | -া গা গগা I মা মা মা | পা মা -া I
০ ০ ০ ০ এ বার্ মা য়ে র্ ত রী ০

I মা ধা -া | না র্সা -া I র্রা র্সা র্সা | না র্সা -া I
এ লো ০ কি রে ০ ভ বে র্ কূ লে ০

I -া -া -া | না ধা ধা I ধা ধা ধা | না না না I
০ ০ ০ ও ম ন্ এ ম ন্ সু যো গ

I র্সগা র্রা -া | নর্সা র্সা -া I র্রা র্রগা র্গা | র্সা -া -া I
হা০ রা ০ বি০ নে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

| মা গা I
০ তু ই

I মা মা মা | ধা ধা ধা I ধনা না -া | না না -া I
অ ম র্ প ন্ থী হ০ বি ০ য দি ০

I গা গা গা | মা ধা -া I মধা নর্সা র্সা | না র্সা -া I
শ র ণ্ নে না ০ মা০ ০র্ চ র ণে ০

I ধা নর্সা র্সা | র্গা র্গা -া I র্মা র্গা র্রর্সা | র্সনা ধা -ধনা I
প্র সা০ দ ব লে ০ মা য়ে ০র্ ও০ ম ০ন্

I র্সা র্সগা র্গা | র্রা র্সা র্সা I না নধা ধা | না র্সা -া I
এ ম০ ন্ সু যো গ হা রা ০ বি নে ০

I র্সা র্রা র্গা | র্গর্রা র্সা -া II II
০ ০ ০ ০০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি কি যে অমৃত ঢালো
তোমার লালার ছন্দে ছন্দে

তাল—দাদ্‌রা
সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা

০ দ্া ণাI (সা -া -া | সা -া -া I জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা া -া I
০ তু মি (কি ০ ০ যে ০ ০ অ মৃ ত ঢা ০ ০

I রজ্ঞা -া -া | -া -া -া I মা জ্ঞা ঋা | সা ণ্দ্া ণ্াI
০ লো ০ ০ ০ ০ ০ তো মা র লী লা০ র্

I সঋা জ্ঞমা জ্ঞা | ঋা ঋা সা I -া -া া) | -া দ্া ণ্া I
ছ০ ন্ দে ছ ন্ দে ০ ০ ০) ০ তু মি

I সা সদা দপা | পা পা পা I পণা ণ্া দা | পা পমা মা I
এ থ০ রা০ র্ য ত ব০ র্ ণে গ ০ন্ ধে

I পা ণা দা | পা মা জ্ঞা I রা সা রা | মপা মজ্ঞা জ্ঞাI
আ ০ কু ল ম ন বি হ ০ ঙ্গ০ মো০ র্

I দ্া দ্ণা সা | সা -া -া I দ্া দ্ণা সা | সমা মা জ্ঞা I
ভু ০ন্ জি তে ০ ০ ভু ০ন্ জি তে০ ০ সে

I রা জ্ঞা ঋা | ঋা ঋসা সা I -া -া -া | -া দ্া ণ্া I
ম ধু নি স্য ০ন্ দে ০ ০ ০ ০ তু মি

I মা মদা দা | -া -া দণা I ণা ণর্সা র্সর্ঋা | ণা র্সা া I
দো লে০ মো ০ ০ ০র্ হৃ দ০ য়্ দো লে ০

I দা দা ণা | র্সা র্সর্ঋা র্ঋদা I র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্ঋা র্সা I
তো মা র লী লা০ ০রো ছ ০ন্ দে ছ০ ন্ দে

I র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা ণা I দা পা -া | দা -া -া I
সে দো০ লা র্ সা থে সা থে ০ ০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I মা মপা পণা | দপা মপা পা I জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা জ্ঞদা পা I
প রা০ ণ০ আ০ মা০ র্ র ন্ জি ত ক০ ত

I জ্ঞরা জ্ঞা ঋা | সা দ্া ণ্া I
অ০ নু রা গে তু মি

I সা সদা দা | দপা পা পা I পা পর্সা র্সা | ণা -া ণা I
ও গো০ সু ০ন্ দ র্ এ ধ০ র ণী ০ র্

I ণদা দা দা | দপা -া পা I মা মপদা পমা | জ্ঞা রজ্ঞা জ্ঞা I
স ক ল পা ০ ত্র ক রি০০ য়া০ পূ ০র্ ণ

I জ্ঞা জ্ঞদা পা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা মা মপা | জ্ঞা রা জ্ঞা I
আ রো০ আ ন০ ন্ দ আ রো অম্ রি ই ত

I -া -া া | -া দ্া ন্া I সা -া রা | জ্ঞা -া া I
০ ০ ০ ০ তু মি ঢা ০ ০ লো ০ ০

I সা সরা জ্ঞদা | পমা জ্ঞরা জ্ঞা I ঋা সা -া | -া দ্া ন্া II II
সু ০ন্ দ০ র০ তু০ মি ঢা লো ০ ০ তু মি

তুমি নয়ন মাঝারে ছিলে এতোদিন

তাল—দাদ্‌রা

সুর—কুমারী অনিতা ঘটক

স্থায়ী ঃ | গ ম / তু মি / ০

প	র্স	র্সর	ন্ ধ ধপ	র	ম	পধ	মপ	গ	র			

প স র্সর | ন ধ ধপ | র ম পধ | মপ গ র
ন য় ৪ন | মা ঝা রে৪ | ছি লে এ৪ | তো৪ দি ন্
\+ | ০ | + | ০

সর মগ রস | ন ধ ন | স গ — | রগ মপ মগ
এ৩ বা৪ ৪র | স ম্মু খে | দাঁ ড়া ও | আ৪ ৪৪ সি৪
\+ | ০ | + | ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম	–	–	–	র	গ	ম	ন	ন	ধ	প	ম
য়া	ঽ	ঽ	ঽ	আ	মি	দে	খি	ব	ন	য়	ন
+			0			+			0		
গর	মগ	র	স	–	–						
ভঽ	ঽঽ	রি	য়া	ঽ	ঽ						
+			0			+			0		

এবার সমুখে আসিয়া দাড়াও।

			–	গ	ম	ম	–	ন	ধ	প	ম
			ঽ	তো	মার	শা	ঽ	ন্ত	ম	ধু	র
+			0			+			0		
গ	র	মগ	র	স	–	–	–	গ	রস	নধ	ন
আ	ন	ঽন	খা	নি	ঽ	ঽ	ঽ	রে	খোঽ	নাঽ	ঽ
+			0			+			0		
স	গ	–	মগ	ম	–	গ	র	র	গ	ম	প
ও	ঽ	জ	নঽ	নী	ঽ	ঽ	ঽ	অ	ব	গু	ঽ
+			0			+			0		
প	ম	ন	ধ	প	–	র	গ	ম	ম	ন	ন
ঠ	নে	ঽ	ঢা	কি	ঽ	হৃ	দ	য়	মা	ঝা	রে
+			0			+			0		
প	স	ন	স	–	–	স	ধস	রগ	র	স	স
য	ত	কি	ছু	ঽ	ঽ	বে	দঽ	ঽঽ	না	ঽ	ভা
+			0			+			0		
স	ধস	ন	ধ	প	–	পধ	সন	ধপ	ম	মগ	পম
ব	নাঽ	ঽঽ	মা	ঽ	তো	মাঽ	ঽর	চৎ	র	ণেঽ	ঽঽ
+			0			+			0		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ	র	র	গ	ম	প	গ	স্প	ধন	ধ	প	—
ঽ	ঽ	মু	ৎ	ক্তি	মা	গি	ছেঽ	ঽঽ	আ	সি	ঽ
+		.	0			+			0		

নয়ন মাঝারে........

			—	গ	ম	প	ণ	ণ	ন	সন	ধপ
			ঽ	যে	ঽ	ন	য়	ন	ভো	লাঽ	নোঽ
			0			+			0		

প	পধ	নস	ন	র্স	—	—	—	র্গ	রস	ন	ন
মু	খঽ	ঽঽ	ছ	বি	ঽ	ঽ	ঽ	অ	ঽঽ	ন্ত	র
+			0			+			0		

ন	ধ	র্সন	ধ	প	—	—	—	র্সন	রস	ন	ধপ
মা	ঝে	ঽঽ	মা	ঽ	গো	ঽ	ঽ	খঽ	নেঽ	খঽ	নেঽ
+			0			+			0		

ম	গ	পম	গ	র	গ	সর	মগ	রগ	র	স	—
ও	ঠে	ঽঽ	জা	গি	আ	মাঽ	ঽঽ	ছঽ	লি	য়া	ঽ
+			0			+			0		

—	—	ধ	ন	স	গ	রগ	মপ	ধপ	মগ	ম	—
ঽ	ঽ	তা	রে	আ	ঽ	ড়াঽ	ঽল	কঽ	রিঽ	য়া	ঽ
+			0			+			0		

গ	র	র	গ	ম	প	পধ	পণ	ন	ধপ	গ	ম
ঽ	ঽ	রে	খো	না	ঽ	ওঽ	ঽঽ	জ	নঽ	নী	ঽ
+			0			+			0		

নয়ন মাঝারে........

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবনজোড়া কাননে তোর

তাল—দাদরা

সুর—কুমারী অনিতা ঘটক

স্থায়ী ঃ

গ	প	মগ	রগ	স	র	গ	ম	রগ	ম	প	—
ভু	ব	নঽ	জোঽ	ড়া	ঽ	কা	ন	ঽঽ	নে	তো	র
+			০			+			০		
ধন	সর	র	স	ন	ধপ	ম	প	মধ	প	ম	গ
কিঽ	ঽঽ	খে	লা	ঽ	তুই	বে	ড়া	ঽস্	খে	লে	ঽ
+			০			+			০		
পধ	ধস	স	স	স	সর	স	ন	—	—	—	—
তাঽ	ঽঽ	কে	জা	নে	ঽঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ
+			০			+			০		
পধ	ধস	স	স	স	সর	ন	র	সন	ধন	প	—
তাঽ	কে	ঽ	জা	নে	ঽঽ	মা	ঽ	কেঽ	জাঽ	নে	ঽ
+			০			+			০		
পস	স	নধ	প	ধ	মগ	র	—	গ	ম	প	—
ভুঽ	ব	নঽ	জো	ঽ	ড়াঽ	তো	ঽর	কা	ন	নে	ঽ
+			০			+			০		

প্রথম অন্তরা ঃ

ধ	স	স	স	সর	সন	ন	র	সন	ধ	ন	প
এ	ই	বা	গা	নেঽ	ঽর	ফু	ঽল	সেঽ	মো	রা	ঽ
+			০			+			০		
স	স	সর	র	র	রগ	সর	গম	মগ	র	গ	স —
স	কা	ঽল	সাঁ	ঝে	ঽঽ	তোঽ	ঽর	চঽ	র	ঽ	ণে ঽ
+			০			+			০		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর	স	ন—	ধ	স̇	নধ	প	পধ	নস̇	ণ	স̇	—
মোঃ	দে	ঃর	শু	ধু	ঃঃ	ঝ	ড়েঃ	ঃঃ	প	ড়া	ঃ
+			০			+			০		

(১) তাকে জানে মা কে জানে........

(২) ভুবনজোড়া কাননে তোর........

দ্বিতীয় অন্তরা ঃ

স	সর	র	র	রগ	মপ	ম	ম	গ	রগ	স̇	স̇
তো	ঃর	মা	ঝো	মাঃ	ঃঃ	মো	দে	র	জঃ	ন	ম
+			০			+			০		
র	স	—	পপ	মপ	ধন	ধ	প	—	-প	গ	গম
মো	ঃ	ঃ	দের	মঃ	ঃঃ	র	ঃ	ঃ	ণ	আ	বার
+			০			+			০		
প	পন	ন	ন	ন	স̇র̇	ন	ন	নধ	পধ	গ	ম
মা	ঃঝ	খা	নে	তে	ঃঃ	হা	সা	ঃঃ	কাঁঃ	দা	ঃ
+			০			+			০		
গ	ন	—	ন	স̇ন	ধপ	পধ	নস̇	ন	স̇	—	—
স	ক	ল	শে	ষেঃ	ঃঃ	মাৎ	ঃঃ	ঃ	গো	ঃ	ঃ
+			০			+			০		
স̇	স̇র̇	স̇	ন	ধ	নধ	প	পধ	নস̇	ন	স̇	—
তো	ঃর	চ	র	ণে	ঃঃ	ঝ	রেঃ	ঃঃ	প	ড়া	ঃ
+			০			+			০		

তাকে জানে মা কে জানে

ভুবনজোড়া তোর কাননে

ভুবনজোড়া কাননে তোর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অন্তরা :

—	প	পপ	ধ	স	সস	স	স	সর	স	ন	—
ঽ	য	খন	মা	য়ে	ঽর	আঁ	চ	ঽল	দি	য়ে	ঽ
+			0			+			0		
—	স	স	ন	নস	স	স	স	সন	ধন	সন	ধন
ঽ	এ	ই	বি	ঽঽ	শ্ব	ভু	ব	নঽ	ঘেঽ	ঽঽ	ঽঽ
+			0			+			0		
প	স	সন	স	স	সর	র	র	র	নস	রগ	মম
রা	তো	ঽর	প্র	সা	ঽদ	ব	লে	ঽ	মাঽ	ঽঽ	ঽঽ
+			0			+			0		
গ	র	—	—	র	রর	গ	র	রস	ন	ধ	ন
ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ত	খন	কি	সে	ঽর	ভ	য়ে	বা
+			0			+			0		
ধ	ন	গ	র	স	—	প	ধ	স	স	স	সর
কো	থা	য়	স	রা	ঽ	নি	খি	ঽ	ল	ঽ	বিঽ
+			0			+			0		
ধ	স	ন	ধ	প	—	র	গ	ম	প	মপ	ধন
শ্ব	ঽ	যে	মা	তো	র	আঁ	চ	ল্	দি	য়েঽ	ঽঽ
+			0			+			0		
ধ	প	—	—	—	—						
ঘে	রা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ						
+			0								

তাকে জানে মাকে জানে
ভুবনজোড়া তোর কাননে
ভুবনজোড়া কাননে তোর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গানের সাথে যে হয়নি পরিচয়

তাল—কাহারবা

সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্ত

।।গপা	গপা	ধনা	র্সনা	। ধপা	পহ্মা	ধা	পা	I
গা০	নে০	০০	র্	০সা	থে০	যে	০	
গা	মা	গা	রসা	। সা	মা	গা	-গা	I
হ	য়্	নি	০০	প	রি	চ	য়্	
-া	গা	মা	পধা	। মপা	ধণধা	পা	পধা	I
০	ভ	বে	কে০	ন০	০০০	গা	০ন্	
পহ্মা	হ্মা	পা	-া	। -া	-া	-া	-া	I
গা০	ও	য়া	০	০	০	০	০	
গা	গমা	মধা	পণধা	। পা	মা	-া	-া	I
অ	রূ০	০০	০ ০প্	তু	মি	০	০	
রগা	গমা	মগরা	সন্া	। সা	ন্া	সা	ধ্া	I
স০	ক০	ল০০	রূ০	পে	এ	ই	ক	
ন্া	সগা	-রগা	-পমা	। গা	রা	সা	সা	II
থা	মো০	০র্	ব	লা	০	০	০	
II পহ্মা	পগা	গা	মা	। ধা	-া	-া	-া	I
স০	ক০	ল	দী	পে	০	০	০	
হ্মধা	হ্মধা	নর্সা	নর্সা	। র্সা	-া	-া	-া	I
স০	বা০	০র্	প্রা০	ণে	০	০	০	
ধা	না	র্রা	র্রা	। র্রা	-া	-া	-া	I
নি	ভু	ই	জ্ব	লে	০	০	০	
র্না	না	র্গর্রা	র্রা	। র্সা	-া	না	-ধনা	I
তো	মা	০র্	শি	খা	০	মো	০র্	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	র্সর্গা	র্রর্মা	র্মর্গা	র্রা	র্সা	-া	র্সনা	র্সনা	I
	গা০	নে০	০র্	সু	রে	০	শু০	ধু০	
	ধনা	ধর্সা	র্সনা	পক্ষা	ক্ষপা	-া	-া	-া	I
	তা০	কে০	০ই	সা০	ধা	০	০	০	
	গমা	মধা	ধা	-া	-া	-ধা	ধা	ক্ষা	I
	এ০	জী০	ব	০	০	ন্	দি	য়ে	
	ক্ষধা	ক্ষধা	নর্সা	র্সনা	র্সা	-া	-া	-া	II
	তা০	কে০	০ই	জা০	না	০	০	০	
II	সন্‌া	সা	সপ্‌া	ন্‌া	সা	-া	-া	-া	I
	তো০	মা	০র্	প্রে	মে	০	০	র্	
	ন্‌া	রা	গা	মা	গরা	গা	রা	-সা	I
	অ	গ্	নি	শি	খা০	০	০	য়্	
	সা	সপা	পা	পক্ষা	পা	-া	-া	পগা	I
	জ্বা	লা০	ব	আ০	মা	০	০	র্	
	গা	গমা	গরা	রগা	রসা	-া	-া	সা	I
	হি	য়া০	রো০	হি০	য়া	০	০	য়্	
	গমা	মধা	ধা	-ধা	ধা	ধা	-া	-া	I
	এ০	গা০	নে	র্	সা	থে	০	০	
	গপা	গপধা	ণা	ণধা	ণধা	ধা	পা	র্সা	I
	য০	দি০০	বা	ক০	ভু০	০	০	না	
	ণধা	পমা	মা	ধা	পা	-া	-া	পা	I
	হ০	০য়্	প	রি	চ	০	০	য়	
	গা	মা	মণধা	পা	-পা	পধা	ধনর্সা	র্সনা	I
	ত	বু	মো০০	০	০র্	গা০	০০ন্	গা০	
	র্সা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	II II
	ও	য়া	০	০	০	০	০	০	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আছ শুধু আর কেহ নাই

তাল—দাদ্‌রা

সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা

II গা মা পা | পনা না না | না -নর্ঁ র্সনা | ধনা ধা ধপা I
তু মি আ ছ০ শু ধু আ ০র্ কে০ হ০ না ০ই

পা ধা ধর্সা | না ধা -া | পা ধা পা | মা মা মগা I
কি ছু না০ ০ ই ০ তা ই ত অ তু ল০

গমা মা গা | রগা রা গা | মা মণা ণা | ধা পা পা I
জ০ ন নী ০০ তু মি অ নু০ প ম তা ই

{গা মা পা | না না ননা | না নর্সা র্সা | র্সা র্সনা র্সা I
এ রূ পে ০র্ মে লায় যা হা০ কি ছু দে০ খি

র্সা র্সর্গা র্গর্মা | র্গা র্রঁ র্সা | না নর্রঁ র্সনা | ধনা ধা পমা I
ন ০য় ন০ মে লি য়া দে খি০ লে০ দে০ খি ব০

গা মা -া | -া -া -া | পা পর্সা র্সর্রঁ | ণা ধা পা I
তা রা ০ ০ ০ ০ অ রূ০ প০ প্র তি মা

গা গমা ধপমা | গরা গরা রসা | ন্‌া ন্‌সা ধ্‌া | ন্‌া সগা গা I
তো মা০ ০রি০ স০ ক০ লি০ গ ন্‌০ ধে ব র০ ণে

সা সগক্ষা পা | পা ক্ষা ধপা | গা ক্ষাধা ক্ষাধা | না না না I
যা কি০০ ছু ম হি মা০ স বা০ ০ই পে য়ে ছে

ক্ষাধা ক্ষাধনা র্সনা | ধনা ধনা ধপা | -া -া -া | -া -া -া}II
তো০ মা০০ রি০ সু০ ষ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা সমা মা | মমা মা মগা | পমা -া -া | গা রা -া I
শ ব০ দ সর্ ব ত্র০ যা০ ০ ০ ০ ০ ০

রা রপা পা | পা পক্ষা পা | -া -া -া | -া ক্ষা পা I
ধ্ব নি০ ছে নি য়০ ত ০ ০ ০ ০ সে তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধা ধর্সা র্সধা | পা ক্ষাধা পা | পা মা -া | -া -া -া I
প্র ণ০ ব০ তো মা০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্মা র্গা | র্রগা র্রগা র্রমা | নর্রা র্রা র্রা | র্সা -া -া I
নি জে রে ভা০ ঙ্গি য়া০ ভা০ ঙ্গি ০ য়া ০ ০

না র্রা র্সনা | ধনা ধনা না | ধপা -া গা | -া -া -া I
হ য়ে ছে০ অ০ স০ ং খ্য০ ০ ০ ০ ০ ০

গা পা পসা | সা গক্ষা পক্ষা | পা -া -া | -া -া -া I
রা ০ গও রা ০০ ০গি নী ০ ০ ০ ০ ০

সন্া সা ধ্া | ন্া সগা গা | সা মপা পা | পক্ষা ধা পা I
স০ ক ল র সে০ র ভু মি০ অ মৃ০ রি ত

ক্ষাগা -া ক্ষা | গা -া -গা | ক্ষা ধা নর্সা | ধনা ধা পা I
সা০ ০ ০ ০ ০ র্ র সঃ ব০ ০ই সঃ ০

র্সা গর্রা র্রর্সা | র্সা র্সা র্সনা | ধনা ধনা ধা | পা সা -া I
তো মা০ ০য় ব লি তে০ শু০ নি০ য়া ছি ০ ০

সগা গক্ষা ক্ষাধা | পা -া -া II II
বা০ রে০ বা০ ০ ০ র্

দিও মোদের দিও, ছুঁতে....

তাল—ঝাঁপতাল
সুর—শ্রীমতী সোমা ভদ্র

ম জ্ঞ | রে — ম | রে ম | প — প I
দি ও মো ঃ দের দি ও ছুঁ ঃ তে
\+ ২ ০ ৩

সঁ ণ | ধ — প | ম গ | গমপধ প — I
তো মার আঁ ঃ চল খা নি মোঃঃঃ দে র
\+ ২ ০ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম জ্ঞ | রে — স | রে ম | প — প I
এ কটু খা ঽ নি দি ও ছুঁ — তে
\+ ২ ০ ৩

ম প | নি — নি | সা নি | সা — সা I
আ মরা র ই ব না ঽ আ ঽ র
\+ ২ ০ ৩

নি সা | রে — জ্ঞর | সা সা | ণ ধ প I
তো মার চ ঽ লার প থ ঘি ঽ রে
\+ ২ ০ ৩

প সা | সা — র | সা ণ | ধ — প I
তা রাই চ ঽ লুক যা রা চ ল্ ছে
\+ ২ ০ ৩

ণ ণ | ধ — প | ম গ | গমপধ প — II
চ লছে তো ঽ মার পা য়ে পাঽঽঽ য়ে ঽ
\+ ২ ০ ৩

ম প | নি — নি | সা নি | সা — সা I
মো দের তু ঽ মি দূ রের থে ঽ কে
\+ ২ ০ ৩

নি সা | রে — জ্ঞর | সা সা | ণ ধ প I
দি ও তো ঽ মার মি ষ্টি হা ঽ সির
\+ ২ ০ ৩

প সা | সা — রে | সা ণ | ধ — প I
ক ণা টু ঽ কু দি ও মো ঽ দের
\+ ২ ০ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণ ণ | ধ — প | ম গ | গমপধ প — } II II
এ কটু খা ঽ নি দি ও ছুঁঽঽঽ তে ঽ }
\+ ২ ০ ৩

এমনি করে হবে তোমার চরণ ছুঁতে কি গো—

তাল—কাহারবা

সুর—শ্রীমতী অনিতা ঘটক

স্থায়ী ঃ

রগ মপ প ম | প — — — | ম প ধ প | ম গ — — I
এঽ ঽম নি ক রে ঽ ঽ ঽ হ বে ঽ তো মা ঽ ঽ র
০ + ০ +

ম ম ম গ | গ র গ র | র্স — — — | স র ন — I
চ র ণ ছুঁ তে ঽ কি ঽ গো ঽ ঽ ঽ মা ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

এমনি করে............

গ মম | ম প প পম | প — প প | ম প ধ প I
য খন তো মা রঽ প্রঽ সা দ নি তে ব্য ঽ স্ত স
০ + ০ +

ম গ — — | গম ধন ন ধন | ধ — প — | — — — — I
বে ঽ ঽ ঽ তোঽ মাঽ ঽ রিঽ হা ঽ তে ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

ন ধ ন ধ | প — প প | ম প ধ প | ম গ — — I
ত খ ন আ মি ঽ এ ক টি ঽ ঽ কো ণে ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

গ প প প | প — প প | ম ণ পধ প | ম গ — — I
হু ই য়ে প ঽড় ব প্র ঽ ণা ঽ ঽম নি য়ে ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম´ ম´ ম´ম´ গ | গ র্‌ গ র্‌ | স — — — | স র্‌ ণ — II
তো মা ঽর্‌ চ র ণ ত ঽ লে ঽ ঽ ঽ মা ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

এমনি করে................

অন্তরা :—

প প ম´ধ্‌ প — | গ — গ ম´ | গম ধ্‌ন স ণ | র্স — — — I
হা তে ঽঽ প্রঽ সা দ স ঽ বাঽ ঽঽ র ম ত ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

র্স র্‌র র্‌র র্‌র | র্‌র — র্গ র্‌র | র্স — — — | ন সণ ধ্‌ প I
না ই বা আ মা য় দি ঽ লে ঽ ঽ ঽ ঽ ঽঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

হাতে প্রসাদ সবার মত
নাইবা আমায় দিলে

| র্স — — — | — — — — I
লে ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ
০ +

র্গ র্‌র র্গ র্‌র | র্স — র্স র্স | ন ধ্‌ নন ধ্‌ | ন — প পম´ I
আ মা য় তু মি ঽ প ঽ র ঽ ঽশ ত ব ঽ ঽ ঽঽ
০ + ০ +

গ প — প | প — প প | ম´ প ধ্‌ প | ম´ গ — — I
দি ও ঽ ত খ ন আ ঽ মা ঽ ঽর্‌ নি য়ে ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

গম´ ধ্‌ন ন ন | ধ্‌ — প প | ম´ প ধ্‌ প | ম´ গ — — I
প্রঽ ণাঽ ম নি য়ে ঽ প ড়্‌ বো ঽ ঽ আ মি ঽ ঽ ঽ
০ + ০ +

ম´ ম´ ম´ম´ গ | গ র গ র | স — — — | স র ণ — II I
তো মা ঽর্‌ চ র ণ ত ঽ লে ঽ ঽ ঽ মা ঽ ঽ ঽ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুদিত কমল হৃদয়ে আমার　　　　সুর—শ্রীযতীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী　　　　তাল—দাদরা

II সা সা মা | গা গা -মা I পা পা পা | নধা না -া I না র্সা র্গা | র্রা র্সা -র্সনা I ধা না ধা | ধপা পা পা I
মু দি ত　ক ম ল্　হৃ দ য়ে　আ মা র্　স্ব রূ প　তো মা র্　রে খে ছে　ঢা কি য়া

I পা ধা র্সা | ণা ণা ধা I ধপা -া -পধা | পমা গা -মা I পা নধা না | না না র্সনা I ধনা পা -া | -া -া -া II
বি ক শি　ত ক র　তা ০ য়্　তো মা র　প্রে মে র্　প র শ　দি য়া ০　০ ০ ০

II {পা পা -া | না না -া I র্সা -র্সা র্রা | র্সনা র্সা -র্সা I র্সা র্গা র্রা | র্গা র্গা র্গর্মা | র্মর্গা র্গা -র্রা | র্সনা র্সা -া } I
তো মা র্　আ স ন্　অ ন্ ত　রে মো র　যে থা য়্　আ মা র্　হি য়া র্　হি য়া ০

I পা ধা ণা | র্রর্সা ণধা -ধপা I পা -ধা পা | মা মা গা I গা গা মা | পা না -া I ধনা -ধা না | র্সা -া -া II
বি রা জো　সে০ থা০ ০য়্　নি ত্ ত　জ ন নী　চে ত না　আ মা র্　ব্যা০ ০ পি　য়া ০ ০

II { পা পা পা | না না -া I র্সা র্সা র্রা | র্সনা র্সা র্সা I র্সা র্গর্রা র্গা | র্গা র্গা -র্গর্মা I র্মর্গা -া -র্রা | র্সনা র্সা র্সা } I
তৃ ষি ত　চ কো র্　ডা কি ছে　যে ম নি　তৃ ষা০ হ　রা বা ০০　রি ০ র্　লা গি য়া

I পা ধা ণা | র্রর্সা ণধা -ধপা I পা ধা পা | মা গা -া I গা -রা গা | মা -া -া I গা মা মধা | ধা ধা ধা I
প রা ণ　আ০ মা০ ০র্　খুঁ জি য়া　বে ড়া য়া　জ ০ ন　নী ০ ০　কো থা আ০　ছ তু মি

I গা পা ধা | না -ধা না I র্সা -া -া | -া -া -া II II
কাঁ দি য়া　কাঁ ০ দি　য়া ০ ০　০ ০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন তোমার কৃপা

তাল—দাদ্‌রা

সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্ত

নিত্য ঝরে অঝোরে

সা সসা II সা সা -দা | পা দা পা I মা মপা মা | জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা I
০ য খন্ তো মা র্ কৃ পা ০ নি ০ত ত্ ঝ০ রে ০

সা রা জ্ঞা | -া ঋা ঋসা I সা সা -জ্ঞা | রা রজ্ঞা জ্ঞা I
অ ঝো রে ০ ত খন্ আ মা ০র্ পা ০ত্ রো

জ্ঞা মা মপা মা | জ্ঞারজ্ঞা জ্ঞা I রা সা -া | -া -া া I
র ই বে০ শূ ০ন্ ন প ড়ে ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা র্সা | র্সা ঋর্সা র্সা I ণর্সা ণা -া | দা পা -া I
এ ম ন্ শা ০স্ তি প্র০ ভু ০ তু মি ০

পা পা দা | ণা -া -া I ণদা পা মা | জ্ঞা -া -া I
দি ও ০ না ০ ০ দি ও না ০ ০ ০

জ্ঞা মা -া | জ্ঞা রা মজ্ঞা I ঋা সা -া II | -া সা সসা I
দি ও ০ না ০ ০০ মো রে ০ ০ য খন্

{মা মদা দা | ণা র্সা -া I পা ণা ণা | দা পা -া I
ছা খো০ ০ আ মি ০ এ ই ধ রে ছি ০

পা পদা ণা | র্সা র্রা -র্মজ্ঞা I দা দজ্ঞা জ্ঞা | ঋা র্সা -া I
পা ০ত রো ০ আ মার্ স হ০ জ ক রে ০

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা র্সা -া I র্সঋা ঋা র্সা | ণা দা প I
তো মা র্ কৃ পা ০ প০ ড়্ বে না ত ০

পা পদা দা | ণা -া -া I সা সা সরা | জ্ঞা দপা পমা I
গ ড়ি০ ০ য়ে ০ ০ আ মা ০র্ পা ০ত্ রো০

জ্ঞা -া রা | জ্ঞা ঋা সা I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া I
বা ০ হি রে ছা খো এ০ ই ধ রে ছি ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রা রজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞরা জ্ঞা -জ্ঞা। দা দজ্ঞা জ্ঞা। ঋা সা -া IIII
পা৹তে্ রো আ৹ মা র্ স হ৹ জ্ ক রে ০

গান গেয়ে তরী বেয়ে — তাল—দাদ্‌রা

আমি চলিয়াছি ঘাটে ঘাটে — সুর—শ্রীমতী সোমা ভদ্র

II গ প ম | গ সা র I গ ম প | ম গ — I
গা ন গে য়ে ও ত রী ঃ বে য়ে ঃ

গ ধ ম | গ ম র I গ ম প, ম গ প্ I
গা ন্ গে য়ে ও ঃ ত রী ঃ বে য়ে আমি

ধ ধ র্ম | ধ প — I ম গ — | ম প — I
চ লি ঃ য়া ছি ঃ ঘা টে ঃ ঘা টে ঃ

II পর্ম র্ম — | র্ম র্ম র্ম I র্ম — — | ন — — I
০এ গা ন গা ও য়া ত রী ঃ বা ওয়া ঃ

ধ — র্স | ধ প — I ম গ — | ম প — II
চ লি ও য়া হে ঃ সা থে ঃ সা থে ঃ

II { প দ — | ন র্ম — I র্র র্র র্স | ন র্স — I
ক খ ঃ নো বা ঃ ত রী ঃ মা ঝে ঃ

র্স র্ম র্গ | র্র র্ম — I ন র্ম ন | ধ্ প — I
ঘু ম ঃ ঘো রে ঃ প ড়ি ঃ ঢ লে ঃ

প র্ম — | র্ম র্ম — I ন র্ম ন | ধ প — II
জা গি য়া দে খে ছি ত বু আ প নি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম গ — । ম প — I গ ম গ । র স — }I
ত রী ঽ চ লে ঽ বে য়ে ঽ বে য়ে ঽ

ম র র । র প — I ম গ মগ । র স র I
গা ঽ নে র শে ষ না ই ঽ এ ঽ ত

ম- ম ম । গ রগর প I — — — । — — — I
খন চ লি ছে প্রাঽঽ ণে ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ ঽ

প ধ — । ধ ধ — I ধ ধ ণ । ধ প — I
অ বি ঽ র ত ঽ গে য়ে ঽ গে য়ে ঽ

প দ — । ন স — I র্ র্ র্স । ন র্স — I
গা ন ঽ গে য়ে ঽ ত রী ঽ বে য়ে ঽ

র্ম র্ম র্গ । র্র র্ম — I ন র্স ন । ধ প — I
এ ক ই সা থে . চ লি ঽ য়া ছি ঽ

ম গ — । ম প — II II
দি নে ঽ রা তে ঽ

ওরে ও ভাই
মোদের ভাবনা কি আর

তাল—দাদ্‌রা

সুর—শ্রীমতী কমলা সেনগুপ্তা ও শ্রীযতীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী

গা মা -া । ধা না র্সধা I র্সা -া -া । -া -া -া I
ও রে ০ ও ০ ০০ · ভা ০ ০ ০ ০ ০

-া -া র্সা । ধা না না I র্সা র্গা র্গা । র্রা র্সা -া I
০ ০ ই মো দে র্‌ ভা ব না কি আ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-া -া -া । -া -া -র্সা I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা -র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ র্ এ বা র যা ০ র্

না র্সা না । ধা পা -া I না র্সা না । ধা পা পা I
চ র ণ ত রী ০ ক রে ০ ছি সা র্

গা গা -ধা । ধা না -া I পা হ্মা পা । গা রা সা I
ভ বে র্ ন দী ০ ক রে ন তি নি ০

সা -া -া । গা রগা মা I গা -া -া । -া -া -গা I
পা ০ ০ রা ০০ ০ পা ০ ০ ০ ০ র্

গা গা মা । ধা না -না I র্সা র্রা র্রা । না র্সা -া I
আ ম রা ত রী র্ মা ল্ লা মা ঝি ০

র্সা র্সা র্গা । র্সা র্গা -া I র্রা -া র্রা । র্সা -া র্সা I
এ ই ত রী তে ০ খা ০ ই দা ০ ই

না ধা -া । না র্সা -া I -া -া -া । -া -া র্সা I
খে লে ০ বে ড়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই

র্সা র্সা র্সা । র্সা র্রা র্সা I না র্সা না । ধা পা -া I
দি ন্ গে লে যে ০ খো রা ক্ মে লে ০

পা পা ধা । ণা ধা ধা I পধা পা -পা । সা গা -া I
ঘু ম পে লে ০ ও ত০ রী র্ মা ঝে ০

গা গা মা । পা মা -া I গা গা রসা । ন্া সা -া I
ঘু মা ই মো রা ০ যে ম ন০ খু শী ০

সা -া -া । গা -া -া I পা -া -া । -া -া -পা I
এ ০ ০ ত ০ ০ রী ০ ০ ০ ০ র্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গা পা মা | গা রা সা I ন্া রা সা | ন্া ধ্া প্া I
মা ল্ লা মা ঝি ০ আ ম্ রা জা নি ০

ন্া ধ্া -ধা | ন্া রা রা I সা -া -া | -া -া -সা I
মো দে র্ স ক ল ভা ০ ০ ০ ০ র্

ন্া রা -া | রা রা -া I ন্া রা -া | গা মা -া I
তা র্ ই হা তে ০ ত রী র্ যি নি ০

গরা গা স্া | রা -া -া I -া -া -া | -রসা সা -া I
ক০ র্ ণ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০র্ ০ ০

সা মা -া | মগা গা -া I পা -া -া | -া -া পা I
ও রে ০ ও০ ০ ০ ভা ০ ০ ০ ০ ই

না না -না | না -া -ক্ষা I ক্ষা ধা ধা | না র্সা -া I
এ বা র্ যা ০ র্ চ র ণ ত রী ০

না ধা না | ধা পা -া I -া -া -পা | ক্ষা গা গা I
ক রে ০ ছি সা ০ ০ ০ র্ মো দে র্

গা ধা ধা | পা পা -া I -া -া -া | -া -া -পা I
ভা ব্ না কি আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

গা পা পা | গা রা -সা I ন্া ধ্া ধ্া | ন্া -া -া I
ভা ব্ না কি আ র্ ভা ০ ব্ না ০ ০

রা গা গা | গা রা -সা IIII
কি ০ ০ আ ০ র্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃপ্রণাম

[কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী লতিকা দেবী]

কি আনন্দে মেতেছি মা তোমারি নাম স্মরণ করে।
ওগো মা আনন্দময়ি, কত শান্তি দিলে মোরে॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
তারা যেমন হয়না হারা,
ধ্রুবজ্যোতি হয়ে মাগো
পথ দেখিও তেমনি ক'রে।
তুমি আমার ইষ্টনাম,
গোপিনীদের ঘনশ্যাম,
তুমি আমার জপের মালা,
দিবানিশি জপি তোরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরলিপি ॥ তাল—ঝাঁপতাল ॥

II { মা ধা | মধা ণর্সা ণধা | মগা মা | মঋা ঋা সা I
কি আ   ন০ ০ন্ দে০   মেতে ০   ছি০ ০ মা

সা সা | ণ্ধ্া ধ্া ণ্ণ্া | সা ঋা | গা -া মা }I
তো মা   রি০ ০ নাম্   স্ম রণ্   ক ০ রে

মা ধা | ধা -া ধা | ণা র্সা | ণা -া ধা I
ও গো   মা ০ আ   ন ন্দ   ম ০ য়ি

মা ধা | মধা ণর্সা ণধা | পমা মা | গঋা ঋা সা II
ক ত   শা০ ০ন্ তি০   দি০ লে   মো০ ০ রে

II { মা মা | ধা ণপা ধা | ণা র্সা | র্ণা র্ঋা র্সা I
চ ন্দ্র   সূ ০র্ য   গ্র হ   তা ০ রা

র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্ঋর্ঋা র্গা | র্ঋর্গর্ঋা র্সা -া I
তা রা   যে ম ন্   হয়্ না   হা০০ রা ০

{ র্সা র্ঋা | র্গা র্মা র্পর্মা | র্গা র্ঋর্গা | র্ঋা র্সা -া }I
ধ্রু ব   জ্যো তি ০০   হ য়ে০   মা গো ০

ধধা ধা | মধা ণর্সা ণধা | পমা মমা | গা ঋা সা II
পথ দে   খি০ ও০ ০০   তেম্ নি০   ক ০ রে

II { মা মা | ধা ধা ধা | ণা র্ঋা | র্সা -া র্সা I
তু মি   আ মা র্   ই ষ্ট   না ০ ম্

ণা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্গর্ঋা র্গর্ঋা | র্সা -া র্সা } I
গো পি   নী দে র্   ঘ০ ন০   শ্যা ০ ম্

{ র্সা র্ঋা | গা র্মা র্পর্মা | র্গা র্ঋর্গা | র্ঋা -া র্সা } I
তু মি   আ মা ০র্   জ পের্   মা ০ লা

ধা ধা | মধা ণর্সা ণধা | পমা পমা | গঋা ঋা সা IIII
দি বা   নি০ ০০ ০শি   জ০ পি০   তো০ ০ রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi